বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা
(১৯৭২-৮৬)

এ,কে,এম,হেদায়েতুল হক
রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

হীরালাল বালা
পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন,
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

২২শে নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং।

মুখবন্ধ

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের প্রবেশ ছিল অত্যন্ত সীমিত। স্বাধীনতা লাভের পরেও সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে মহিলাদের সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি। ১৯৮৩ সাল থেকে যদিও তাঁদের ক্যাডারে নিযুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও তা পুরুষের তুলনায় আজও এককিঞ্চিতকর। প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং সরকারী নীতি নির্ধারণে মহিলাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য - এ সত্য বিলম্বে হলেও এদেশের সরকার ও জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। উপরোক্ত উপলব্ধির ফলশ্রুতিতে মহিলাদের বিভিন্ন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির সার্বিক সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের কর্ম পরিবেশ, কর্ম সম্পাদনে পারদর্শিতা, কর্মক্ষেত্রে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, তাঁদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভংগী, মন মানসিকতা এবং কর্মক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা সমূহ পর্যালোচনা করার একটা সময় এখন এসেছে। তাছাড়া প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তারও একটা সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার বিষয় সমূহও চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসব লক্ষ্যেই বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রারম্ভে বাংলাদেশের বর্তমান ৩০টি ক্যাডারের মহিলা কর্মকর্তাদের নামের তালিকা সংগ্রহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ বিশেষ সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের বি, সি, এস, পরীক্ষার মেধা ও কোটা ওয়ারী তালিকা সরবরাহ করে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য পরিদপ্তর বিসিএস প্রশাসন, সচিবালয় ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের ১৬০ জন কর্মকর্তার 'বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন' পর্যালোচনার সুযোগ দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সফল করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। উপরোক্ত মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সমূহের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের ২৮টি জেলার ৪৪টি উপজেলার ক্যাডারভুক্ত ১৫০ জন মহিলা, তাঁদের ১৫০ জন পুরুষ সহকর্মী, ১০০ জন উর্ধতন কর্মকর্তা, ৫০ জন বিশিষ্ট জনসাধারণ ও ৫০ জন বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সদস্যা তাঁদের মূল্যবান মতামত ও তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। উপরোক্ত জেলা সমূহের প্রশাসকবৃন্দ এবং উপজেলা সমূহের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সবার প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ।

যাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে প্রতিবেদনের গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন; তাঁরা হলেন সর্বজনাব অধ্যাপক আব্দুল মতিন পাটওয়ারী (উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ডঃ এম, এ, রকীব (উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), এস, এম, আল হোসাইনী (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন), এম, শামসুল হক চিশতি (সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), এম, মুস্তাফিজুর রহমান (তৎকালীন সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়), মনযুর-উল-করিম (সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়) এবং কাজী আজহার আলী (তৎকালীন সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অত্র গবেষণা প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ণ কমিটির সদস্য জনাব ডঃ মকবুল আহমেদ খান (মহাসচিব, বাংলাদেশ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনষ্টিটিউট) ও মিসেস নাজমুন্নেসা মাহতাব (চেয়ারম্যান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিবেদন প্রণয়নে যে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন, তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। মূল্যায়ণ কমিটির আহবায়ক ও অত্র কেন্দ্রের এম, ডি, এস জনাব এস, টি, মুর্শেদ এবং গবেষণা শাখার উপ-পরিচালক বেগম আমেনা আজিমের পরামর্শ ও সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

গবেষণা প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছিল। সেখানে অনুষদ সদস্যবৃন্দ তত্ত্ব ও তথ্যমূলক যে পর্যালোচনা পেশ করেন, তা আমাদের প্রতিবেদন রচনায় সহায়ক হয়েছে। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অনুষদ সদস্যদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র কেন্দ্রের গবেষণা কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে জনাব আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান এ গবেষণা কাজে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

ক্যাডার সার্ভিসে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি নির্ধারণে ও বিরাজিত সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সরকারী নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে বর্তমান গবেষণার তথ্য ও সুপারিশ সমূহ দিক নির্দেশে সহায়তা করতে পারলে আমরা সুখী হবো।

বিনীত

বিপিএটিসি, সাভার,
২২শে নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং

এ, কে, এম, হেমায়েতুল হক
হীরালাল বালা

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

১। সারণী (Table) তালিকা — ১

২। সুস্ত লেখ (Bar- graph) তালিকা — ৬

৩। গবেষকদের সুপারিশ — ৭

৪। সার-সংক্ষেপ — ১০

৫। ভূমিকা — ১৮

৬। গবেষণা পদ্ধতি — ৪৪

৭। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলা কর্মকর্তা — ৫১

৮। কর্মক্ষেত্র ও মহিলা কর্মকর্তা — ৬৬

৯। আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ ও মহিলা কর্মকর্তার চাকরি — ১২৭

১০। উত্তরদাতা/দাত্রীগণের সুপারিশ — ১৩৮

১১। পরিশিষ্ট

ক) গবেষণা সহকারীবৃন্দ — ১৫১

খ) গ্রন্থপঞ্জী — ১৫২

গ) নমুনা উপজেলা ও জেলার তালিকা — ১৫৪

ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সকল বি, সি, এস, ক্যাডারে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের তালিকা — ১৫৬

সারণী তালিকা

সারণী নং	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১।	৫ বৎসর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার হার	২২
২।	পুরুষ ও মহিলার ভিত্তিতে বয়স্ক (১৫ বৎসর ও তদূর্ধ) শিক্ষার হার	২২
৩।	শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীর হার	২২
৪।	বাংলাদেশে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকার হার (১৯৮৪-৮৫)	২৩
৫।	শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের হার	২৩
৬।	বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকরী জনসংখ্যা	২৮
৭।	বাংলাদেশে বেসামরিক শ্রমশক্তির পুরুষ ও মহিলার হার	২৮
৮।	বাংলাদেশে কৃষি-অকৃষি পুরুষ ও মহিলা শ্রমশক্তির হার	২৯
৯।	১০ বছর ও তদূর্ধ বয়সের কর্মরত জনসংখ্যা ও পেশাভিত্তিক পুরুষ ও মহিলার হার (১৯৮৩-৮৪)	৩০
১০।	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি (পুরুষ ও মহিলা)	৩১
১১।	বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সেক্টরে ১ম শ্রেণীর চাকরিতে নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলা (১৯৮৪)	৩৩
১২।	বাংলাদেশের ৩০টি ক্যাডারের নাম এবং মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা	৪০
১৩।	অসমানুপাতিক স্তরিত নমুনায়নের মাধ্যমে গৃহীত নমুনা ও পরবর্তী কালে দৈব চয়নের মাধ্যমে গৃহীত নমুনা সংখ্যা ও ক্যাডার।	৫০
১৪।	মহিলা কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের বয়স	৫২
১৫।	মহিলা কর্মকর্তাদের সন্তান সংখ্যা ও কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স	৫৪
১৬।	মহিলা কর্মকর্তাদের অনূর্ধ ৫ বছর বয়স্ক সন্তান অফিস চলাকালে যাদের হেফাজতে রেখে আসা হয়	৫৫
১৭।	মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিস্থলে বসবাসের ধরণ	৫৬
১৮।	অবিবাহিতা মহিলা কর্মকর্তাগণের পিতার পরিবার থেকে চাকরিস্থলের দূরত্ব এবং সাক্ষাতের অন্তর্বর্তী কাল	৫৭
১৯।	বিবাহিতা মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামীর পরিবার থেকে চাকরিস্থলের দূরত্ব এবং সাক্ষাতের অন্তর্বর্তী কাল	৫৮

সারণী নং	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২০।	মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদ	৫৮
২১।	ক) দেশে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ	৬০
	খ) বিদেশে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ	৬১
	গ) বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তগণের ক্যাডার	৬২
২২।	মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী ও পিতার পেশা	৬২
২৩।	মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী/পিতার বার্ষিক আয়	৬৩
২৪।	মহিলা কর্মকর্তাদের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভূক্তিতে উৎসাহ দানকারী ব্যক্তিবর্গ	৬৫
২৫।	পুরুষ সহকর্মী ও উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয়ে মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতার পরিমাপ	৬৮
২৬।	বিসিএস সচিবালয়, স্বাস্থ্য ও প্রশাসন ক্যাডারের ১৬০ জন পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দক্ষতার পরিমাপ	৭০
২৭। ক)	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৭টি বুনিয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলার প্রাপ্ত নম্বরের গ্রেড	৭৩
খ)	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড়	৭৪
২৮।	জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে প্রশাসনে মহিলাদের নিরপেক্ষতা	৭৬
২৯।	কর্ম সম্পাদনে মহিলা কর্মকর্তাদের দ্রুততার পরিমাপ	৭৮
৩০।	জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের মতে মহিলা কর্মকর্তাদের কাজে জনগণের সন্তোষ বোধের পরিমাপ	৭৯
৩১।	উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা	৮০
৩২।	সিদ্ধান্ত গ্রহণে উর্ধতন কর্মকর্তার উপর মহিলাদের নির্ভরশীলতা	৮২
৩৩।	উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের সক্ষমতা	৮৩
৩৪।	কঠোর বা অপ্রিয় নির্দেশ প্রদানে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তাদের ফলপ্রসূতার তুলনা	৮৪
৩৫।	উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে কঠোর বা অপ্রিয় নির্দেশ প্রদানে মহিলাদের দুর্বলতার বিষয় সমূহ	৮৫

সারণী নং	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩৬।	অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ	৮৬
৩৭।	পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর মহিলা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ	৮৭
৩৮।	উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা	৮৭
৩৯।	উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলা কর্মকর্তাদের গৃহীত ভূমিকা	৮৮
৪০।	পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে কার্যক্ষেত্রে প্রদত্ত সহযোগিতা ও পরামর্শ দান	৮৯
৪১।	মহিলা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে অবলম্বনীয় কৌশল	৯০
৪২।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অসুবিধা সমূহ	৯১
৪৩।	মহিলা কর্মকর্তাদের মতানুযায়ী সমন্বয় ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী	৯২
৪৪।	সমন্বয় ক্ষেত্রে সমস্যাবলীর সমাধানে মহিলা কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত কৌশল	৯৩
৪৫।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা কালে প্রথম সহযোগিতাকারী ব্যক্তিবৃন্দ	৯৪
৪৬।	মহিলা কর্মকর্তাদের মতে পুরুষ সহকর্মীগণ কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতার পরিমান	৯৪
৪৭।	পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলার স্থলে পুরুষ সহকর্মী হলে কার্যক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় বিষয়াবলী	৯৫
৪৮।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে পুরুষ সহকর্মীদের সাথে যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধা ও অসুবিধাবলী	৯৬
৪৯।	পুরুষ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে মহিলা সহকর্মীদের সাথে যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধা ও অসুবিধাবলী	৯৭
৫০।	উর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার সমকক্ষতার তুলনা	৯৮
৫১।	উর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে মহিলা/পুরুষ কর্মকর্তার অসমকক্ষতার কারণ	৯৯
৫২।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার দায়িত্ব পালনে সময় ক্ষেপণের তুলনা	৯৯
৫৩।	মহিলা কর্মকর্তাদের মতানুযায়ী কর্মস্থলের প্রতিকূলতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের ধরণ	১০০

সারণী নং	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৫৪।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক কাজের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরিমান	১০১
৫৫।	মহিলা কর্মকর্তার মতানুযায়ী উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক নারী ও পুরুষ কর্মকর্তার মাঝে কর্মবন্টনে বৈষম্যের ধরন	১০২
৫৬।	মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে উর্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি কৃত বৈষম্য মূলক আচরণ	১০২
৫৭।	পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিক্ষেত্রে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত কিনা	১০৩
৫৮।	মহিলা কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে পদোন্নতি প্রাপ্তিতে কোনরূপ বৈষম্য করা হয় কিনা	১০৩
৫৯।	মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে নারী/পুরুষ বৈষম্য	১০৪
৬০।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে চাকরিক্ষেত্রে বিদ্যমান নিরাপত্তা	১০৪
৬১।	মহিলা কর্মকর্তা, উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের উপযোগী ১০টি ক্যাডার নির্ধারণ	১০৬
৬২।	ক) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নির্বাচিত বি, সি, এস ক্যাডারের সদস্যদের মেধা ও কোটা ওয়ারী বিভাগ	১০৯
	খ) ৫টি উত্তরদাতা শ্রেণী কর্তৃক কোটার হার নির্ধারণ	১১১
৬৩।	উত্তরদাতা ৫টি শ্রেণীর যাঁরা কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে কোটার সুবিধাবলী	১১২
৬৪।	৫টি উত্তরদাতা শ্রেণীর যাঁরা কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন না, তাঁদের দৃষ্টিতে কোটার ফলে সমাজে সৃষ্ট কুফল সমূহ	১১৩
৬৫।	৫টি উত্তরদাতা শ্রেণীর মতানুযায়ী সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিয়ুক্তির সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা নির্ধারণে মতামত	১১৫
৬৬।	পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণের চাকরিক্ষেত্রে বিশেষ আনুকূল্য/সুবিধা ভোগ	১১৬
৬৭।	পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাবলী	১১৭
৬৮।	মহিলা কর্মকর্তাদের অভিমতে সিভিল সার্ভিসে নিয়ুক্তির ফলে প্রাপ্ত সন্তুষ্টির বিষয়াদি	১১৯
৬৯।	মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে তাঁদের দাপ্তরিক ভ্রমণে অসুবিধা সম্পর্কিত মতামত	১২০
৭০।	মহিলা কর্মকর্তাদের অভিমতে দাপ্তরিক ভ্রমণে অসুবিধা সমূহ	১২১

সারণী নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭১।	৫টি উত্তরদাতা শ্রেণীর দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের বিদ্যমান অসুবিধা সমূহ	১২৩
৭২।	উর্ধতন কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট অনুকূল প্রভাব	১২৮
৭৩।	উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাব	১২৯
৭৪।	উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট প্রভাব	১৩০
৭৫।	উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্ট প্রভাব	১৩২
৭৬।	ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের মতে তাঁদের কর্ম দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জনগণের মনোভাব	১৩৩
৭৭।	ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের কাজের প্রতি উর্ধতন কর্মকর্তার ও পুরুষ সহকর্মীদের পোষিত মনোভাব	১৩৪
৭৮।	মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসের মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি পুরুষ সহকর্মীদের পোষিত মনোভাব/দৃষ্টিভংগী	১৩৫
৭৯।	মহিলাদের স্বামী কর্তৃক তাঁদের চাকরি জীবন সহজভাবে গ্রহণ না করার কারণ	১৩৬
৮০।	মহিলা কর্মকর্তাদের মতে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ কর্তৃক তাঁদের প্রতি পোষিত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী	১৩৭
৮১।	দায়িত্ব প্রদান ও কর্মবন্টন সম্পর্কিত সুপারিশ	১৪১
৮২।	৬টি উত্তরদাতা শ্রেণী কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ	১৪৩
৮৩।	জনগনের সাথে মহিলা কর্মকর্তাদের কাংখিত আচরণ সংক্রান্ত সুপারিশ	১৪৫
৮৪।	পদোন্নতি সংক্রান্ত সুপারিশ	১৪৮

সুস্ত লেখ (Bar-graph) সমূহের তালিকা

সুস্ত লেখ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১।	মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদের সুস্ত লেখ	৫৯
২।	মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী/পিতার বার্ষিক আয়ের সুস্ত লেখ	৬৪
৩।	বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার দক্ষতা পরিমাপের সুস্ত লেখ	৭২.
৪।	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৭টি বুনিয়াদী কোর্সে পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর প্রাপ্ত গ্রেডের সুস্ত লেখ	৭৫
৫।	১৯৮২,১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বি,সি,এস পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মেধা ও কোটাওয়ারী হারের সুস্ত লেখ	১১০

গবেষকদের সুপারিশ

১। বর্তমানে প্রচলিত সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী বি,সি,এস, ক্যাডারে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগ কোটা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষন এবং ক্যাডারে নিযুক্ত পুরুষ ও মহিলাদের মেধা ও কোটাওয়ারী তালিকা নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। এর ফলে কতজন মেধা ভিত্তিতে ও কতজন কোটা ভিত্তিতে চাকরি পেল তা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব হবে। তখন এই তালিকার ভিত্তিতে মেধা ও কোটা(জেলা, মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি) পদ্ধতিতে নিয়োগ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়ন করতে সরকারের পক্ষে সহজতর হবে। কেননা, বর্তমানে প্রচলিত কোটা পদ্ধতি সময়ের ব্যবধানে ও প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই তালিকা প্রস্তুত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

২। সিভিল সার্ভিসে ও অন্যান্য সরকারী চাকরিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে কর্মরত হলে তাঁদের একই স্থানে অথবা নিকটতম স্থানে নিয়োগ প্রদান ও বদলী করা বিশেষ প্রয়োজন। এতে উভয়ের মানসিক উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা, আবাসিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত জটিলতা দূরীভূত হবে এবং সরকারী কর্তব্যে উভয়ের পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হবে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরকারী আদেশ যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। যে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুক্তিসংগত কারণে স্বামীকে স্ত্রীর কর্মস্থলে অথবা স্ত্রীকে স্বামীর কর্মস্থলে নিয়োগ/বদলী করা একান্তই অসম্ভব সেসকল ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসস্থান বরাদ্দ কমিটি/স্থানীয় প্রশাসন মহিলা কর্মকর্তাদের বাসস্থান বরাদ্দের ব্যাপারে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিবেন। তবে এ ক্ষেত্রেও মহিলা কর্মকর্তা ও তাঁর স্বামীকে সুবিধাজনক সময়ের মধ্যে একই স্থানে বদলী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। পরিদর্শন, তদারক, তদন্ত ও গণসংযোগ প্রভৃতি কর্মের সুবিধার্থে মাঠ পর্যায়ে গমনাগমনের জন্য মহিলা কর্মকর্তাদেরকে সরকারী যানবাহন ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। অনেক দপ্তরে সরকারী যানবাহনের অপ্রতুলতা রয়েছে, সেক্ষেত্রেও প্রয়োজনে সরকারী যানবাহন ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই মহিলাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা, বেসরকারী পরিবহণে মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে ঘটনাস্থলে গমনাগমন মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য সময়সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক। সেজন্য মহিলাদের এই সুযোগ অবশ্যই প্রদান করা দরকার।

৪। ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের (সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডার বাদে) জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও আনুঃবিভাগীয় প্রশিক্ষণ ছাড়া আরও ১৫ দিনের জন্য একটি বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের "কর্মকর্তা সুলভ মানসিকতা", ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তাঁদের প্রশাসন পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল দুর্বলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বগ্রস্ততা রয়েছে তা দূরীভূত হবে। উপরোক্ত দুটি ক্যাডার ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্যাডারে মহিলাদের সংখ্যা বর্তমানে ৩৩৭ জন। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও আনুঃবিভাগীয় প্রশিক্ষণের পরে এই ৩৩৭ জনের বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা সম্ভব। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

৫। মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি সমাজের রক্ষনশীল অংশের সনাতন ও চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শুধু অশিক্ষিত নয়, শিক্ষিত মানুষেরও এ বিষয়ে চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হওয়া দরকার। ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এবং উন্নত দেশগুলোর উদাহরণ দেখিয়ে মহিলাদের সম্পর্কে জনগণের উদার মনোভাব সৃষ্টি করাই হবে বর্তমানে একটি বড় কাজ। সমাজ ও পরিবার গঠনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে মহিলাদের ও মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে দেশের জ্ঞানী-গুণী ও উদারপন্থী ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্য-বিবৃতি সম্প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের ভাব-মূর্তির উন্নয়ন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকারী প্রচার মাধ্যম যথা, রেডিও, টেলিভিশন এবং দেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে মহিলা কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ তাঁদের জন্য অনুকূল হবে এবং তাঁরা জনগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবেন। ফলে, আরও অধিক সংখ্যক মহিলা ক্যাডার সার্ভিস ও অন্যান্য সার্ভিসের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং তাঁরা কর্মক্ষেত্রে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

৬। মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা অফিস কক্ষ, সংযুক্ত অথবা পৃথক শৌচাগার ও নামায ঘরের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সকল নতুন প্রকল্পে এই ব্যবস্থা অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে। অফিস-আদালতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু সরকারী নয়, বে-সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অবশ্যই মহিলা ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক শৌচাগার ও নামায ঘরের ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য।

৭। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং অত্র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ১৩ টি ক্যাডার মহিলাদের জন্য অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করা হচ্ছে ঃ

১। বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)
২। বি,সি,এস,(স্বাস্থ্য)
৩। বি,সি,এস,(পরিবার পরিকল্পনা)
৪। বি,সি,এস,(সচিবালয়)
৫। বি,সি,এস,(নিরীক্ষা ও হিসাব)
৬। বি,সি,এস,(তথ্য)
৭। বি,সি,এস,(কর)
৮। বি,সি,এস,(অর্থ)
৯। বি,সি,এস,(সমবায়)
১০। বি,সি,এস,(পরিসংখ্যান)
১১। বি,সি,এস,(ডাক)
১২। বি,সি,এস,(বিচার)
১৩। বি,সি,এস,(প্রশাসন)

স্থূল বা সূক্ষ্ম যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন উপরোক্ত ক্যাডারগুলো যে মহিলাদের জন্য উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই।

৮। যে সমস্ত ক্যাডারের কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিস্তৃত, সে সমস্ত ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের ঢাকা মহানগরী ভিত্তিক নিয়োগের প্রচলন রহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে মহিলাদের পরিচিতি ও সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ ঘটবে এবং কর্তব্য কর্মে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, মহিলা কর্মকর্তাদেরকে শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে নিয়োগ/বদলী করা হলে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষতা যেমন ক্ষুন্ন হবে, তেমনি পুরুষ কর্মকর্তাদের প্রতি এক প্রকারের বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকেও বিষয়টি কল্যাণকর নয়।

সারসংক্ষেপ

'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা' শীর্ষক গবেষণার জন্য বাংলাদেশের ২৮টি জেলার ৩৪ টি উপজেলা থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৬ টি ক্যাডারের ১৫০ জন মহিলা কর্মকর্তা, তাঁদের ১৫০ জন পুরুষ সহকর্মী, ১০০ জন উর্ধতন কর্মকর্তা, ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি(পুরুষ), ৩০ জন বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সদস্যা, ২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ৫ জন সচিবের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাডার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বি,সি,এস, ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তার সমগ্র তালিকা, ৩ টি ক্যাডারের ১৬০ জন পুরুষ ও মহিলার এ,সি,আর, এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৭ টি বুনিয়াদী কোর্সের ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো।

(ক) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলা কর্মকর্তাঃ ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ৩০ টি ক্যাডারে মোট মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা ১৪১৭ জন। তাঁদের মধ্যে নমুনায় প্রাপ্ত ১৫০ জন মহিলা কর্মকর্তার গড় বয়স ৩২ বছর ৮ মাস। শতকরা ৩৩ ভাগ স্নাতক এবং ৬৭ ভাগ স্নাতকোত্তর পাশ। শতকরা ৮০ ভাগ বিবাহিতা। অবিবাহিতাদের(২৬ জন) গড় বয়স ২৮ বছর ৯ মাস। বিবাহিতা মহিলাদের শতকরা ১৭ ভাগের কোন সন্তান নেই। সন্তানবতীদের শতকরা ৭৫ ভাগের অনূর্ধ ২ টি সন্তান রয়েছে তাঁদের গড় সন্তান সংখ্যা ২ জন এবং কনিষ্ঠ সন্তানের গড় বয়স ৫ বছর ২ মাস। অনূর্ধ ৩ বছর বয়স্ক সন্তানদেরকে অফিস চলাকালীন সময়ে অধিকাংশ মহিলা বাসায় কাজের ছেলে/মেয়ের হেফাজতে রেখে আসেন।

শতকরা ৬৬ ভাগ মহিলা স্বামীর সাথে এবং ১১ ভাগ পিতার পরিবারে অবস্থান করে চাকরি চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকীরা আত্মীয়-স্বজনের বাসায়, মহিলা হোস্টেলে, সরকারী কোয়ার্টারে এবং বেসরকারী বাসা ভাড়া করে চাকরিস্থলে অবস্থান করেন। যাঁরা স্বামীর নিকট থেকে দূরে চাকরিতে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশ মাসে ১ বার করে স্বামীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরির গড় মেয়াদ ৪ বছর ১১ মাস। এক তৃতীয়াংশ মহিলা কর্মকর্তা কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বাকী ১০০ জনের মধ্যে ২০ জন বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন মোট ৩৭ জন।

বিবাহিতাদের শতকরা ৬৫ ভাগের স্বামী এবং অবিবাহিতাদের ৪৪ ভাগের পিতা চাকরিজীবি। ৩ জন মহিলার পিতার পেশা কৃষিকার্য। মহিলাদের আয় বাদ দিয়ে পিতা ও স্বামীদের শতকরা ৫৭ ভাগের বার্ষিক আয় অনূর্ধ ৪০ হাজার টাকা। অর্থাৎ মহিলাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা নিজের উদ্যোগ ও উৎসাহেই সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়েছেন।

(খ) কর্মক্ষেত্রে ও মহিলা কর্মকর্তা : অধিকাংশ উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীর অভিমত অনুসারে মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিক্ষেত্রে 'দক্ষ' বলে বিবেচিত। ১৬০ জন পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ফলাফলে পুরুষ কর্মকর্তাগণ মহিলাদের তুলনায় দক্ষতায় কিছুটা অগ্রগামী রয়েছেন। প্রশিক্ষণকালীন ফলাফল পর্যালোচনায় বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৭ টি বুনিয়াদী কোর্সের ৪ টিতে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শ্রেণীগত গড় নম্বর কিছুটা বেশী। প্রতিটি কোর্সের ফলাফলে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত স্থান অধিকারীদের ৭টি কোর্সের মোট ১৪০ জনের মধ্যে ১১ জন মহিলা ও ১২৯ জন পুরুষ রয়েছেন।

জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠন সদস্যাদের শতকরা ৫০ ভাগের মতে মহিলারা প্রশাসনিক কর্মকান্ডে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকতে সক্ষম হচ্ছেন। মহিলারা 'স্বাভাবিক দ্রুততার সাথে' দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বলেও উপরোক্ত দুই শ্রেনীর উত্তরদাতাদের শতকরা ৫৩ ভাগ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া, এই দুই শ্রেনীর শতকরা ৫২ ভাগ জানান যে, মহিলা কর্মকর্তাগণের কাজে জনগণ মোটামুটি সন্তুষ্ট।

মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৩০ ভাগ প্রাপ্ত দায়িত্বাবলীর কোন না কোনটিতে কিছুটা 'কম দক্ষ' বলে জানান। উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীর যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ও ৪৬ ভাগ এর জন্য 'প্রশিক্ষণের অভাব'কেই মূল কারণ মনে করেন এবং যথাক্রমে ৭৭ ও ৩৮ ভাগের মতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের 'কম দক্ষতা' দূর করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীর মতে মহিলারা দ্রুত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ প্রদানে সক্ষম। মহিলা কর্মকর্তাগণের অধিকাংশ দাবী করেন যে, অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর তাঁদের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' রয়েছে, কিন্তু পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের মতে 'পূর্ণ নয়','মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ' রয়েছে।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের ৬৯% বলেন যে, অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণে মহিলারা মোটামুটি দক্ষ। অবশ্য চার পঞ্চমাংশ পুরুষ সহকর্মী স্বীকার করেন যে, কার্যক্ষেত্রে অধীনস্থদেরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে মহিলারা সহায়তা করে থাকেন। প্রায় অর্ধেক মহিলা কর্মকর্তা অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তাঁরা এজন্য কর্মচারীদের 'অবাধ্যতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধার অভাব' কে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী করেছেন।

যেসব মহিলা সমন্বয় সাধন মূলক দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদের এক তৃতীয়াংশকে সমন্বয় সাধনে 'অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতার অভাব, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা' সম্বন্ধীয় সমস্যায় নিপতিত হতে হয় এবং অধিকাংশকে সহকর্মী, শাখা/বিভাগ/ব্যক্তির সাথে আলোচনার মাধ্যমেও অত্যধিক পরিশ্রম করে সমন্বয় সাধন করতে হয়। এঁদের অধিকাংশ চাকরিক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে সর্বপ্রথম উর্ধতন কর্মকর্তার নিকট থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। তবে, পুরুষ সহকর্মীর নিকট সহযোগিতা কামনা করা হলে অধিকাংশের মতে পূর্ণ সহযোগিতা পান।

পুরুষ সহকর্মীদের প্রায় এক চতুর্থাংশ কার্যক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষে কোন পার্থক্য দেখেন না। বাকীদের মধ্যে মাত্র ৯ ভাগের মতে মহিলা সহকর্মী হলে এবং ৬৬ ভাগের মতে পুরুষ সহকর্মী হলে কার্যক্ষেত্রে বেশী সুবিধা হয়।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের শতকরা ৩৭ ভাগ পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাকে 'সমকক্ষ' এবং ৪২ ভাগ 'মোটামুটি' সমকক্ষ' মনে করেন। শতকরা ১৯ ভাগ মহিলাদেরকে 'অসমকক্ষ' মনে করেন দুটো উল্লেখ যোগ্য কারণে, (১) গুরুদায়িত্ব পালনে মহিলার সাহসের অভাব এবং (২) শারীরিক ও মানসিক ভাবে মহিলারা দুর্বল।

মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৭৯ ভাগের মতে কার্য পরিবেশ তাঁদের অনুকূলে। যাঁরা প্রতিকূলতায় ভোগেন, তাঁদের অধিকাংশ 'পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে' দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের সান্ত্বনা এই যে, উর্ধতন কর্মকর্তার নিকট কাজের স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন (৫৮% এর মতানুযায়ী)। মহিলাদের শতকরা ৬৫ ভাগ জানান, উর্ধতন কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব বন্টনে নারী পুরুষের মাঝে কোন প্রকার বৈষম্য করেন না।

অবশ্য মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের শতকরা ৫৮ ভাগ দোষারোপ করেন যে, ঊর্ধতন কর্মকর্তা বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকেন। পুরুষ সহকর্মীদের প্রায় সবাই বলেন যে, চাকরিক্ষেত্রে মহিলারা কোন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেননা। মহিলা কর্মকর্তাদের প্রায় সকলের অভিমতানুযায়ী তাঁরা পদোন্নতি প্রাপ্তিতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন না। এক্ষেত্রেও মহিলা সংগঠন সমূহের সদস্যাদের শতকরা ৪৪ ভাগ দাবী করেছেন পদোন্নতি ও বদলীতে পুরুষ ও মহিলার মাঝে বৈষম্য করা হয়।

নিরাপত্তা বোধের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৭০ ভাগ 'পূর্ণ নিরাপত্তা বিদ্যমান' বলে জানিয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের পছন্দানুসারে ক্রমানুযায়ী ১০ টি উপযোগী ক্যাডার হচ্ছে: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সচিবালয়, অর্থ, কর, প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, তথ্য ও সমবায়। প্রথম তিনটিকে সমর্থন দিয়েছেন অন্যান্য উত্তরদাতা শ্রেণীর অধিক সংখ্যক সদস্য।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ১৯৮২, ৮৪ ও ৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বি,সি,এস, পরীক্ষায় মহিলারা তাঁদের জন্য নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগ কোটার স্থলে শতকরা ৯.৪৭ ভাগ পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। নির্বাচিত হবার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা প্রার্থীর অভাবে শতকরা ১০ ভাগ কোটা পূরণ করা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, পুরুষ প্রার্থীদের শতকরা ৪৩.৮৮ ভাগ এবং মহিলা প্রার্থীদের শতকরা ১.৩০ ভাগ মেধা ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছেন। মেধা ভিত্তিতে বি,সি,এস, পরীক্ষায় মহিলাদের ফলাফল পুরুষের তুলনায় বর্তমান কাল পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক নয়।

মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, ঊর্ধতন কর্মকর্তা এবং জনসাধারণের অধিক সংখ্যক উত্তরদাতা 'কোটা পদ্ধতি' সমর্থন করেন না। যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁদের অধিকাংশই ১০% কোটা সিভিল সার্ভিসের উপযোগী বিবেচনা করেছেন। কেবলমাত্র মহিলা সংগঠনের সদস্যা-বর্গের অধিকাংশই কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেছেন এবং কোটার হার শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত করার দাবী জানিয়েছেন। সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা হিসেবে মহিলাদের জন্য প্রচলিত ৩০ বছর অক্ষুন্ন রাখার দাবী জানান মহিলা কর্মকর্তা, জনসাধারণ

ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের বেশীর ভাগ উত্তরদাতা। অপরপক্ষে বয়ঃসীমা ২৭ বছরে নামিয়ে এনে পুরুষদের বয়ঃসীমার সাথে সমতা বিধানের বক্তব্য পেশ করেছেন অধিক সংখ্যক উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মী।

সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হবার ফলে মহিলা কর্মকর্তাগণ উল্লেখযোগ্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্টি লাভ করেছেন, (ক) আর্থিক-স্বচ্ছলতা লাভ, (খ) আত্ম-সম্মান বৃদ্ধি এবং (গ) আত্ম-তৃপ্তি লাভ। মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৪৭ ভাগ দাপ্তরিক ভ্রমণে অসুবিধা হয় বলে জানান। তার মধ্যে যানবাহণ জনিত, নিরাপত্তার অভাব ও ভ্রমণ-কালীন রাত্রিযাপন সমস্যা অন্যতম। চাকরির অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যাদির বর্ণনায় ৫ টি উত্তরদাতা শ্রেণীর চিহ্নিত সমস্যাগুলির মাঝে 'চলাচলের জন্য যানবাহণের অসুবিধা, অফিস কক্ষে সংযুক্ত শৌচাগারের অভাব, চাকরিক্ষেত্রে আবাসিক ব্যবস্থার অভাব এবং সন্তান বাসায় রেখে আসায় মানসিক উদ্বেগ ও তার ফলে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি' অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছে।

(গ) আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ ও মহিলা কর্মকর্তার চাকরি ঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে মহিলারা নবাগতা হলেও জাতীয় জীবনে তাঁরা অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করেছে বলে অধিক সংখ্যক (শতকরা ৫৯ ভাগ) উর্ধতন কর্মকর্তা মত প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ৩ টি উত্তরদাতা শ্রেণীর (পুরুষ সহকর্মী, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠন সদস্যা) বক্তব্য অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। অনুকূল প্রভাবের মধ্যে (ক) রাষ্ট্রীয় কাজে মহিলাদের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে (খ) মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং (গ) মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ উন্নত হচ্ছে। প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যে (ক) পুরুষদের বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, (খ) প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে এবং (গ) ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ও ধর্মীয় অনুশাসন শিথিল হচ্ছে।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের মতে মহিলাদের পারিবারিক জীবনে 'আর্থিক স্বচ্ছলতা ও মর্যাদা' বৃদ্ধি পেয়েছে - যা অনুকূল প্রভাব এবং 'সন্তান লালন-পালনে অপারগতা ও সংসারে বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি' প্রতিকূল প্রভাব বলে গন্য হয়েছে। তেমনিভাবে ব্যক্তিগত

জীবনে অনুকূল প্রভাব হিসেবে 'আত্মমর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি'র কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। অপরপক্ষে প্রতিকূল প্রভাব হিসেবে 'মহিলাদের ব্যস্ততা ও খাটুনি বৃদ্ধি এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ও একাকীত্ববোধে'র বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন।

ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের অধিকাংশের বক্তব্য অনুসারে জনগণ তাঁদের 'কর্মদক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সুদক্ষ প্রশাসন ও বিচার কার্যে সন্তুষ্ট, ব্যবহারে, কাজে ও দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাবান বলে জানা গেছে। উর্ধতন কর্মকর্তাদের শতকরা ৬৩ ভাগ এবং পুরুষ সহকর্মীদের ৭২ ভাগ মহিলাদের প্রতি 'ভাল মনোভাব' পোষণ করেন। মহিলা সংগঠনের সদস্যাবর্গ জানান যে, মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী 'সহযোগিতামূলক'।

১২০ জন বিবাহিতা মহিলা কর্মকর্তার স্বামীদের মধ্যে ৫ জন ব্যতীত বাকী সকলেই স্ত্রীদের চাকরি করাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। এই ৫ জনের মাঝে ৩ জন 'সন্তান লালন পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য' স্ত্রীদের চাকরি করা সমর্থন করেন না। মহিলাগণ তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভংগীর বর্ণনায় জানান, তাঁরা সকলেই সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের চাকরি করাকে 'সম্মানের সাথে' বিবেচনা করেন।

(ঘ) উত্তরদাতা/দাত্রীগণ কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশ :

চাকরিক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের সমস্যা বিশ্লেষণ ও দূরীকরণে পৃথক সেল গঠনের এবং প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ বন্ধের জন্য শতকরা ১৪ ভাগ পুরুষ সহকর্মী সুপারিশ জানিয়েছেন। সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে অধিক হারে নিয়োগের সুপারিশ করেছেন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পুরুষ সহকর্মী, উর্ধতন কর্মকর্তা ও জনসাধারণের যথাক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৯ ভাগ বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সচিবালয়, অর্থ, তথ্য, পরিসংখ্যান, কারিগরী শিক্ষা ও সমবায়) ক্যাডারে নিয়োগ দানের সুপারিশ করেছেন। অফিসে যাতায়াতের জন্য যানবাহণ এবং সংযুক্ত বাথরুম সহ আলাদা কক্ষ প্রদানের বিষয়ে সকল উত্তরদাতা শ্রেণী থেকেই সুপারিশ এসেছে। পুরুষ মহিলা ভেদাভেদ করে নয়, তবে কম ভ্রমণযোগ্য দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ করেছেন জনসাধারণের প্রায় এক পঞ্চমাংশ ও মহিলা সংগঠন সদস্যাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তাকে

একক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের এবং যে কোন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী প্রশিক্ষণ দানের সুপারিশ ঊর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের নিকট থেকে পাওয়া গেছে। জনগণের সাথে 'শাসক সুলভ নয়, সেবা মূলক আচরণ' প্রত্যাশা করে সুপারিশ করেছেন শতকরা ৩২ ভাগ জনসাধারণ ও ১১ ভাগ মহিলা সংগঠনের সদস্যা।

আবাসিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, ঊর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের অধিকাংশ উত্তরদাতা 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে' মহিলাদের বাসা বরাদ্দের সুপারিশ পেশ করেছেন।

নিয়োগ ও বদলী সংক্রান্ত সুপারিশে সচিবগণ 'অবিবাহিতাদেরকে পিতার পরিবারের নিকটে ও বিবাহিতাদেরকে স্বামীর কর্মস্থলের নিকট নিয়োগ ও বদলী করা উত্তম' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই মতকে সমর্থন জানিয়েছেন অধিকাংশ জনসাধারণ, মহিলা সংগঠন সদস্যা, ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মী।

পদোন্নতি প্রদানে সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করার এবং কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করার জন্য উত্তরদাতা সকল শ্রেণী মতামত পেশ করেছেন।

সকল শ্রেণীর অধিকাংশ উত্তরদাতা (মহিলা সংগঠন সদস্যা শ্রেণী বাদে) কোটা পদ্ধতি বিলোপের পক্ষে সুপারিশ পেশ করেছেন। তবে সচিবদের মতে আগামী পাঁচ বা দশ বছর পরে কোটা পদ্ধতির বিলোপ সাধন দরকার হতে পারে। মহিলা সংগঠনের সদস্যাবর্গ কোটার হার ২০% ভাগে উন্নীত করার দাবী জানিয়েছেন।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে উত্তরদাতা শ্রেণীগুলো সুপারিশ করেছেন। মহিলাদের চাকরিকে ধর্ম বিরুদ্ধ বা ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী হিসেবে জনগণ যেন বিবেচনা না করেন, সেজন্য ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রণোদিত করে পরিবেশের উন্নয়ন সাধনের সুপারিশ এসেছে সচিব পর্যায় থেকে। ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের মন-মানসিকতার উন্নয়ন কামনা করেছেন মহিলা সংগঠনের সদস্যাবৃন্দ। চাকরিরত মহিলার স্বামীদের উদার দৃষ্টিভংগী ও মনোভাব সৃষ্টির জন্যও এই শ্রেণী সুপারিশ জানিয়েছেন।

মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি সমাজের তথা জনগণের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির জন্য মহিলা কর্মকর্তা, উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাবর্গ, সুপারিশ পেশ করেছেন। 'চাকরি ও ব্যক্তিগত জীবনে মহিলাদের নিরাপত্তা বিধানের' জন্যও উক্ত পাঁচ শ্রেণীর উত্তরদাতা প্রস্তাব দিয়েছেন।

পুরুষ সহকর্মীদের শতকরা ১৪ ভাগ মহিলা কর্মকর্তাদের 'মন-মানসিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপযোগী করণের জন্য সুপারিশ করেছেন। সচিব পর্যায়েও এই মত সমর্থিত হয়েছে। সচিবগণ মহিলাদের মাঝে 'দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা জাগ্রত করা'র জন্যও সুপারিশ করেছেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা

১. ভূমিকা :

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিয়োগ ও ক্যাডারভুক্তি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হলেও তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং নানা বিবেচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশ। দেশটির মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ১৫০ মার্কিন ডলার; শিক্ষিতের হার ২৯.২%। উচ্চ শিক্ষিতের হার নগন্য। বেকারত্বের বোঝা দুর্বিসহ। এরূপ একটি অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি ও তার প্রভাব বিচার বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্যের পূর্বে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নারী সমাজের অবস্থান ও পটভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা প্রয়োজন এবং সেই আংগিকে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হবে।

১.১ প্রাচীন ও মধ্য যুগে বাংলার নারী :

বর্তমান শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উপনীত হতে মানবজাতির লেগেছে হাজার হাজার বছর। আদিম ও বর্বর যুগে নারী-পুরুষের মধ্যে সামান্যই প্রভেদ ছিল। শিকার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি কর্মে ছিল তাদের সমান অধিকার ও অংশগ্রহণ। জীবিকা অর্জনে নারী ও পুরুষ ছিল সমান তৎপর। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল নারী হয়ে উঠলো লজ্জাশীলা, তার কোমল ও নরম মানবীয় গুণগুলোর হতে থাকল ক্রমবিকাশ। পথে-প্রান্তরে শিকার ও জীবিকার অন্বেষণে উদ্যাম গতিতে বিচরন, নির্ভয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন জীবন পরিত্যাগ করে নারী গৃহাভ্যন্তরে স্বামীর শাসনে, পুত্র-কন্যার স্নেহ-ভালবাসায় জড়িয়ে পড়লো। পুরুষের সংগে সমান তালে তাল রেখে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমান অংশীদারীত্ব লাভ করা ও নারী হিসাবে স্বাধীন সত্বা অর্জন করা তার পক্ষে হয়ে উঠলো অসম্ভব ব্যাপার।

কি ইউরোপ, কি এশিয়া কোথায়ও সেই যুগে নারীকে দেয়া হয়নি তার উপযুক্ত সম্মান ও প্রয়োজনীয় অধিকার। বরং সমাজ ও মানুষের নিকট নারী ছিল বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার। তার অধিকারকে করা হয় খর্ব, তাকে স্থান দেয়া হয় পুরুষের নিম্নে।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদূষী নারীর উল্লেখ থাকলেও সমাজের অধিকাংশ নারী ছিল উপেক্ষিতা ও অবহেলিতা। পরবর্তীকালের ধর্ম শাস্ত্র ও সাহিত্যে নারীকে কখনো পুরুষের সংগে সমান চোখে দেখা হয়নি। বাৎস্যায়ন তার "কামসূত্রে" (৩য়/৪র্থ শতক) উল্লেখ করেছেন যে হেরেমের নারীগণ স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারতো না। বহিরাগতদের সাথে কথা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে বলতে হতো। বাংলার পাল ও সেন আমলের লেখ-মালা থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুন্ধরার মত সর্বংসহা, পতিব্রাত্যে অচঞ্চল নারীই ছিল প্রাচীন বাংলায় নারীর আদর্শ। স্ত্রী হবে বিশ্বস্ত, সুহৃদ, বন্ধুর মতো এবং ঐশ্বর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎস। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংগালী নারী সমাজের সামান্য সংখ্যক কিছু কিছু লেখাপড়া শিখলেও তাদের অবাধ চলাফেরা ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং তাদের কোন স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ছিলনা। প্রথমে পিতা, পরে স্বামী ও সর্বশেষে পুত্র কন্যার অধীনে ছিল তাদের অবস্থান।[১]

সে যুগের মহিলাদের কর্মজীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে" গৌড়ের মহিলাদের কর্মঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলার মেয়েরা কখনো কখনো অভিজাত পরিবারে ধাত্রীর কাজ করতো। তাছাড়া দরকার হলে সুতো কেটে, তাঁত বুনে কিংবা অন্য কোন হাতের কাজ করে মেয়েরা স্বামীদের সাহায্য করতো। সমাজের কোন কোন স্তরের মেয়েদেরকে হাটে-ঘাটে-মাঠে খাটা-খাটুনী করে পেট চালাতে হতো।

মধ্যযুগীয় (১২০৬-১৭৫৭) সমাজে মহিলাদের অবস্থানের বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। তার প্রমান মেলে সমসাময়িক মংগল কাব্যে, শাস্ত্র গ্রন্থে ও পরিব্রাজকদের ভ্রমন বৃত্তান্তে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে মহিলাদের অধিকাংশই হয়েছে বাল্য বিবাহের শিকার। অষ্টাদশ শতকের বাল্য বিবাহ সম্পর্কে স্ক্রাফটনের মন্তব্য এই স্থলে প্রনিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশ গুলোতে বিবাহের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "তাদের শিশু কালেই বিয়ে দেয়া হয় এবং পুরুষের বেলায় ১৪ বৎসরে এবং মেয়েদের বেলায় ১০ কি ১২ বছরেই ইহা সম্পন্ন হয়। ১২ বছরের একটি রমনীর কোলে একটি শিশু সন্তান - এটা একটা সাধারণ দৃশ্য ছিল। আঠারতে তাদের সৌন্দর্য হ্রাস প্রাপ্ত হত এবং ২৫ বছরে তাদের বার্ধক্য দৃষ্টিগোচর হত।[২] তাছাড়া সে সমাজে পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। সমসাময়িক বাংলা কাব্যে তার প্রমান মেলে। ভারত চন্দ্রের 'অন্নদা মংগল' বর্ণিত ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী ছিল।

"আত্মবোধ" কাব্যের নায়কেরও ছিল দুই স্ত্রী। মুকুন্দ রামের "চন্ডী মংগল কাব্য" থেকে জানা যায় যে অবস্থাপন্ন হিন্দুদের এমনকি ৭ জন স্ত্রী ছিল।[৩] এই যখন সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান তখন তারা যে খুব উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলনা তা বলাই বাহুল্য। কর্মজীবনে ঘর-গেরোস্থালীর কাজ আর সামান্য কুটির শিল্পতেই তারা নিয়োজিত থাকতো।

১.২ বৃটিশ শাসনামলে বাংলার নারী সমাজ:

বৃটিশ ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের সংগে সংগে সমাজে নারীর স্থান উন্নত হতে থাকে। এতদিনের কুপ্রথা সতীদাহকে তারা বেআইনী ঘোষনা করেন। মেয়েদের জন্য সহশিক্ষা প্রবর্তন ছাড়াও মেয়ে স্কুল খোলা হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠে। বৃটিশ বিতাড়ন আন্দোলনেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল। পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা নেপথ্যে কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেগম শাহনেওয়াজ, অরুণা আসফ আলী, সুচেতা কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু ও সখিনাতুল ফাতেমার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'সল্ট সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে সর্বমোট ৮০ হাজার লোককে বন্দী করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন ১৭,০০০ মহিলা বন্দী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের নেত্রী প্রীতিলতার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীমুক্তি আন্দোলনে যাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যিনি নারী সমাজকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তিনি হলেন বেগম রোকেয়া।

১.৩ কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে নারী:

প্রাচীন, মধ্য, এমনকি আধুনিক যুগের অনেক ইউরোপীয় চিন্তাবিধ, কবি ও সাহিত্যিকেরাও নারী জাতি সম্পর্কে খুব উদার মনোভাব পোষণ করতেন না। কনফুসিয়াস বলেছিলেন, "মেয়েরা সব সময়ই পরনির্ভরশীল। কন্যা হিসাবে তারা নির্ভর করে পিতার উপর, স্ত্রী হিসাবে স্বামীর উপর, মাতা হিসাবে পুত্রের উপর"। এরিস্টটল বলেছেন, "মহিলারা স্বভাবতই কতকগুলো প্রকৃতিগত দুর্বলতার শিকার"।[৪] সাধু টমাস বলেন, "মহিলারা দুর্বল"। কবি মিলটন বলেছেন, "পুরুষ হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য, নারী হচ্ছে পুরুষের মধ্যে যে ঈশ্বর রয়েছেন তার জন্য। নারীর জন্যই তো স্বর্গচ্যুত হলো মানুষ। মেয়েদের হয় জানবে, নয়তো ভালবাসবে। দু'টি একসংগে করতে যেওনা। তখনই সে শক্তিশালী যখন সে সুসজ্জিতা দুর্বলতায়। শিশু যেমন পুতুল নিয়ে খেলতে ভালবাসে মেয়েরা তেমনি ভালবাসে সন্তানদের।

তারা প্রতিভাবানের খোঁজ করে সন্তানদের পিতা তৈরী করবে বলে। পুরুষের তৃপ্তির জন্যই তার সৃষ্টি"। এরকম আরো শত শত উক্তি উদ্ধার করা যাবে ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্য থেকে। কিন্তু নারী সম্পর্কে উদার মতাবলম্বীরও অভাব ছিলনা। এইরূপ একজন অধ্যাপক সুইংবার্ন বলেন, যে জাতি মেয়েদের মর্যাদা দেবেনা সে জাতি বিশ্বে কোন দিন মর্যাদা পাবে না। নেপোলিয়ানের বিখ্যাত উক্তি, একটি দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ কিছুরই দরকার হয় না, কেবল মাত্র দরকার হয় কিছু সংখ্যক সুমাতার। হাওয়ার্ড জনসন বলেন, "আমি তেমনি মানুষ যেমন আমাকে আমার মা তৈরী করেছেন।"

বাংলা কাব্য ও সাহিত্য জগতে যাঁরা দিকপাল সেই বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও শহীদুল্লাহ্ প্রত্যেকেই নারী সমাজকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নারী সম্পর্কে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে এ সত্য প্রতিভাত হয়। তাঁদের মতে নারী পুরুষের মত একটা শক্তি, দেশের ও সমাজের শক্তি। পুরুষের দায়িত্বের, দুঃখের, অপমানের ও লাভ-ক্ষতির সমান অংশ নারীকে অবশ্যই দিতে হবে। কেননা তারা পুরুষের মতই সমাজে একটি দায়িত্বশীল অংশ। যে জাতির নারী শক্তি জাগ্রত হয়নি সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। নারী জাতির সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নতি ব্যতীত সমাজ ও দেশ উন্নত হতে পারে না। এর পাশাপাশি নারীকে অবলা, ভোগের বস্তু ও রহস্যময়ী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস ও প্রবনতা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১.৪ <u>ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারী সমাজ</u>ঃ

ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে অনন্য সত্ত্বা হিসাবেও স্বীকৃতি দিয়েছে। পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষিত হয়েছে, 'নারীগণ তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ, তোমরাও নারীদের পরিচ্ছদ স্বরূপ।' ইসলাম নারীকে দিয়েছে জীবন যাত্রার পরিপূর্ণ অধিকার এবং প্রদান করেছে তার যথোপযুক্ত সম্মান। পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে, "ইহা খোদার আদেশ যে তোমরা রমনী জাতিকে সম্মান করিবে কারণ তাহারাই তোমাদের জননী, ভগ্নি এবং ফুফু"। নারী পুরুষের ভোগের জিনিস নয়, আদরের পুতুল নয়, পুরুষ কায়ার ছায়া নয়। জীবন যুদ্ধে নারী পুরুষের সহযোগিনী। নারী যদি পুরুষের দাসী হয়, পুরুষও নারীর দাস। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর এইরূপ সম্পর্ক স্বীকার করে। ইসলামের মতে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত্।

হিন্দুধর্মে দেবতার চেয়ে দেবীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বেশী। এর মাধ্যমে নারীর মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে স্বর্গেরও ওপরে।

১.৫ শিক্ষা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী :

শিক্ষা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের অবস্থা অবগত হওয়া দরকার। কেননা, শিক্ষার হারের উপর নির্ভর করছে যে কোন শ্রেণীর উন্নতি। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারী পুরুষের অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি সারণী উপস্থাপন করা হল :

সারণী-১

৫ বৎসর ও তার উর্দ্ধে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার হার :

গণনা সাল	পুরুষ শতকরা	মহিলা শতকরা	মোট শতকরা
১৯৮১	৩১.০	১৬.০	২০.৮

উৎস : পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৮৪০।

সারণী-২

পুরুষ ও মহিলার ভিত্তিতে বয়স্ক (১৫ বৎসর ও তদূর্ধে) শিক্ষার হার :

গণনা সাল	পুরুষ শতকরা	মহিলা শতকরা	মোট শতকরা
১৯৮১	৩১.৭	১৮.৮	২৯.২

উৎস: পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৮৪২।

সারণী-৩

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীর হার :

ক্রমিক নং	শিক্ষার বিভিন্ন স্তর	সাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১।	প্রাথমিক স্তর[১]	১৯৮৫	৬০,০২,০০০ (৫৯.৫৩%)	৪০,৮০,০০০ (৪০.৪৭%)	১,০০,৮২,০০০ (১০০%)
২।	মাধ্যমিক স্তর[২]	১৯৮৫	১৮,৬৬,০০০ (৭০.৭৪%)	৭,৭২,০০০ (২৯.২৬%)	২৬,৩৮,০০০ (১০০%)
৩।	(সাধারণ কলেজ স্তর) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর[৩] (উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক)	১৯৮৪-৮৫	৪,২২,৬৯৩ (৮১.৯৯%)	৯২,৮৪৮ (১৮.০১%)	৫,১৫,৫৪১ (১০০%)
৪।	বিশ্ববিদ্যালয় স্তর[৪]	১৯৮৪-৮৫	২৮,৩৭৮ (৭৯.৯৫%)	৭,১১৫ (২০.০৫%)	৩৫,৪১০ (১০০%)
	সর্বমোট	১৯৮৪-৮৫	৮৩,১৯,০৭১ (৬২.৬৯%)	৪৯,৫৯,৯৬৩ (৩৭.৩১%)	১,৩২,৭১,০৩৪ (১০০%)

উৎস : পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৮১৫[১], ৮০১[২], ৭৯৩[৩], ৭৮৭[৪]।

সারণী–৪

বাংলাদেশে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকার হার (১৯৮৪-৮৫)

ক্রঃ নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট
১।	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	২২৯২ (৯৩.৯৭%)	১৪৭ (৬.০৩%)	২৪৩৯ (১০০%)	২৬৭ (৯৬.৩৯%)	১০ (৩.৬১%)	২৭৭ (১০০
২।	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৫৬ (৯০.৪৭%)	৩২২ (৯.৫৩%)	৩৩৭৮ (১০০%)	৩৭৩ (৯৮.১৬%)	৭ (১.৮৪%)	৩৮০ (১০০
৩।	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৬২৬১ (৭৫.৪৬%)	২০৩৬ (২৪.৫৪%)	৮২৯৭ (১০০%)	৬৭৮ (৮১.৫৯%)	১৫৩ (১৮.৪১%)	৮৩১ (১০০
	মোট	১১,৬০৯ (৮২.২৫%)	২৫০৫ (১৭.৭৫%)	১৪,১১৪ (১০০%)	১৩১৮ (৮৮.৫৮%)	১৭০ (১১.৪২%)	১৪৮৮ (১০০%

উৎস : পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬

১, পৃঃ ৭৪৮ সারণী ১২.১০

২, পৃঃ ৭৪৯

৩, পৃঃ ৭৯০

সারণী–৫

শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের হার :

ক্রঃ নং	শিক্ষার স্তর	সন	শিক্ষকের সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১।	প্রাথমিক স্তর	১৯৮৫	১,৬০,৩৯২ (৮৬.৯০%)	২৪,১৮৩ (১৩.১০%)	১,৮৪,৫৭৫ (১০০%)
২।	মাধ্যমিক স্তর	১৯৮৫	৮৬,৬৬৭ (৮৮.৬৪%)	১১,১০৭ (১১.৩৬%)	৯৭,৭৭৪ (১০০%)
৩।	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক)	১৯৮৪-৮৫	১৩,৯৫৭ (৮৮.১২%)	১,৮৮২ (১১.৮৮%)	১৫,৮৩৯ (১০০%)
৪।	বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৮৪-৮৫	২,৩৮৬ (৮৯.৮৭%)	২৬৯ (১০.১৩%)	২,৬৫৫ (১০০%)
	সর্বমোট		২,৬৩,৪০২ (৮৭.৫৫%)	৩৭,৪৪১ (১২.৪৫%)	৩,০০,৮৪৩ (১০০%)

উৎস : পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৮৬।

১, পৃঃ ৮১৫

২, পৃঃ ৮০১

৩, পৃঃ ৭৯৬–৯৭ (সরকারী কলেজ = পুরুষ–৪৯০৯ এবং মহিলা – ১০৪৯

৪, পৃঃ ৭৮৭ বেঃউঃমাঃ কঃ " ৩৮৩০ " ৩৪৩

বেঃ ডিগ্রী কলেজ " ৫২১৮ " ৪৯০

১৩৯৫৭ ১৮৮২

উপরোক্ত তথ্যানুসারে ১৯৮১ সালের লোক গণনায় ৫ বছর ও তদূর্ধ নারী পুরুষের গড়-পড়তা শিক্ষার হার ২৩.৮%। পুরুষের শিক্ষার হার ৩১.০%, মহিলার ১৬.০%। অর্থাৎ পুরুষের শিক্ষার হার নারীর প্রায় দ্বিগুণ(১ নং সারণী)। নারী-পুরুষের শিক্ষার বৈষম্য আরও প্রকট ১৫ বৎসর ও তদূর্ধে বয়সের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে নারী শিক্ষার হার ১৮.৮%; অন্য পক্ষে পুরুষের হার ৩৯.৭% অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী। দেখা যাচ্ছে শিক্ষার উচ্চ স্তরে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে(২নং সারণী)। ১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার ১৮% ভাগ ছিল মহিলা এবং ৮২% ভাগ ছিল পুরুষ। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মহিলা ও পুরুষের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ২০% ও ৮০% ভাগ(সারণী নং ৩)। উপরের তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের চেয়ে অনেকখানি পেছনে রয়েছে। সুতরাং কর্মক্ষেত্রেও যে তারা পেছনেই থেকে যাবে তা বলাই বাহুল্য। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে সর্বমোট ১৪,১১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৫০৫ এবং ছাত্রের সংখ্যা ১১৬০৯ জন। অর্থাৎ ১৮% ভাগ ছাত্রী, বাকী ৮২% ভাগ ছাত্র(সারণী-৪)।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে পুরুষ শিক্ষকের চেয়ে অনেক কম। মহিলা শিক্ষকের হার ১২.৬৬% এবং পুরুষ শিক্ষকের হার ৮৭.৩৪%। প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যেকার সংখ্যাগত পার্থক্য প্রায় একই রূপ। এক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের হার ১১.৪২% এবং পুরুষ শিক্ষকের হার ৮৮.৫৮%। আর সেজন্যই আমাদের দর্শনে, শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মহিলাদের চিন্তা-ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন খুবই নগন্য। এসব ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নও একপেশে। এই একপেশে ছবি কখনও সমগ্র জাতির প্রতিচ্ছবি হতে পারে না।

১.৬ মহিলাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয় মহিলা সমাজে 'মহিলাদের ভোটাধিকার ও কর্মজীবি মহিলাদের শ্রমের সমমূল্য আদায়' এর দাবীতে বেশ কয়েকটি সংগঠন বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো: (১) ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন (১৮৮৮), (২) ওয়ার্লড ইউনিয়ন অব ক্যাথলিক উইমেনস অরগানাইজেশন(১৯০১), (৩) ইন্টারন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব উইমেন- ইকুয়্যাল রাইটস্ ইকুয়াল রেসপনসিবিলিটিজ(১৯০৪), (৪) উইমেনস্ ইন্টারন্যাশনাল লীগ ফর পীস এ্যান্ড ফ্রীডম(১৯১৫), (৫) ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস এ্যান্ড প্রফেশনাল উইমেন(১৯৩০)। সে সময়ের প্রচলিত ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ সকল সংগঠনের কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচী ছিলোনা, বরন্তু বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনেই সংগঠনগুলো সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে বিশ্বের নারী সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। এরই পটভূমিতে ১৯৪৫ সালের ২৬শে নভেম্বর প্যারিসে 'প্রথম বিশ্বমহিলা কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই ১লা ডিসেম্বর পৃথিবীর সকল মহাদেশের ৪০ টি দেশের ৮৫০ জন অভিজ্ঞ ও সংগ্রামী মহিলা নেত্রীর উপস্থিতিতে 'উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' (ডব্লিউ আই ডি এফ) নামক সর্ববৃহৎ বিশ্ব নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। ডব্লিউ,আই,ডি,এফ, এর দাবীতে জাতিসংঘ কর্তৃক ৮ই মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' ঘোষণা করা হয় ১৯৭৭ সালে। এই সংগঠনের দাবীতেই জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' এবং ১৯৭৫-১৯৮৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী দশক' হিসেবে ঘোষণা ও পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমানে পৃথিবীর ১১৭ টি দেশের ১৩৫টি প্রগতিশীল জাতীয় মহিলা সংগঠন উক্ত সংস্থার 'অধিভুক্তিক সদস্য পদ' লাভ করেছে।[৫]

উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো "সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অধিকার আদায় ও সমুন্নত রাখা এবং সকল মানুষের জন্য সম অধিকার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল জাতিকে নিরস্ত্রীকরণে উদ্বুদ্ধ করা"। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সাল থেকে উক্ত সংগঠনটি জাতি সংঘের 'স্টেটাস' এ কনসালটেটিভ বডিতে মহিলাবিষয়ক পরামর্শ দানের অধিকার সংরক্ষণ করছে।[৬]

নারী ও পুরুষের মধ্যেকার ভেদাভেদ তথা বৈষম্য দূর করে তাদের শক্তিকে অবহেলা নয় বরঞ্চ সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব। লেনিনের ভাষায় "নারীকে যদি আমরা ঘর কন্যা ও রান্না ঘরের প্রাণঘাতী আবহাওয়া থেকে ছিন্ন করে না আনতে পারি, তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয়া অসম্ভব। সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের তো প্রশ্নই ওঠেনা, গণতন্ত্র গড়াও অসম্ভব কাজ।"[৭]

১.৭ জাতীয় রাজনীতিতে মহিলা :

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে এ পর্যন্ত খুব কমই আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন দু'জন মহিলা নেত্রী। [অন্যান্য যোগ্যতাসহ প্রতিভাতে] তাঁরা পারিবারিক সূত্রে রাজনীতিতে এসেছেন এবং সেই একই কারণে দলের প্রধান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। অন্যান্য কিছু কিছু মহিলা রাজনৈতিক কর্মী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেই রয়েছেন। স্ব স্ব দলে তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু মহিলা নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করেন। মনোনয়ন প্রথার মাধ্যমে ৩০ জন মহিলাকে জাতীয় সংসদে সদস্য পদে আসীন করা হয়। প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলে একটি করে মহিলা অংগ সংগঠন আছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই অংগ সংগঠনের শাখা বিদ্যমান। জেলা পর্যায়ের মহিলা অংগ সংগঠন গুলোকে বেশ তৎপর দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র সংগঠন গুলোর সংগে ছাত্রীরাও জড়িত থাকেন। সেখান থেকে হাতে খড়ি দিয়ে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অনেক মহিলা পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বাংলাদেশে কেবল মাত্র শিক্ষিতা মহিলারাই রাজনীতি সচেতন, অশিক্ষিতা মহিলাদের রাজনৈতিক কোন ধ্যান-ধারনা নেই। তারা এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, সময় ও ব্যয় করেনা। এটা অশিক্ষিত পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রায় সমান প্রযোজ্য। দেশের নীতি নির্ধারনে মহিলারা প্রকৃত পক্ষে খুব অল্পই বক্তব্য ও ভূমিকা রাখতে পারেন। তার কারণ সরকারী উচ্চ পদে কোন মহিলা আমলা নেই। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সচিব পর্যায়ে কোন মহিলা নিযুক্ত হননি।

১.৮ বাংলাদেশে মহিলা সংগঠন:

মহিলাদের অভাব অভিযোগ নিরসন কল্পে এবং অধিকার ও দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশে বেশ কিছু মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সংগঠনগুলি প্রধান:

১। বাংলাদেশ ব্যবসা ও কর্মজীবি মহিলা ক্লাব।

২। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

৩। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন।

৪। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা।

৫। বাংলাদেশ মহিলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা।

৬। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি।

৭। ন্যাশনাল উইমেনস্ ফেডারেশন।

৮। বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা।

৯। উইমেন ফর উইমেন।

তাছাড়া রয়েছে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয়। সাধারণত: একজন মহিলা মন্ত্রী এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয় মহিলাদের উন্নতিকল্পে অনেকগুলো কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সরকারী অনুদানের মাধ্যমে এই সব কর্মসূচী জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১'১০ বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান :

বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের কর্মে নিয়োগের উপরোক্ত সমতা বিধানের নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও সনাতন দৃষ্টিভংগী, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে দেশের শ্রমশক্তিতে মহিলারা অতি সামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৮১ সালের লোক গণনায় দেখা যায় যে, দেশে অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকরী সর্বমোট জনসংখ্যার ৯৪% পুরুষ ও মাত্র ৬% মহিলা।

সারণী-৬

বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে কার্যকরী জনসংখ্যা :

গণনা সন	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৮১	২,৪৪,২৫,০০০ (৯৪'২৮%)	১৪,৮২,০০০ (৫'৭২%)	২,৫৯,০৭,০০০ (১০০%)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১১৪, টেবিল ৩'৪।

এবারে বেসামরিক শ্রমশক্তিতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমশক্তির বিন্যাস নিম্নের সারণীতে দেখা যেতে পারে।

সারণী-৭

বাংলাদেশে বেসামরিক শ্রমশক্তির পুরুষ ও মহিলার হার :

বিবরণ	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। (ক+খ) বেসামরিক মোট শ্রমশক্তি	২,৬০,০০,০০০ (৯১'২৩%)	২৫,০০,০০০ (৮'৭৭%)	২,৮৫,০০,০০০ (১০০%)
(ক) কর্মরত শ্রমশক্তি	২,৫৬,০০,০০০ (৯১'৪৩%)	২৪,০০,০০০ (৮'৫৭%)	২,৮০,০০,০০০ (১০০%)
(খ) বেকার শ্রমশক্তি	৪,০০,০০০ (৮০'০০%)	১,০০,০০০ (২০'০০%)	৫,০০,০০০ (১০০%)
২। * গৃহ কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তি	১,০০,০০০ (০'৪২%)	২,৩৭,০০,০০০ (৯৯'৫৮%)	২,৩৮,০০,০০০ (১০০%)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১১২।

উক্ত সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেসামরিক মোট শ্রম শক্তির ৯১% পুরুষ ও ৯% মহিলা। অন্য পক্ষে গৃহ কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রম শক্তির ৯৯'৫৮% মহিলা এবং ০'৪২% পুরুষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে গৃহ কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রমের প্রায় সবটুকুই প্রদান করছে মহিলারা। এই শ্রম প্রধানতঃ গৃহস্থালীর কাজে-কর্মে ব্যয়িত হচ্ছে।

---

* Not in civilian labour force .

কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা শ্রমশক্তির বিন্যাসের চিত্র নিম্নের সারণীতে দেখা যাবে।

সারণী-৮

বাংলাদেশে কৃষি-অকৃষি পুরুষ ও মহিলা শ্রমশক্তির হার ঃ

ক্ষেত্র	সন	পুরুষ	মহিলা	মোট
১কৃষি	১৯৮১	১,৫০,৪৬,০০০ (৯৭.৬৯%)	৩,৫৫,০০০ (২.৩১%)	১,৫৪,০১,০০০ (১০০%)
২কৃষি	১৯৭৪	১,৫২,২৯,০০০ (৯৬.১৫%)	৬,০৯,০০০ (৩.৮৫%)	১,৫৮,৩৮,০০০ (১০০%)
৩অকৃষি (১০ বৎসর ও তদূর্ধ বয়সের অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মরতদের সংখ্যা)	১৯৭৪	৩৯,৫০,০০০ (৯৪.৪৫%)	২,৩২,০০০ (৫.৫৫%)	৪১,৮২,০০০ (১০০%)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬
১ পৃষ্ঠা ১৯৪, টেবিল ৩.৫
২ পৃষ্ঠা ১৯৪, টেবিল ৩.৫
৩ পৃষ্ঠা ২১১, টেবিল ৩.২৩।

উপরোক্ত সারণী বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালে কৃষিতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৯৬.১৫% পুরুষ এবং ৩.৮৫% মহিলা। ১৯৮১ সালে কৃষিতে নিয়োজিত মহিলাদের হার হ্রাস পেয়ে ২.৩১% ভাগে দাড়ায়। অকৃষি ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালে নিয়োজিত ১০ বছর ও তদূর্ধে বয়সের মোট শ্রমশক্তিতে পুরুষ ও মহিলার শতকরা হার যথাক্রমে ৯৪.৪৫ ও ৫.৫৫ ভাগ। উপরোক্ত তথ্য ও উপাত্ত হতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে অতি সামান্য সংখ্যক মহিলা উৎপাদনশীল শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত ও উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছে। মহিলাদের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী গৃহস্থালী ও সন্তান লালন-পালনের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

সারণী-৯

১০ বছর ও তদূর্ধে বয়সের কর্মরত জনসংখ্যা ও পেশাভিত্তিক পুরুষ ও মহিলার হার ঃ
(১৯৮৩-৮৪)

ক্রঃনং	বৃহৎ পেশা সমূহ	পুরুষ(০০০)	মহিলা(০০০)	মোট(০০০)
১।	পেশাগত ও কারিগরী	৬২৩ (৮৮.৮৭%)	৭৮ (১১.১৩%)	৭০১ (১০০%)
২।	প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা	১৮২ (৯৮.৩৮%)	৩ (১.৬২%)	১৮৫ (১০০%)
৩।	ক্লারিকেল	৬৩৯ (৯৪.১১%)	৪০ (৫.৮৯%)	৬৭৯ (১০০%)
৪।	বিক্রয় কার্য	২৮৭৬ (৯৫.৫৫%)	১৩৪ (৪.৪৫%)	৩০১০ (১০০%)
৫।	সেবা	৯১৬ (৪৫.০৬%)	১১১৭ (৫৪.৯৪%)	২০৩৩ (১০০%)
৬।	কৃষি	১৬,২১৩ (৯৮.৬৯%)	২১৬ (১.৩১%)	১৬,৪২৯ (১০০%)
৭।	উৎপাদন ও পরিবহণ	৩৭৯৫ (৮৩.১১%)	৭৭১ (১৬.৮৯%)	৪৫৬৬ (১০০%)
৮।	শ্রেণী বহির্ভূত	৩০৩ (৮১.৪৫%)	৬৯ (১৮.৫৫%)	৩৭২ (১০০%)
	মোট	২৫,৫৪৭ (৯১.৩২%)	২,৪২৮ (৮.৬৮%)	২৭,৯৭৫ (১০০%)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ২১০।

(উপরোক্ত সংখ্যা সমূহ হাজারে প্রকাশিত হয়েছে)

উক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, পেশাগত ও কারিগরী ক্ষেত্রে মোট শ্রমশক্তির ৮৯% পুরুষ ও ১১% মহিলা। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনায় ৯৮.৩৮% পুরুষ ১.৬২% মহিলা। ক্লারিকেল ক্ষেত্রে পুরুষ ৯৪.১১% মহিলা ৫.৮৯%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা অকিঞ্চিতকর। মহিলা ও পুরুষের শিক্ষার হারের সংগে কর্মে নিয়োগ হারের মধ্যে কিছুটা অসমঞ্জ অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উচ্চ ও কারিগরী শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার শিক্ষিতের গড় পড়ুতা হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০% (প্রায়)। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই পার্থক্য কিছুটা বেশী। এর কারণ এই হতে পারে যে শিক্ষিত মহিলার একটা বিরাট অংশ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না অথবা কর্মে উৎসাহিত হচ্ছে না।

১°১১ বিশ্বের কয়েকটি দেশে মহিলা শ্রমশক্তি :

বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশক্তিতে পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু ধারনা প্রদান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছয়টি দেশের কৃষিতে নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলা শ্রমশক্তির সারণী নিম্নে দেয়া গেল।

সারণী-১০
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি (পুরুষ ও মহিলা :

(শতকরা হারে)

দেশ সমূহ	১৯৫০		১৯৬০		১৯৭০		১৯৫০	১৯৭০
	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
ব্রহ্মদেশ	৬৪°০	৭৪°৭	৬৩°০	৭২°০	৪৭°৬	৬৬°৬	- ১৬°৪	- ৮°১
ইন্দোনেশিয়া	৭৮°০	৭৯°৪	৭৩°০	৭৫°৫	৬৪°৯	৬৬°৯	- ১৩°১	-১২°১
মালয়েশিয়া	৮২°০	৬২°৪	৮০°৫	৫৬°৭	৬৮°১	৪৯°৮	- ১৩°৯	-১২°৬
ফিলিপাইন	৬০°২	৭০°৬	৪৩°৮	৭০°১	৩৫°২	৬২°১	- ২৫°০	- ৮°৫
থাইল্যান্ড	৮৮°৬	৮২°৯	৮৭°৬	৮০°২	৮৩°৮	৭৬°৪	- ৪°৮	- ৬°৫
ভিয়েতনাম	৮৫°৮	৮১°৩	৮৪°৭	৭৮°৭	৭৮°৩	৭৫°১	- ৭°৫	- ৬°২
গড়	৭৬°৪৩	৭৫°২২			৬২°১৮	৬৬°১৫	-১৩°৪৫	- ৯°০৭

সূত্রঃ শ্রমশক্তি পরিসংখ্যান, ভলিউম ১ এশিয়া, আইএলও, জেনেভা, ১৯৭৭।

উপরের সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উল্লিখিত ছয়টি দেশে ১৯৫০ সালে মোট মহিলা শ্রমশক্তির গড়ে ৭৬°৪৩% এবং মোট পুরুষ শ্রমশক্তির গড়ে ৭৫°২২% কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। একই ভাবে ১৯৭০ সালের তথ্য হতে দেখা যায় মোট মহিলা শ্রমশক্তির গড়ে ৬২°১৮% ও মোট পুরুষ শ্রমশক্তির গড়ে ৬৬°১৫% কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে গড় দুই দশকের (১৯৫০-১৯৭০) মধ্যে তুলনামূলকভাবে কৃষিতে নিয়োজিত মহিলা ও পুরুষ শ্রমশক্তি হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালে মহিলা শ্রমশক্তি হ্রাসের পরিমান গড়ে ১৩°৪৫% এবং পুরুষ শ্রমশক্তি হ্রাসের পরিমান গড়ে ৯°০৭%।

যুক্তরাজ্যের মহিলা শ্রমশক্তির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যুক্তরাজ্যে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায়, কিন্তু শ্রম বাজারে তারা অপেক্ষাকৃত কম মাহিনার কাজে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। তাছাড়া তারা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ও হীন অবস্থার শিকারে পরিণত হয়। পারিবারিক ও পরিবার বহির্ভূত কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে তারা যে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাতে ঐ উভয় ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। সেখানে তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে যুক্তরাজ্যে কর্মজীবি মহিলারা কর্মসংস্থানকারীদেরকে পূর্ণ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পারে নাই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শ্রম বাজারে মহিলাদের যে অবস্থা ছিল তা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি এবং উন্নত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দরুন বিবাহিতা মহিলাদের কর্ম সংস্থানের বিষয়ের প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। অবিবাহিত মহিলাগণকেও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য নানা বিষয় ও দিক বিবেচনা করতে হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে প্রবেশের বিষয়টি পুরুষ কর্মজীবিগণ তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে হুমকী স্বরূপ মনে করছে। মহিলাদের একই কাজে পুরুষের চেয়ে কম মজুরী/বেতন পাওয়াটাও পুরুষেরা তাদের বেতন কাঠামোর প্রতি হুমকী বলে ধরে নিচ্ছে। পুরুষ ও মহিলারা পরস্পর বিভিন্ন প্রকারের কাজে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অর্থাৎ "পুরুষের কাজ" ও "মহিলাদের কাজ" ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করছে।[৯]

আমেরিকার কর্মজীবি মহিলা সম্পর্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলি গিন্জবার্গ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাগণ এমন সব সীমিত সংখ্যক পেশায় এবং শিল্পে জমায়েত হয় যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম বেতন কাঠামো। পুরুষ ও মহিলাদের আয়ের পার্থক্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বর্তমানে মহিলাগণ পুরুষের তুলনায় তিন চতুর্থাংশেরও কম আয় করছে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট শ্রমিক সংখ্যার ৩৭% মহিলা। কর্মজীবি মহিলাদের অধিকাংশই বিবাহিতা এবং তাঁদের অধিকাংশই সন্তান সন্ততির মাতা। ছয় বছরের নীচে ছেলে-মেয়ে রয়েছে এরূপ প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন কর্মজীবি। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপরই মহিলাদের শ্রমশক্তিতে প্রবেশের সম্ভাবনা নির্ভর করে। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৪ লক্ষ পরিবারের প্রধান ছিলেন মহিলা। তাদের মধ্যে ৩২ লক্ষ মহিলা পরিবার প্রধান অথবা প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৩ জন সারা বছরই কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। আর এই কর্মরতা মহিলাদের প্রায় অর্ধাংশ সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে কাজ করেছেন, কিন্তু ৭ লক্ষ সার্বক্ষণিক কর্মজীবি মহিলার মধ্যে ২ লক্ষ অর্থাৎ ২৯% (প্রায়) মহিলা নিজেদের অর্জিত আয়ের মাধ্যমে দারিদ্র সীমার উপরে উঠতে সক্ষম হয়নি।[১০]

১°১২ বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে মহিলা ঃ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে নিয়োজিত মহিলা-পুরুষের চিত্র পর্যালোচনা করা দরকার। ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সারনী-১১

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে ১ম শ্রেণীর চাকরিতে নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলা(১৯৮৪)

সেক্টরের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
বাংলাদেশ ব্যাংক	১,৯৯৮ (৯৮°৩৮%)	৩৩ (১°৬২%)	২,০৩১ (১০০%)
সোনালী ব্যাংক	৫,৯২৭ (৯৭°১৮%)	১৭২ (২°৮২%)	৬,০৯৯ (১০০%)
অগ্রণী ব্যাংক	৩,৩০০ (৯৩°৭৫%)	২২০ (৬°২৫%)	৩,৫২০ (১০০%)
বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন	৪,৪৪৫ (১০০%)	০	৪,৪৪৫ (১০০%)
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা	১,২৭৮ (৯৯°৬৯%)	৪ (০°৩১%)	১,২৮২ (১০০%)
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৩,৫১৭ (১০০%)	০	৩,৫১৭ (১০০%)
জনতা ব্যাংক	৩,২২৩ (৯৫°৩৩%)	১৫৮ (৪°৬৭%)	৩,৩৮১ (১০০%)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩,৮৬৬ (৯৪°২৯%)	২৩৪ (৫°৭১%)	৪,১০০ (১০০%)
মোট	২৭,৫৫৪ (৯৭°১১%)	৮২১ (২°৮৯%)	২৮,৩৭৫ (১০০%)

১°১৩ বাংলাদেশে মহিলাদের অবস্থান ও চাকরিতে কোটা পদ্ধতি ঃ

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। বর্তমানের বাংলাদেশ ছিল তদানীন্তন পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ। পাকিস্তানে মহিলাদের উন্নয়ন ও বিকাশ কখনই পুরুষের সমান ছিলনা। যদিও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সর্বসাধারণের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারীকে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন সব বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হতে হতো যা তাঁকে পুরুষের পশ্চাতে ঠেলে দিত। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মহিলাদের অবস্থানের বিশেষ কোন উন্নতি হয় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতোই এখনও বাংলাদেশের ৯৫% মহিলা ঘর সংসার ও সন্তান পালনের কাজে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে /সারণী ৫ দ্রষ্টব্য। এদেশের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে, চরিত্র ও প্রকৃতিগত ভাবে মহিলারা পুরুষের চেয়ে দুর্বল এবং তাদের স্থান অন্তঃপুরে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু জনগণের এই মনোভাব এখন শিক্ষিত সমাজ ও সরকারের কাছে গ্রহণীয় নয়। নারীকে তাঁর পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধ পরিকর। এইজন্য প্রয়োজন শিক্ষিত মহিলাদের সরকারী চাকরিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালে মহিলাদের জন্য প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে ১০% কোটা সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ষ্টাফ পদে এই কোটা শতকরা ১৫ ভাগে উন্নীত করা হয়।[১১] প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০% পদ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে তার যথাযথ সুযোগ দিয়ে নারী সম্পদের সদ্ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে একটি দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির চাবিকাঠি। তাছাড়া নারীর সমস্যা নারী যতটা উপলব্ধি করতে পারে অন্যরা ততটা পারেনা। সুতরাং সমস্যা সমাধানের তৎপরতা ও পারদর্শিতা সংগত কারণে তাঁদের বেশী হওয়ার কথা। কিছুটা বিলম্বে হলেও এদেশের সমাজ সচেতন সরকার এ সকল বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে।

১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ১২টি ক্যাডারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৭৬৪টি পদে ১৬৭ জন মহিলাকে কোটা ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শতকরা ৯.৪৭ ভাগ কোটা পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী উপযুক্ত মহিলা প্রার্থীর অভাবে শতকরা ১০ ভাগ কোটা পূর্ণ হয়নি।

১.১৪ সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞা ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস :

ভারতবর্ষে বৃটিশ আমলে সিভিল সার্ভিসের সর্ব প্রথম সূত্রপাত ঘটে। তার পূর্বে ভারতে সিভিল সার্ভিস বা অন্য কোন সুসংহত সার্ভিসের নাম শোনা যায়না। বৃটিশ শাসকবৃন্দ তাদের প্রয়োজনের তাগিদেই ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের সৃষ্টি করেন। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ব্যতীত সরকারের কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা অসামরিক কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মাইনে পারলামেন্ট কর্তৃক পাশ করা বরাদ্দ হতে প্রদান করা হয় তারাই সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। অগ(৩৫৫) এর ভাষায় বলা যায় যে, সিভিল সার্ভিস হল নারী-পুরুষ দ্বারা গঠিত এক বিরাট কর্মী বাহিনী যারা দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চল পর্যন্ত আইনকে বাস্তবায়িত করে এবং সরকারকে দৈনন্দিন উপলব্ধির মধ্যে আনতে সাহায্য করে।[১২]

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হারম্যান ফাইনারকে (Herman Finer) অনুসরণ করে বলা হয়, "সিভিল সার্ভিস হচ্ছে একদল পেশাদার, স্থায়ী বেতনভুক ও দক্ষ কর্মচারী (Professional body of officials, permanent, paid & skilled)"। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক (Raymond Garfield Gettell) গেটেলের মতে যে সকল কর্মচারী সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে কাজ করে তাদেরকে যৌথভাবে ও ব্যাপক অর্থে সিভিল সার্ভেন্ট বলা হয়। এরা একদিকে আইন ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের হতে স্বতন্ত্র অন্য দিকে সামরিক বাহিনী হতেও স্বতন্ত্র। সিভিল সার্ভিসের এ সকল সংজ্ঞা ও বর্ণনার পুরোটা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য ও প্রযোজ্য নয়। বর্তমানে সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, সিভিল সার্ভিস হল এমন সরকারী চাকরি সমূহ যা বেসামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত, এবং যারা আধুনিক সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু এ সংজ্ঞাও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞা হতে পারে না। যদিও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের একটি বিবর্তিত রূপ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বৃটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উত্তরাধিকারী। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে বলা হয় যে, এটা না ছিল ভারতীয়, না ছিল অসামরিক। আবার অনেকে বলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিল; 'স্বর্গের সৃষ্ট এক কর্ম ব্যবস্থা' (A Heaven Born Service), "বিশ্বের সবচেয়ে সংযুক্ত ও দাবীমুখর ট্রেড ইউনিয়ন" (The World's most tenacious trade Union), "বৃটিশ প্রশাসনের লৌহ কাঠামো"। এ ধরনের নানা জনের নানা উক্তি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যায়। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কোন মহিলা সদস্যের আগমন ঘটেনি। পরবর্তীকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মহিলা নিযুক্তির তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৫ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও মহিলা :

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বৃটিশ ভারতের সিভিল সার্ভিসের ধারা ও ঐতিহ্য বহন করে অগ্রসর হয়। অবশ্য পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের কাঠামো সময়ের প্রয়োজনে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে মহিলা নিয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। উক্ত সিভিল সার্ভিসের রিক্রুটমেন্ট রুলস্ এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে মহিলারা কেবল মাত্র অডিট এন্ড একাউন্টস্ সার্ভিস, রেলওয়ে একাউন্টস্ সার্ভিস, মিলিটারী একাউন্টস্ সার্ভিস, কাস্টমস সার্ভিস এবং পোস্টাল সার্ভিসের জন্য বিবেচিত হবেন। তারা সমগ্র পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় পুলিশিয় সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না।

এমনকি যে সকল সার্ভিসের জন্য তিনি উপযুক্ত সেই সকল সার্ভিসে বাছাইয়ের পর তখনই তিনি নিয়োগ লাভ করবেন যখন তিনি স্বেচ্ছায় এই ঘোষনা দিবেন যে বিবাহ অথবা পুনর্বিবাহের পর তিনি ঐ চাকরিতে ইস্তফা দিবেন।[১৩] তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার মনে করতেন যে বিবাহিতা মহিলাদের পক্ষে নিজেদেরকে সিভিল সার্ভিসে সকল সময় দক্ষ প্রমান করা সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ মুজাফ্ফর আহম্মদ চৌধুরী তাঁর "দি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান" পুস্তকে পাকিস্তান সরকারের মতামত সমর্থন করে বলেন যে, একজন সি,এস,পি,অফিসার কেবলমাত্র সচিবালয়েই কাজ করেন না। তাঁকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনার হিসেবে জেলার প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। তখন তার প্রধান প্রধান দায়িত্বের মধ্যে থাকে জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা,খাজানা আদায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন । এসব কাজ কর্ম অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ যার সংগে একজন মহিলা কর্মকর্তা এঁটে উঠতে নাও পারেন। উপরন্তু,একজন সি,এস,পি, অফিসারকে প্রশাসন থেকে নির্বাহী কাজে, এক বিভাগ/দফতর থেকে অন্য বিভাগ/দফতরে,কেন্দ্র থেকে প্রদেশে এবং প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে চুক্তি ভিত্তিক কাজ করতে হয়।[১৪]

উপরোক্ত কারণে মহিলারা হয়তো মাঠ পর্যায়ে বা প্রশাসন ক্যাডারে যথেষ্ট ভাল নাও করতে পারেন। বর্তমান গবেষণায় এরূপ কিছু ইংগিত পাওয়া গেছে। কিন্তু অন্যান্য ক্যাডারে তাঁরা চাকরি করতে পারবেন না এবং পারলেও বিবাহ বা পুনর্বিবাহের পর তাঁদের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তানে মহিলারা সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নিযুক্ত হতে অসমর্থ হয়েছে। রিক্রুটমেন্ট রুলস্ এর এই ধারার মাধ্যমে পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাদের চাকরিতে প্রবেশের মৌলিক অধিকার হতেও বঞ্চিত করা হয়েছে। আর সে জন্যই খুব নগন্য সংখ্যক মহিলা ক্যাডারভুক্ত হতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে মহিলা বিবর্জিত। পাকিস্তান অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসের সেলিমা রহীম উদ্দিন আহম্মদ একমাত্র মহিলা যিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদে কাজ করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা দপ্তর হতে প্রেষণে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন মহিলা যুগ্ম-সচিব ও পরিকল্পনা কমিশনে একজন মহিলা যুগ্ম-প্রধান [illegible] হয়েছেন।

১°১৬ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও মহিলা ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সাল থেকে সরকার সিভিল সার্ভিসের পুনর্গঠনের মাধ্যমে তার কাঠামো, প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণভাবে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হয়। দেশে শ্রেণী-স্বার্থহীন সুসংহত আমলাতন্ত্র সৃষ্টি এবং উন্নয়ন ও প্রশাসন সচল ও জোরদার করার আগ্রহ নিয়েই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের চাহিদার উপযোগী একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং পারদর্শিতার সংগে সরকারী নীতি বাস্তবায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন ছিল অবশ্যম্ভাবী। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এই পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালের উক্ত মন্ত্রণালয় এক আদেশে সার্ভিস ক্যাডার পুনর্বিন্যাস করে মোট ১৪টি ক্যাডার ও ২২টি সাব-ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়।[১৫] সংস্থাপন মন্ত্রণালয় পুনরায় ১৯৮৭ সালে ৩রা জানুয়ারী আরো একটি আদেশ জারী করে পূর্বের সাব-ক্যাডারগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে মোট ৩০টি ক্যাডার সৃষ্টি করে।[১৬]

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বর্তমানে ৩০টি ক্যাডারের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুসংহত সার্ভিস। সার্ভিস ক্যাডারগুলো হচ্ছে ঃ

নং	ক্যাডারের নাম	নং	ক্যাডারের নাম
১।	বিসিএস (প্রশাসন)	১৬।	বিসিএস (বিচার)
২।	বিসিএস (কৃষি)	১৭।	বিসিএস (পশুপালন)
৩।	বিসিএস (আনসার)	১৮।	বিসিএস (পুলিশ)
৪।	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১৯।	বিসিএস (ডাক)
৫।	বিসিএস (অর্থ)	২০।	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)
৬।	বিসিএস (সমবায়)	২১।	বিসিএস (প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য)
৭।	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)	২২।	বিসিএস (গণপূর্ত)
৮।	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	২৩।	বিসিএস (রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)
৯।	বিসিএস (মৎস্য)	২৪।	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
১০।	বিসিএস (খাদ্য)	২৫।	বিসিএস (সচিবালয়)
১১।	বিসিএস (পররাষ্ট্র)	২৬।	বিসিএস (পরিসংখ্যান)
১২।	বিসিএস (বন)	২৭।	বিসিএস (কর)
১৩।	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	২৮।	বিসিএস (কারিগরী শিক্ষা)
১৪।	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	২৯।	বিসিএস (টেলিযোগাযোগ)
১৫।	বিসিএস (তথ্য)	৩০।	বিসিএস (বাণিজ্য)

সার্ভিসের উপরোক্ত কাঠামো ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ড সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেবল মাত্র সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকান্ড রয়েছে এর বাইরে। দেশের প্রশাসন, উন্নয়ন ও বিচার কার্য পরিচালনা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের স্কন্ধে। এ সকল বিষয়ে সরকার প্রণীত নীতি সমূহের বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও তাঁদের। সুতরাং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস একটি ব্যাপক ভিত্তিক সার্ভিস। কেবল মাত্র প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাগণই এই সার্ভিসের সদস্য হতে পারেন। সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতি রয়েছেঃ

(ক) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ; এবং

(গ) বদলী বা প্রেষণ পদ্ধতি দ্বারা নিয়োগ।

উপরোক্ত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে প্রথমটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে ক্যাডারভুক্ত হন। পদোন্নতির মাধ্যমেও বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ক্যাডারভুক্ত হয়ে থাকেন। প্রেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নগন্য সংখ্যক কর্মকর্তা ক্যাডারভুক্তির সুযোগ পান। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। ক্যাডার চাকরিতে মেধা ভিত্তিক কোটা হবে ৪৫% এবং জেলা ভিত্তিক কোটা হবে ৫৫%। জেলা ভিত্তিক কোটা হতে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০%, মহিলাদের ১০% এবং উপজাতীয়দের জন্য ৫% পদ সমন্বয় করার সরকারী আদেশ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম জেলা ওয়ারী কোটার ৫৫% পদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলার মধ্যে বন্টন করতে হয়। অতঃপর বিভিন্ন বিশেষ কোটা (মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০%, মহিলাদের জন্য ১০%, এবং উপজাতীয়দের জন্য ৫%) অনুযায়ী মেধার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এই বন্টন মোট পদের শতকরা হিসেবে হবে, ৫৫% জেলা ওয়ারী কোটায় নয়। মেধার জন্য সংশ্লিষ্ট ৪৫% পদ জেলা ওয়ারী কোটার সম্পূর্ণ বাইরে থাকবে। এই পদ বিতরণের পর যোগ্য প্রার্থীরা কে কোন জেলার বাসিন্দা তা নির্ধারণ পূর্বক উক্ত জেলার প্রাপ্য বাকী পদ সমূহ উক্ত জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।[১৭]

কোন বিশেষ কোটার অধীন কোন জেলার বিতরণকৃত পদের সংখ্যা হতে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা কম হলে সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন বৃহত্তর জেলার অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে ঐ শূন্য পদ পূরণ করতে হবে যে জেলার চাকরিজীবির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন বৃহত্তর জেলার অন্তর্ভুক্ত কোন জেলা হতে উপরোক্ত ভাবে বিশেষ কোটার শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে হতে ঐ শূন্য পদ পূরণ করা হবে যে জেলার চাকরিজীবির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম।[১৮]

সরকারের উপরোক্ত নির্দেশে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরকার বিশেষ কোটার অধীন মহিলা ও অন্যান্যদের নিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী এবং কোটা পূরণেও বদ্ধপরিকর। এতে আরও প্রমানিত হয় যে, মহিলাদের ক্যাডারে নিয়োগ নীতি শুধু কলমে কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ নয়; কোটা পদ্ধতি অনুসারে যাতে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। সরকারের এই নীতিতে মহিলাদের প্রতি সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে মহিলাদের যে হারে ও সংখ্যায় ক্যাডারভুক্ত হওয়ার কথা সে সংখ্যায় তাঁরা ক্যাডারভুক্ত হতে পারেন না। তার প্রধান কারণ তাঁদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীর বিশেষ অভাব এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডার বাদে অন্যান্য ক্যাডারে প্রবেশে তাঁদের ও তাদের অভিভাবকদের অনীহা। ১৯৮০ সালের ক্যাডার সার্ভিস পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রশাসন বিভাগে মহিলার পদ ০, বিচার বিভাগে ০, ডাক বিভাগে ০, অর্থ বিভাগের রাজস্ব উপ-বিভাগে ১ জন, পররাষ্ট্র বিভাগে ৪ জন, তথ্য বিভাগে ৬ জন, যোগাযোগ বিভাগে ০, ছিল।[১৯] ১৯৮৩ সালে এই সংখ্যা যৎ কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেলেও ক্যাডার সার্ভিসের উচ্চ ও মধ্য স্তরে সার্বিকভাবে মহিলাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মতো। অবশ্য বর্তমানে এই সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে মাত্র ২টি ক্যাডার (বিসিএস রেলওয়ে প্রকৌশল ও সড়ক ও জনপথ) বাদে বাকী ২৮টি ক্যাডারে মহিলাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ১৪১৭ জন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ৩০টি ক্যাডারের নাম এবং ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্যাডারভুক্ত মহিলা ও পুরুষ সদস্যের সংখ্যা সারণী ১২ তে দেখানো হলো:

সারণী-১২

৩০টি ক্যাডারের নাম এবং মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা ঃ

নং	ক্যাডারের নাম	মহিলা	পুরুষ	মোট
১।	বিসিএস(প্রশাসন)	১৭	৩০০০	৩০১৭
২।	বিসিএস(কৃষি)	৭	২০৪২	২০৪৯
৩।	বিসিএস(আনসার)	৩	২০২	২০৫
৪।	বিসিএস(নিরীক্ষা ও হিসাব)	৭	১২৪	১৩১
৫।	বিসিএস(সমবায়)	৭	১৫৬	১৬৩
৬।	বিসিএস(শুল্ক ও আবগারী)	৪	১৫৯	১৬৩
৭।	বিসিএস(অর্থ)	৫৩	৪৫১	৫০৪
৮।	বিসিএস(পরিবার পরিকল্পনা)	১৪	৩০৮	৩২২
৯।	বিসিএস(মৎস্য)	৯	১৮২	১৯১
১০।	বিসিএস(খাদ্য)	৩	২১৬	২১৯
১১।	বিসিএস(পররাষ্ট্র)	৬	২৪৬	২৫২
১২।	বিসিএস(বন)	৪	৯৯	১০৩
১৩।	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	৬৮০	৭১১২	৭৭৯২
১৪।	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	**৪০০	৭৩১৯	৭৭১৯
১৫।	বিসিএস(তথ্য)	২২	৪৫৯	৪৮১
১৬।	বিসিএস(বিচার)	৪২	৫৭৩	৬১৫
১৭।	বিসিএস(পশুপালন)	৮	১২২২	১২৩০
১৮।	বিসিএস(পুলিশ)	২	৫৯৩	৫৯৫
১৯।	বিসিএস(ডাক)	৪	১৫৫	১৫৯
২০।	বিসিএস(প্রকৌশল জনস্বাস্থ্য)	১	১১১	১১২
২১।	বিসিএস(গণপূর্ত)	১	১৭৬	১৭৭
২২।	বিসিএস(রেলওয়ে প্রকৌশল)	০	২২২	২২২
২৩।	বিসিএস(রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)	২	৫৯	৬১
২৪।	বিসিএস(সড়ক ও জনপথ)	০	৩৩৭	৩৩৭
২৫।	বিসিএস(সচিবালয়)	১৫	৫৪৭	৫৬২
২৬।	বিসিএস(পরিসংখ্যান)	১০	৯৭	১০৭
২৭।	বিসিএস(টেলিযোগাযোগ)	১	৪৭৫	৪৭৬
২৮।	বিসিএস(কর)	৮	৩২০	৩২৮
২৯।	বিসিএস(কারিগরী শিক্ষা)	৬	৪৯৬	৫০২
৩০।	বিসিএস(বাণিজ্য)	১	১১১	১১২
	মোট	* ১৪১৭ (৪.৮৯%)	২৭,৫৬১ (৯৫.১১%)	২৮,৯৭৮ (১০০%)

* শুধুমাত্র ১৯৭২ থেকে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাডারভুক্ত মহিলার সংখ্যা।

** স্বাস্থ্য ক্যাডারের সংখ্যা ২৭-১২-৮৪ তাং পর্যন্ত সরকারী গেজেট-এ প্রকাশিত সংখ্যা অনুসারে হিসাবকৃত।

উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, বিসিএস(গণপূর্ত প্রকৌশল ও সড়ক ও জনপথ), এই ২টি ক্যাডারে এখন পর্যন্ত কোন মহিলা নেই। বিসিএস(প্রকৌশল জনস্বাস্থ্য), বিসিএস(টেলিযোগাযোগ) বিসিএস(রেলওয়ে) প্রভৃতি ক্যাডারে একজন করে মহিলা কর্মকর্তা আছেন। প্রকৃতপক্ষে বিসিএস(স্বাস্থ্য), বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা), বিসিএস(প্রশাসন), বিসিএস(বিচার) ও বিসিএস(অর্থ) এই কয়েকটি ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য ক্যাডারে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা যদিও লক্ষণীয় তবুও এ বৃদ্ধির মাত্রা উল্লেখযোগ্য নয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের অনগ্রসরতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী মহিলাদের ক্যাডারে চাকরি করার অনীহা। উপরন্তু, তাদের অভিভাবকবৃন্দ কন্যা সন্তানকে শিক্ষকতা অথবা চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিয়োজিত দেখতে চান। ১৯৮১-৮২ সালে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ জন ছাত্র সিভিল সার্ভিসকে প্রথম বা দ্বিতীয় পছন্দসই চাকরি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, মাত্র শতকরা ২৫ জন ছাত্রী প্রথম ও দ্বিতীয় মনোনয়ন দিয়েছেন।[৩৫]

১.১৭ <u>গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য</u>:

বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের মন-মানসিকতার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বের চেয়ে অধিক সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন। ফলে ক্যাডার সার্ভিসে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে। ক্যাডার সার্ভিসে মহিলাদের নিয়োগ ও অন্তর্ভুক্তি দেশের প্রশাসন ও উন্নয়নে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করেছে। তাছাড়া তা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। সংগে সংগে তাঁদের কর্মদক্ষতা, কর্মপরিবেশ ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নানা প্রকার অভিমত শোনা যাচ্ছে। উপরন্তু, তাঁদের ঊর্ধতন, সহকর্মী ও অধস্তন কর্মকর্তা ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের সার্ভিসের প্রতি কি অভিমত ও দৃষ্টিভংগী পোষন করেন তা নির্ণয় ও যাঁচাই করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আর সে জন্যই এমন একটি গবেষণা প্রকল্পের যা মহিলা কর্মকর্তা সম্পর্কে বাস্তব ভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই গবেষণা প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গবেষণালব্ধ জ্ঞান, তথ্য ও উপাত্ত যেমন মহিলা কর্মকর্তাদের সম্পর্কে, তাঁদের কর্ম সম্পাদন সম্পর্কে, তাদের প্রতি দেশ ও জাতির দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে, সম্যক ধারনা দেবে তেমনি তা তাঁদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও সরকারকে দিক নির্দেশনা দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.১৮ গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ :

১। প্রতিটি ক্যাডারের মহিলা সদস্যাদের সংখ্যা নির্ণয় করণ এবং তাঁরা কোন ক্যাডারে কতজন কোটা পদ্ধতিতে ও মেধা ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন তা যাঁচাই করণ ।

২। ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করণ ।

৩। পুরুষ সহকর্মীদের সংগে তাঁদের কর্মদক্ষতা, পারদর্শিতা, কৃতকার্যতা, অকৃতকার্যতার তুলনামূলক পরিমাপ করণ ।

৪। তাঁদের দায়িত্ব পালন, কর্তব্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার পরিমাপ করণ । নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরিমাপ করণ ।

৫। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় জীবনে মহিলা কর্মকর্তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করণ ।

৬। দেশ, সমাজ, তাঁদের সহকর্মী ও উর্ধতন কর্মকর্তারা তাঁদেরকে কি চোখে দেখছেন তা যাঁচাই করণ ।

৭। চাকরি ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও পারদর্শিতা বৃদ্ধিকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভিন্ন অসুবিধা দূরীকরণের দিক নির্দেশনা প্রদান করণ ।

তথ্য-সংকেত

১। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৫৩ ।

২। ডঃ এম, এ, রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড(১২০৬-১৫৭৬) অনুবাদক মোঃ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩২০ ।

৩। ডঃ এম, এ, রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড(১২০৬-১৫৭৬) অনুবাদক মোঃ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩২০ ।

৪। Female nature is afflicted with natural defectness, Aristotle.

৫। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ 'নারী জাগরণ ও মুক্তি' জুন, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩ ।

৬। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ 'নারী জাগরণ ও মুক্তি' জুন, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৮ ।

৭। দৈনিক সংবাদ, উপ-সম্পাদকীয় ,"সময় বহিয়া যায়" তারিখ ৮-২-৮৭ ।

৮। বাংলাদেশ সংবিধান,১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সংশোধিত,মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায় ।

৯। সুসান ইয়েনকল,উইমেনস্ ওয়ার্কি লাইভস্, টেভিষ্টক পাবলিকেশনস লন্ডন, নিউইয়র্ক ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২৩-২৯ ।

১০। রবার্ট ভারেভ স্মার্টস কৃত,উইমেন এ্যান্ড ওয়ার্ক ইন আমেরিকা,শকেন বুকস্, নিউইয়র্ক, সংস্করণ ১৯৭১,পুস্তকের ভূমিকা হতে গৃহীত ।

১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নং-এমইআর/আর-১/ এস-১৩/৮৪-১৪৯(২৫০), তারিখ ২৮-৭-১৯৮৫ ।

১২। অগ (Ogg) ফ্রেডারিক অষ্টিন, ইংলিশ গভর্ণমেন্ট এ্যান্ড পলিটিকস্, পৃষ্ঠা ২০২ ।

১৩। চৌধুরী মোজাফ্ফর আহমেদ, 'দি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্থান,নিপা,ঢাকা, পৃষ্ঠা ১০৫ ।

১৪। চৌধুরী মোজাফ্ফর আহমেদ, 'দি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্থান,নিপা,ঢাকা,পৃষ্ঠা ১০৫ ।

১৫। বাংলাদেশ গেজেট,সোমবার,সেপ্টেম্বর ১, ১৯৮০ তে প্রকাশিত মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তি ।

১৬। বাংলাদেশ গেজেট ১৯৮৭ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৯৮৬ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞপ্তি ।

১৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং এমইআর-১/ এস-১৩/৮৪/১৪৯(২৫০), তারিখ ২৮-৭-১৯৮৫ ।

১৮। ঐ

১৯। রওশন জাহান লিখিত "ক্যাডার সার্ভিসে মহিলাদের সীমিত অংশগ্রহণ" শীর্ষক প্রবন্ধ হতে গৃহীত । প্রবন্ধটি "সরকারী কর্মকান্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত হয় এবং শিরোনামে শিলুকার বেগমের সম্পাদনায় ঢাকার কোটা হতে প্রকাশিত হয় ।

২. গবেষণা পদ্ধতি

'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা' গবেষণা প্রকল্পটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মরত মহিলাদের নিয়ে কোন গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়নি। এমনকি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলাদের কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকাও প্রণীত হয়নি।

২.১ গবেষণার পরিধি : এই গবেষণা প্রকল্পের ব্যাপ্তি হিসেবে এলাকার দিক থেকে পুরো বাংলাদেশকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কালের দিক থেকে ১৯৭২ সাল (বাংলাদেশের অভ্যুদয়) থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ক্যাডারভুক্ত সমস্ত মহিলা কর্মকর্তা এবং ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত ই,পি,সি,এস, পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে ১৯৭৪ সালে ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদেরকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২ তথ্য সমূহের উৎস : গবেষণায় 'মুখ্য' (প্রাইমারী) ও 'গৌণ' (সেকেন্ডারী) এই দু'প্রকার উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য উৎস হিসেবে বাংলাদেশের ২৮টি জেলার ৪৪টি উপজেলা থেকে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা, তাঁদের পুরুষ সহকর্মী, উর্ধতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সদস্যা, জনসাধারণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, সচিব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মাঝে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য পরিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১৬০ জন মহিলা ও পুরুষের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক আলোচনা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদী কোর্স সমূহের ফলাফল, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে প্রাপ্ত ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের নির্বাচিত বি,সি,এস, ক্যাডারের সদস্যদের মেধা ও কোটাওয়ারী তালিকা পর্যালোচনা অন্যতম।

২.৩ নমুনায়ন প্রক্রিয়া : অত্র গবেষণা কর্মের সর্বমোট নমুনা সংখ্যা ৫০৭ জন। এদের মোট ৭টি বিভাগ/শ্রেণী রয়েছে। সংখ্যাসহ শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ :

(ক)	বিসিএস ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তা	১৫০ জন
(খ)	মহিলা কর্মকর্তার পুরুষ সহকর্মী	১৫০ "
(গ)	মহিলা কর্মকর্তার উর্ধতন কর্মকর্তা	১০০ "
(ঘ)	জনসাধারণ (ব্যবসায়ী, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষক, আইনজীবি ও রাজনৈতিক নেতা)	৫০ "
(ঙ)	মহিলা সংগঠনের সদস্যা	৫০ "
(চ)	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য	২ "
(ছ)	পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সচিব	৫ "
	সর্বমোট-	৫০৭ জন

নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় মূলতঃ 'ক' শ্রেণীকে (বিসিএস ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তা) প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং 'ক' শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই বাকী শ্রেণীগুলোর নমুনা চয়িত হয়েছে। 'ক' শ্রেণী চয়নের ক্ষেত্রে 'স্তরিত নমুনায়ন' (Stratified Sampling) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিসিএস এর ৩০টি ক্যাডারের প্রতিটি থেকে ৫ জন করে কর্মকর্তা নমুনা হিসেবে নেয়া হলে ১৫০ জন সম্পূর্ণ হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের তালিকা সংগ্রহ করে দেখা যায় যে, ২টি ক্যাডারে (বিসিএস, সড়ক ও জনপথ এবং রেলওয়ে প্রকৌশল) কোন মহিলা কর্মকর্তা নেই, অন্য ১টি ক্যাডারে বিসিএস (গণপূর্ত) ১ জন মাত্র মহিলা কর্মকর্তা ছিলেন - যিনি বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। এছাড়া আরও ১০টি ক্যাডারে ৫ জন করে মহিলা কর্মকর্তাই নেই। মোট ১৭টি ক্যাডারে ৫ বা ততোধিক মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন। ফলে 'অসমানুপাতিক স্তরিত নমুনায়ন' পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৫০ জন নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে। (সারণী ১৩ দ্রষ্টব্য)।

মূলতঃ বাংলাদেশের ৪টি বিভাগের ২৮টি জেলার ৪৪টি উপজেলাকে 'ক' শ্রেণীর নমুনা এলাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরে ৪৩টি উপজেলা থেকে ১৫০ জন উত্তরদাত্রী মহিলা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। (পাবনা সদরে ১ জন উত্তরদাত্রীকে পাওয়া সম্ভব হয়নি)

'খ' শ্রেণীর (পুরুষ সহকর্মী) নমুনায়নে প্রাথমিক অবস্থায় নমুনা সমূহকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। উপজেলায় বা নির্দিষ্ট দপ্তরে গিয়ে মহিলা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর সেসব মহিলা কর্মকর্তার সম চাকরি মেয়াদ সম্পন্ন, সম দাপ্তরিক মর্যাদা সম্পন্ন ও একই বিভাগে কর্মরত পুরুষ সহকর্মীকে চিহ্নিত করা হয় ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। কতগুলো ক্যাডারে নির্দিষ্ট স্থানে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক কোন পুরুষ সহকর্মী নিযুক্ত ছিলেন না। সেগুলো হচ্ছে- বিসিএস বিচার, পরিবার পরিকল্পনা, মৎস্য, কৃষি, শিক্ষা, কর ও পশুপালন। সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সম মর্যাদা সম্পন্ন অন্য বিভাগের পুরুষ সহকর্মী কিংবা এক গ্রেড উপরের বা নীচের পুরুষ কর্মকর্তাকে সহকর্মী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন, বিসিএস বিচারের মহিলা মুন্সেফের সহকর্মী হিসেবে সাব-জজকে এবং কৃষি কর্মকর্তার সহকর্মী হিসেবে গ্রাম উন্নয়ন কর্মকর্তা বা মৎস্য উন্নয়ন কর্মকর্তাকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

'গ' শ্রেণীর (ঊর্ধতন কর্মকর্তা) নমুনায়নে মূলতঃ 'ক' শ্রেণীর ১৫০ জন মহিলা কর্মকর্তার মাঝে ১০০ জনকে 'দৈব নমুনায়ন' (Random Sampling) পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করা হয় এবং সেই ১০০ জনের ঊর্ধতন কর্মকর্তাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

'ঘ' শ্রেণীর (জনসাধারণ) নমুনায়নে প্রথমেই জনসাধারণকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেগুলো হলো, (১) ব্যবসায়ী (২) উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি (৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (৪) আইনজীবি ও (৫) রাজনৈতিক নেতা। প্রত্যেক ভাগে ১০ জন করে নমুনা নির্ধারণ করা হয়। এরপর ৪৪টি উপজেলায় এই ৫০ জনকে বিভক্ত করে প্রতিটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে ১ জন নমুনা নির্ধারণ করা হয়। পূর্বাহ্নেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কোন্ উপজেলা থেকে জনসাধারণের ৫টি শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর নমুনা নেয়া হবে। ধার্যকৃত উপজেলা বা জেলা সদরের প্রশাসকবৃন্দের সহায়তায় সেসব শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্দিষ্ট করা হয়, যাঁরা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডার ও কর্মকর্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

'ঙ' শ্রেণীর (মহিলা সংগঠনের সদস্যা) নমুনায়নে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে প্রশাসকবৃন্দের সহায়তায় বিশিষ্ট সমাজসেবিকা ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদেরকে নমুনা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। ঢাকা মহানগরী এলাকায় মহিলা সংগঠন সমূহের সংখ্যা অধিকতর হওয়ায় সংগত কারণে ঢাকা মহানগরী এলাকার বিভিন্ন মহিলা সংগঠন থেকে ৩০ জনকে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। বাকী ২০ জনকে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

'চ' শ্রেণীর (বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নমুনায়নে 'দৈব নমুনায়ন' পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা) এর উপাচার্যদ্বয়কে নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

'ছ' শ্রেণীর (সচিব) নমুনায়নে 'ইচ্ছামাফিক নমুনায়ন' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ক্যাডারের সদস্য নির্বাচন, নিয়োগ ও পরিচালনায় জড়িত ও কর্তা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষা, সংস্থাপন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৪ প্রশ্নমালা প্রণয়ন : মোট ৭ শ্রেণীর নমুনার জন্য ৭ প্রকারের প্রশ্নমালা প্রণীত হয়। এসব প্রশ্নমালা পূর্ব পরীক্ষণ ও বিস্তৃত পর্যালোচনার মাধ্যমে বিপিএটিসি'র গবেষণা কমিটি কর্তৃক পূর্বাহ্নেই অনুমোদিত হয়েছিল। ৭টি নমুনা শ্রেণীর জন্য প্রশ্নমালার নাম যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ রাখা হয়।

২.৫ তথ্য সংগ্রহকারী : বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা শাখার ৪ জন গবেষণা কর্মকর্তা (সর্বজনাব মোহাম্মদ হোসেন, আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, মনজুরুল হক ও জহিরুল হক) কর্তৃক যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নমালার সাহায্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ শ্রেণীর তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। গবেষণা শাখার উপ-পরিচালক (মিসেস আয়েশা আজিম) কর্তৃক ৬ ও ৭ নং প্রশ্নমালার সাহায্যে 'চ' ও 'ছ' শ্রেণীর তথ্যাদি প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

২.৬ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ : অত্র কেন্দ্রের গবেষণা শাখার উপরোক্ত ৪ জন গবেষণা কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিন্যস্ত করা হয়। তথ্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে একমুখী ও দ্বিমুখী সারণী ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য অনুধাবনের সুবিধার্থে শতকরা হার, গড়, মধ্যমা, ভেদাংক, পরিমিত ব্যবধান ও রেখা চিত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পত্র পত্রিকার সংবাদাদির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৭ <u>সীমাবদ্ধতা</u> : এই গবেষণা প্রকল্প পরিচালনায় সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলা যায়, গবেষণার জন্য সময় অত্যন্ত স্বল্প ছিল। তাছাড়া, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি ক্যাডারে মহিলাদের নিয়োগ অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হবার ফলে এর পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছিল। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রতিটি ক্যাডারের মহিলাদের তালিকা প্রাপ্তি সম্ভব না হবার ফলে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে অনুসন্ধান করতে হয়েছে এবং সেসব মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তালিকাকেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ৪ জন গবেষণা কর্মকর্তার এক মাসেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। সময়ের অভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তালিকার কোন প্রকার যথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত: ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২টি ক্যাডারে (বিসিএস, সড়ক ও জনপথ এবং বিসিএস, রেলওয়ে প্রকৌশল) কোন মহিলা নিযুক্ত হননি এবং অন্য ১১টি ক্যাডারে মহিলা নিযুক্তির সংখ্যা ৪ এর অধিক নয়। ফলে ১৩টি ক্যাডার থেকে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

তৃতীয়ত : নমুনায় স্থিরকৃত কর্মকর্তাবৃন্দের মাঝে বিসিএস(বিচার) এর দুই জন মহিলা উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং ১ জন প্রসূতি কালীন ছুটিতে থাকায় সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হয়নি। বিসিএস(পুলিশ), বিসিএস(ডাক), বিসিএস(আনসার), বিসিএস(শুল্ক ও আবগারী), বিসিএস(রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য) এর প্রতিটির ১ জন করে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে রত থাকায় তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। বিসিএস(তথ্য) এর দু'জন কর্মকর্তার কর্মস্থল পরিবর্তিত হবার ফলে এবং বিসিএস(পররাষ্ট্র) এর দু'জন কর্মকর্তার ছুটি জনিত কারণে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। এই ১২ জন কর্মকর্তার তথ্য না পাওয়ায় পরবর্তীকালে যে সমস্ত ক্যাডারে অধিক সংখ্যায় মহিলা কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন সেসব ক্যাডার থেকে 'দৈব চয়নের' ভিত্তিতে ১২ জন মহিলাকে পুনরায় নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করতে হয়েছে (সারণী ১৩ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে ক্যাডার ও ব্যক্তি উভয়ই পরিবর্তিত হয়েছে।

এছাড়া, নমুনায় নির্ধারিত পাবনা সদরের ম্যাজিস্ট্রেট (মহিলা কর্মকর্তা) ও সমবায় ক্যাডারের একজন মহিলা কর্মকর্তা(ঢাকা) প্রসূতিকালীন ছুটিতে থাকায় তাঁদের পরিবর্তে ঐ দু'টি ক্যাডারের অন্য মহিলা কর্মকর্তাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। বিসিএস(কর) ক্যাডারের ১ জন মহিলা কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ঐ ক্যাডারের অন্য এক জনের নিকট থেকে তথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ৩ জন নমুনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিবর্তিত হয়েছে, ক্যাডার পরিবর্তিত হয়নি।

চতুর্থতঃ ১৫০ জন নমুনার মাঝে ৪১ জন (শতকরা ২৭.৩৩) ভাগ এখনও 'শিক্ষানবীশ' হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এদের মাঝে ৩১ জন দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার ফলে কর্ম দক্ষতার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে উত্তরদানে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু ১০ জন কোন প্রকার দায়িত্ব না পাবার ফলে তাঁদের কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে কোন উত্তর দানে সক্ষম হননি।

পঞ্চমতঃ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বিভিন্ন সালে অনুষ্ঠিত বি,সি,এস, পরীক্ষায় নির্বাচিত সদস্যদের মেধা, কোটা, পুরুষ, মহিলা ও জেলাওয়ারী প্রার্থী বিভাজনের সুনির্দিষ্ট তালিকা না থাকায় অত্র গবেষণায় কাঙ্খিত মেধা ও কোটা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়নি। ক্রমাগত ভাবে ১০ মাস প্রচেষ্টা চালিয়ে শুধুমাত্র ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বি,সি,এস, পরীক্ষায় নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই তিন বছরের মেধা ও কোটা ওয়ারী বিশ্লেষণ অত্র গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণী–১৩

'অসমানুপাতিক সুরিত নমুনায়নের' মাধ্যমে গৃহীত প্রাথমিক নমুনা ও পরবর্তীকালে দৈব চয়নের মাধ্যমে গৃহীত নমুনা সংখ্যা ও ক্যাডার:

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	মহিলা কর্মকর্তার মোট সংখ্যা	গৃহীত নমুনা সংখ্যা: প্রাথমিকভাবে গৃহীত সংখ্যা	প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত সংখ্যা	পরবর্তীকালে গৃহীত সংখ্যা	সর্বমোট গৃহীত সংখ্যা
১।	বিসিএস(প্রশাসন)	১৭	১৫	১৫	**৩	১৮
২।	বিসিএস(কৃষি)	৭	৫	৫	**১	৬
৩।	বিসিএস(আনসার)	৩	৩	*২	–	২
৪।	বিসিএস(নিরীক্ষা ও হিসাব)	৭	৫	৫	–	৫
৫।	বিসিএস(সমবায়)	৭	৫	৫	**১	৬
৬।	বিসিএস(শুল্ক ও আবগারী)	৪	৪	*৩	–	৩
৭।	বিসিএস(অর্থ)	৫৩	১০	১০	**২	১২
৮।	বিসিএস(পঃপরিকল্পনা)	১৪	৫	৫	–	৫
৯।	বিসিএস(মৎস্য)	৯	৫	৫	–	৫
১০।	বিসিএস(খাদ্য)	৩	৩	৩	–	৩
১১।	বিসিএস(পররাষ্ট্র) (২জন বিদেশে)	৬	৪	*২	–	২
১২।	বিসিএস(বন)	৪	৪	৪	–	৪
১৩।	বিসিএস(সাঃ শিক্ষা)	৬৮০	১২	১২	**৪	১৬
১৪।	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪০০	১০	১০	–	১০
১৫।	বিসিএস((তথ্য)	২২	১০	*৮	–	৮
১৬।	বিসিএস(বিচার)	৪২	১০	*৭	–	৭
১৭।	বিসিএস(পশুপালন)	৮	৫	৫	–	৫
১৮।	বিসিএস(পুলিশ) (১ জন সাময়িক বরখাস্ত)	২	১	*০	–	০
১৯।	বিসিএস(ডাক)	৪	৪	*৩	–	৩
২০।	বিসিএস(প্রকোঃ জনস্বাস্থ্য)	১	১	১	–	১
২১।	বিসিএস(গণপূর্ত)	১(বিদেশে)	০	০	–	০
২২।	বিসিএস(রেলওয়ে প্রকৌঃ)	০	০	০	–	০
২৩।	বিসিএস(রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)	২	২	*১	–	১
২৪।	বিসিএস(সড়ক ও জনপথ)	০	০	০	–	০
২৫।	বিসিএস(সচিবালয়)	১৫	১০	১০	**১	১১
২৬।	বিসিএস(পরিসংখ্যান)	১০	৫	৫	–	৫
২৭।	বিসিএস(কর)	৮	৫	৫	–	৫
২৮।	বিসিএস(কারিগরী শিক্ষা)	৬	৫	৫	–	৫
২৯।	বিসিএস(টেলিযোগাযোগ)	১	১	১	–	১
৩০।	বিসিএস(বাণিজ্য)	১	১	১	–	১
	মোট	১৪১৭	১৫০	১৩৮	১২	১৫০

* ক্যাডার সমূহে ধার্যকৃত নমুনার সব ক'জনকে মাঠ পর্যায়ে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

** নির্দিষ্ট নমুনা সমূহের অপ্রাপ্তির ফলে পরবর্তীকালে দৈব চয়নের ভিত্তিতে গৃহীত নমুনা সংখ্যা ও ক্যাডারের নাম।

৩. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলা কর্মকর্তা ।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে মহিলা সদস্যাগণকে 'নবাগতা' বলা যেতে পারে । কেননা, স্বাধীনতা উত্তর কালে বি,সি,এস, শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও অর্থ ক্যাডার ব্যতীত বাকী ক্যাডারগুলোতে অত্যন্ত মন্থর গতিতে তাঁদের আগমন ঘটেছে । পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৫টি ক্যাডারে মহিলা কর্মকর্তাগণ নিয়োগ লাভ করেছেন । তার মধ্যে বি,সি,এস, শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও অর্থ এই তিনটি ক্যাডার বাদ দিলে বাকী ১২টি ক্যাডারে উক্ত সময় কালে মাত্র ৪৪ জন মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ লাভ করেছেন । বি,সি,এস, প্রশাসন সহ বাকী ১৫টি ক্যাডারে মহিলা কর্মকর্তাগণের আগমন ঘটেছে ১৯৮৩ সালের পরে । ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্যাডার প্রাপ্ত মহিলাদের মোট সংখ্যা ১৪১৭ জন । তার মধ্যে বি,সি,এস,শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে মোট ১০৮০ জন এবং বাকী ২৮টি ক্যাডারে ৩৩৭ জন (পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য)

৩.১ মহিলা কর্মকর্তা ও তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের ক্যাডার :

বর্তমান গবেষণায় মোট ২৬টি ক্যাডারের ১৫০ জন মহিলা কর্মকর্তার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । অধিক সংখ্যক উত্তরদাত্রী এসেছেন বি,সি,এস,প্রশাসন থেকে (শতকরা ১২ ভাগ) । বি,সি,এস, শিক্ষা থেকে শতকরা ১০.৬৭ ভাগ । বি,সি,এস, রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল,টেলিযোগাযোগ এবং বাণিজ্য ক্যাডার থেকে ১ জন করে মহিলা কর্মকর্তার তথ্য সংগৃহীত হয়েছে । মহিলা কর্মকর্তার পুরুষ সহকর্মী হিসেবে যে ১৫০ জনের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, তাদের মাঝেও প্রশাসন ক্যাডার থেকে সর্বাধিক এসেছে (শতকরা ১৪ ভাগ) । শিক্ষা ক্যাডার থেকে এসেছে শতকরা ৯.৩৩ ভাগ ।

৩.২ মহিলা কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের বয়স :

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভূক্তির বয়ঃসীমা পুরুষদের জন্য ২১ বছর থেকে ২৭ বছর এবং মহিলদের জন্য ২১ বছর থেকে ৩০ বছর নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় নমুনায় প্রাপ্ত মহিলা কর্মকর্তাদের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ২৩ বছর এবং পুরুষ সহকর্মীদের ২৫ বছর। মহিলা কর্মকর্তাদের অধিকাংশ ২৫-২৯ বছর বয়ঃশ্রেণীর (শতকরা ৩৪.৬৬ ভাগ) এবং পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশ ৩০-৩৪ বছর বয়ঃশ্রেণীর (শতকরা ৩২.৬৭ ভাগ)। মহিলা কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ ৫০ বছরের অধিক বয়সী নেই, কিন্তু পুরুষদের ৩ জন ৫৬ বছর বয়সী রয়েছেন। মহিলা কর্মকর্তাদের গড় বয়স ৩২ বছর ৮ মাস, অপর পক্ষে পুরুষ কর্মকর্তাদের বয়সের গড় ৩৫ বছর ৭ মাস। মহিলা কর্মকর্তাদের বয়সের মধ্যমা ৩১ বছর ৮ মাস, পুরুষদের ৩৩ বছর ৪$\frac{১}{২}$ মাস।

আরও উল্লেখ্য যে, মহিলা কর্মকর্তাদের বয়সের পরিমিত ব্যবধান (এসডি) ৬.১০ এবং কোএফিশিয়েন্ট অব ভেরিয়েশন ১৯% । পুরুষদের পরিমিত ব্যবধান ৭.৩৬ এবং কো-এফিশিয়েন্ট অব ভেরিয়েশন ২১% । এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মহিলা কর্মকর্তাদের বিভিন্ন জনের বয়সের পার্থক্য পুরুষদের বিভিন্ন জনের চেয়ে কম। (সারণী ১৪ দ্রষ্টব্য)

সারনী-১৪
মহিলা কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের বয়স

বয়সের শ্রেণী (বছরে)	মহিলা	শতকরা হার	পুরুষ	শতকরা হার
অনূর্ধ ২৪ বছর	৩	২.০০	-	-
২৫-২৯ বছর	৫২	৩৪.৬৬	৩৪	২২.৬৭
৩০-৩৪ বছর	৪৮	৩২.০০	৪৯	৩২.৬৭
৩৫-৩৯ বছর	২৬	১৭.৩৪	২০	১৩.৩৩
৪০-৪৪ বছর	১২	৮.০০	২৯	১৯.৩৩
৪৫-৪৯ বছর	৮	৫.৩৪	১২	৮.০০
৫০-৫৪ বছর	১	০.৬৬	৩	২.০০
৫৫-৫৯ বছর	-	-	৩	২.০০
মোট	১৫০	১০০%	১৫০	১০০%

৩·৩ <u>মহিলা কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :</u>

মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৩২·৬৭ ভাগ স্নাতক পাশ এবং শতকরা ৬৭·৩৩ ভাগ স্নাতকোত্তর পাশ । ক্যাডারভুক্তির জন্য স্নাতক পাশই যথেষ্ট । কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, স্নাতকদের দ্বিগুনের বেশী স্নাতকোত্তর পাশ মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন । যেহেতু বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩০ বছর রয়েছে, তাই তাঁরা স্নাতকোত্তর পাশ করে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন ।

স্নাতকোত্তর পাশ মহিলাদের মাঝে এম,এ, ডিগ্রীধারী শতকরা ৩৪·৬৭ ভাগ, এম,এস,সি ডিগ্রীধারী শতকরা ২২·০০ ভাগ ও এম,এস,এস, ডিগ্রীধারী শতকরা ১১·৩৪ ভাগ উল্লেখযোগ্য ।

৩·৪ <u>মহিলা কর্মকর্তাদের বৈবাহিক অবস্থা :</u>

মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৮০ ভাগ বিবাহিতা এবং শতকরা ১৭·৩৩ ভাগ অবিবাহিতা । এছাড়া ৩ জন বিধবা এবং ১ জন তালাকপ্রাপ্তা রয়েছেন ।

অবিবাহিতা মহিলাদের (২৬ জন) বয়সের গড় ২৮ বছর ১ মাস । বাংলাদেশে সাধারণতঃ অনূর্ধ ২৫ বছর বয়সেই মহিলারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । সেক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলাদের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে । অনুমান করা যায়, চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাঁরা বিলম্ব বিবাহ সমর্থন করছেন অথবা বিবাহ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ।

৩·৫ <u>মহিলা কর্মকর্তাদের সন্তান সংখ্যা এবং কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স :</u>

মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ১৭·৩৩ ভাগ অবিবাহিতা এবং শতকরা ১৬·৬৭ ভাগ বিবাহিতার কোন সন্তান নেই । যাঁদের সন্তান আছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪৫·৪৫ ভাগের মাত্র ১ জন করে সন্তান রয়েছে । শতকরা ২৯·২৯ ভাগের ২ জন করে এবং ১৯ ভাগের ৩ জন করে সন্তান রয়েছে । কেবল ১ জন মহিলার ৭টি সন্তান রয়েছে । কনিষ্ঠ সন্তানদের শতকরা ২০·২০ ভাগের বয়স ৪ থেকে ৫ বছর । ২০·২০ ভাগের বয়স ৬ থেকে ৮ বছর এবং ১৭·১৭ ভাগের বয়স অনূর্ধ ১ বছর । ৮ জন কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স ১৫ বছরেরও উর্দ্ধে ।

মহিলা কর্মকর্তাদের গড় সন্তান সংখ্যা ২ জন। অনূর্ধ ২ জন সন্তান সম্পন্না মহিলা মোট সন্তানবতী মহিলার শতকরা ৭৪°৭৪ ভাগ। মহিলা কর্মকর্তাদের কনিষ্ঠ সন্তানের গড় বয়স ৫ বছর ১০ মাস। সন্তান ধারনের প্রবনতা সম্পর্কে বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত মহিলগণ অধিক সন্তান লাভে আগ্রহী নন। এর কারণ হিসেবে অনুমিত হয় যে, (ক) তাঁদের চাকরি জীবনে সন্তান লালন পালনের সময় ও অবকাশের অভাব রয়েছে, (খ) তাঁদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন বা আধুনিক দৃষ্টিভংগীর প্রসার ঘটেছে, (গ) জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহের ও সন্তান প্রতিপালনের সংগতি হ্রাস পেয়েছে এবং (ঘ) পরিবার পরিকল্পনা তথা সীমিত পরিবার সৃষ্টিতে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

কারণ যাই থাকুক না কেন, সন্তান সংখ্যার স্বল্পতা এটা প্রমান করে যে, সিভিল সার্ভিসে বা অন্যান্য চাকরিতে মহিলাদের অধিক হারে নিয়োজিত করা হলে বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত ও কার্যকরী করা সম্ভব হবে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় আনতে পারেন। সারণী নং ১৫তে সন্তান সংখ্যা এবং কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স বিধৃত হলো:

সারণী-১৫

মহিলা কর্মকর্তাদের সন্তান সংখ্যা ও কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স:

সন্তান সংখ্যা	কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স								
	অনূর্ধ ১ বছর	১-৩ বছর	৪-৫ বছর	৬-৮ বছর	৯-১১ বছর	১২-১৪ বছর	১৫ বছর	মোট	শতকরা
১ জন	১৩	৬	১৩	৮	২	৩	-	৪৫	৪৫°৪৫
২ জন	৩	৬	৬	৭	২	১	৪	২৯	২৯°২৯
৩ জন	১	৪	৪	৫	২	-	৩	১৯	১৯°১৯
৪ জন	-	-	-	-	১	২	১	৪	৪°০৪
৫ জন	-	-	-	-	-	-	-	০	-
৬ জন	-	-	-	-	-	১	-	১	১°০১
৭ জন	-	-	-	-	১	-	-	১	১°০১
সর্বমোট	১৭	১৬	২৩	২০	৮	৭	৮	৯৯	১০০%
শতকরা	১৭°১৭	১৬°১৬	২৩°২৩	২০°২০	৮°০৮	৭°০৭	৮°০৮		

৩°৬ অফিস চলাকালীন সময়ে কনিষ্ঠ সন্তান বাসায় রেখে যাবার ব্যবস্থা:

যে সব মহিলা সন্তানবতী, তাঁদের শতকরা ৪৩°৪৩ ভাগের কনিষ্ঠ সন্তান ৫ বছরের অধিক বয়স্ক। এদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে, মায়েরা অফিস গমন করেন। যদিও স্কুল পথে যাতায়াত ও অন্যান্য দুর্ঘটনা সম্পর্কে মায়েদের মধ্যে আশংকা ও উদ্বিগ্নতা বিরাজ করে, তথাপি তা তেমন প্রকট হয়না। কিন্তু বাকী ৫৬°৫৭ ভাগ মায়েদের কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স অনূর্ধ ৫ বছর। এদেরকে কারও হেফাজতে বাসায় রেখে যাওয়া, সময়মত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে ওষুধ-পথ্যের

ব্যবস্থা করা এবং সংগ দেবার জন্য বাড়তি মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যৌথ পরিবারে সহজেই এর একটা সুরাহা হয়ে থাকে, কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা চাকরিজীবিদের [illegible] একা হবার ফলে এবং পরিবার থেকে চাকরিস্থল অনেক ক্ষেত্রে দূরে হবার কারণে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হচ্ছেনা। তাই স্বাভাবিকভাবে ([illegible]) সন্তানবতী মহিলা কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট সমস্যার মাঝে নিপতিত হন এবং অফিসে গিয়ে সন্তানের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাগ্রস্থ থাকেন। এঁদের অনেকেই চাকরিক্ষেত্রে তাঁদের মা, শাশুড়ী কিংবা ছোট বোন বা এ জাতীয় কাউকে সংগে রাখেন শুধুমাত্র সন্তানের দেখাশুনার জন্য।

অনূর্ধ ৫ বছর বয়স্ক সন্তানদেরকে বাসায় কার কাছে রেখে আসেন সে বিষয়ে প্রাপ্ত উত্তর হচ্ছে, শতকরা ৪৪.৬৪ ভাগ কাজের ছেলে/মেয়ের কাছে, শতকরা ১৯.৬৪ ভাগ মায়ের কাছে, ১৪.২৯ ভাগ শাশুড়ীর কাছে এবং শতকরা ১৪.২৯ ভাগ আত্মীয়-স্বজনের কাছে। সারণী নং ১৬তে বিষয়টি বিধৃত হলো:

সারণী-১৬
মহিলা কর্মকর্তাদের অনূর্ধ ৫ বছর বয়স্ক সন্তান অফিস চলাকালে যাদের হেফাজতে রাখা হয়:

যাদের কাছে রেখে আসা হয়	সংখ্যা	শতকরা
মায়ের কাছে	১১	১৯.৬৪
কাজের ছেলে/মেয়ের কাছে	২৫	৪৪.৬৪
শাশুড়ীর কাছে	৮	১৪.২৯
যৌথ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নিকট	৩	৫.৩৬
আত্মীয়-স্বজনের নিকট	৮	১৪.২৯
বাসায় একা	১	১.৭৮
মোট	৫৬	

৩.৭ চাকরিক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের আবাসিক ব্যবস্থা:

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন মহিলা কর্মকর্তা চাকরি গ্রহণ করে নিযুক্তি প্রাপ্ত স্থানে কিভাবে অবস্থান করবেন, এ বিষয়টিই সর্বাগ্রে অভিভাবকদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করে। কেননা, এদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদেরকে একা কোথাও রাখার বা থাকার ব্যবস্থা প্রদানে অভিভাবকগণ অভ্যস্থ নন। তাই তাঁরা মহিলাদের চাকরি প্রাপ্তির সাথে সাথেই নিযুক্তি স্থান নিয়ে বিবেচনা আরম্ভ করেন।

এলাকাটি পরিচিত কিনা, যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল কিনা, দ্রুত ও প্রয়োজনমত সহজে পরিবারে যাওয়া আসা সম্ভব কিনা, সেখানে কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা, নিরাপদ বাসস্থান সুলভ কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর না মিললে অভিভাবকগণ চাকরি গ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি প্রদানে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন ।

এসব বিষয়ে জটিলতার উদ্ভব হলে এবং অভিভাবকদের সামগ্রিক বিবেচনায় চাকরি স্থানটি অপছন্দনীয় হবার কারণে অনেক মহিলাকে চাকরি করতে দেয়া হয়নি - বাংলাদেশে এরূপ নজীর রয়েছে । কয়েক বছর চাকরি করার পর কোন অমনোপুতঃ স্থানে বদলীর কারণে অনেক মহিলা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এরূপ দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া দুস্কর নয় ।

বিবাহিতা মহিলাদের চাকরিজীবি স্বামী সর্বদা কামনা করেন - তাঁর স্ত্রীর নিযুক্তি যেন তাঁর চাকরিস্থলে বা তাঁর নিকটতম স্থানে হয়ে থাকে । অন্যথায়, হয় স্বামী তাঁর স্ত্রীর চাকরিস্থলে বদলী গ্রহণ করেন, কিংবা স্ত্রীকে স্বামীর চাকরিস্থলে আসার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় । ফলে নিয়োগ ও বদলীক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দেয় । বাংলাদেশ সরকার এর প্রতিকার হিসেবে নীতি নির্ধারিত রেখেছেন যে, সম্ভবপর হলে সরকারী চাকরিজীবি স্বামীর চাকরিস্থলে তাঁর সরকারী চাকরিজীবি স্ত্রীকে নিযুক্তি দিতে হবে । কিন্তু যে সব স্থলে এই নীতি পালন সম্ভবপর হয়না, সেখানে সমস্যা দেখা দেয় এবং মহিলারা চাকরির প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়েন ।

সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৬৬ ভাগ তাঁদের স্বামীর সাথে এবং ১০.৬৬ ভাগ তাঁদের পিতার সাথে চাকরিস্থলে বসবাস করেন বলে বর্তমান গবেষণায় তথ্য পাওয়া গেছে । বাকীরা স্বামী বা পিতার পরিবার থেকে দূরে আত্মীয়-স্বজনের সাথে, মহিলা হোস্টেলে/সরকারী বাসস্থানে বা নিজেদের উদ্যোগে বাসা ভাড়া করে বসবাস করছেন । (সারণী ১৭ দ্রষ্টব্য) ।

সারণী - ১৭
মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিস্থলে বসবাসের ধরন ঃ

চাকরিস্থলে বসবাসের ধরন	উত্তরদাত্রী	শতকরা
পিতার সাথে	১৬	১০.৬৬
স্বামীর সাথে	৯৯	৬৬.০০
আত্মীয়-স্বজনের সাথে	৬	৪.০০
মহিলা হোস্টেলে/সরকারী বাসস্থানে একা	২৩	১৫.৩৪
নিজেরা নিজেদের বাসা ভাড়া করে	৬	৪.০০
মোট	১৫০	১০০%

৩·৮ মহিলা কর্মকর্তাদের পিতার/স্বামীর পরিবার থেকে চাকরিস্থলের দূরত্ব এবং সাক্ষাতের অনুবর্তীকাল ঃ

মহিলা কর্মকর্তাগণ তাঁদের পিতা কিংবা স্বামীর পরিবার থেকে কতটা দূরত্বে চাকরিস্থলে রয়েছেন এবং কতদিন পর পর পিতা কিংবা স্বামীর পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান এ বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ২৬ জন অবিবাহিতা ও ১ জন তালাক প্রাপ্তা (মোট ২৭ জন) কর্মকর্তার মধ্যে ১৩ জন পিতার পরিবারে অবস্থান করেই চাকরিস্থলে যাতায়াত করেন। ফলে প্রতি দিনই তাঁরা পিতার পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারছেন। বাকীরা ১৫দিন থেকে ৫-৬ মাসের মধ্যে মিলিত হবার সুযোগ পান। (সারণী ১৮ দ্রষ্টব্য)।

সারণী -১৮

অবিবাহিতা মহিলা কর্মকর্তাগণের পিতার পরিবার থেকে চাকরিস্থলের দূরত্ব এবং সাক্ষাতের অনুবর্তীকাল ঃ

সাক্ষাতের অনুবর্তীকাল	অনুর্ধ ২০ মাইল	২১-৩০ মাইল	৩১-৪০ মাইল	৪১-৬০ মাইল	৬১-৮০ মাইল	৮১-১০০ মাইল	১০০ + মাইল	মোট	শতকরা
৭ দিন পর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫ দিন পর	-	১	-	-	-	-	-	১	৩·৭০
২১ দিন পর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১ মাস পর	-	-	-	২	-	-	১	৩	১১·১১
১-২ মাস পর	-	-	-	১	১	-	-	২	৭·৪১
৩-৪ মাস পর	-	১	-	১	-	-	৩	৫	১৮·৫২
৫-৬ মাস পর	-	-	-	-	১	-	২	৩	১১·১১
৭-১২ মাস পর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রতিদিন	১৩	-	-	-	-	-	-	১৩	৪৮·১৫
	১৩	২	-	৪	২	-	৬	২৭	১০০%
	৪৮·১৫	৭·৪১		১৪·৮১	৭·৪১		২২·২২	১০০%	

যাঁরা বিবাহিতা, তাঁদের শতকরা ৮০·৪১ ভাগ স্বামীর পরিবার থেকেই চাকরিস্থলে [illegible] প্রতিদিন স্বামীর সংগে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। বাকী [illegible] মহিলা কর্মকর্তা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করেন। শতকরা ৮·১৩ ভাগ ১০০ মাইল [illegible] এবং তাঁদের অধিকাংশ ১ মাস পর আপন পরিবারের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ [illegible]। (সারণী ১৯ দ্রষ্টব্য)

সারণী-১৯
বিবাহিতা মহিলা কর্মকর্তাগণের স্বামীর পরিবার থেকে চাকরিস্থলের দূরত্ব এবং সাক্ষাতের অনুবর্তীকাল ঃ

সাক্ষাতের অনুবর্তীকাল	অনূর্ধ ২০ মাইল	২১-৩০ মাইল	৩১-৪০ মাইল	৪১-৬০ মাইল	৬১-৮০ মাইল	৮১-১০০ মাইল	১০০ + মাইল	মোট	শতকরা
৩ দিন পর	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
৭ দিন পর	১	১	১	১	১	-	১	৬	৪°৮৮
১৫ দিন পর	-	১	-	১	-	১	২	৫	৪°০৭
২১ দিন পর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১ মাস পর	২	১	-	-	-	১	৪	৮	৬°৫০
১-২ মাস পর	-	-	-	-	-	১	২	৩	২°৪৪
৩-৪ মাস পর	-	-	-	-	-	-	১	১	০°৮১
৫-৬ মাস পর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭-১২ মাস পর	-	-	-	-	১	-	-	১	০°৮১
প্রতিদিন	৯৯	-	-	-	-	-	-	৯৯	৮০°৪৯
মোট	১০২	৩	১	২	২	৩	১০	১২৩	১০০%
শতকরা	৮২°৯২	২°৪৪	০°৮১	১°৬৩	১°৬৩	২°৪৪	৮°১৩	১০০%	

৩°৯ <u>চাকরির মেয়াদ</u> ঃ

সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের বিধি অনুযায়ী প্রতিটি কর্মকর্তাকে ২ বছর শিক্ষানবিশকাল অতিবাহিত করতে হয়। প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে শতকরা ২৭°৩৩ ভাগ মহিলা এখনও শিক্ষানবিশ রয়েছেন। সদ্য স্থায়িত্ব প্রাপ্তদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী (শতকরা ৪৪ ভাগ)। এঁদের চাকরিকাল ৩ থেকে ৫ বৎসর। তাই বলা যেতে পারে, প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ মহিলা চাকরিক্ষেত্রে নবাগতা বা কম অভিজ্ঞতা সম্পন্না। শিক্ষানবিশদের ৪১ জনের মাঝে ১০ জন এখনও কোন প্রকার দায়িত্বপ্রাপ্ত হননি। (সারণী ২০ দ্রষ্টব্য)

সারণী-২০
মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদ ঃ

চাকরির মেয়াদ	উত্তরদাত্রী	শতকরা
অনূর্ধ ২ বছর	৪১	২৭°৩৩
৩-৫ বছর	৬৬	৪৪°০০
৬-৮ বছর	২২	১৪°৬৭
৯-১১ বছর	৯	৬°০০
১১-১৪ বছর	৭	৪°৬৭
১৫-১৭ বছর	১	০°৬৭
১৮-২০ বছর	২	১°৩৩
২১ +	২	১°৩৩

চাকরির গড় মেয়াদ - ৪ বছর ১১ মাস
চাকরির মিডিয়ান মেয়াদ - ৪ বছর ১৫ দিন।

স্তম্ভ লেখ - ৬

মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদের স্তম্ভলেখ:

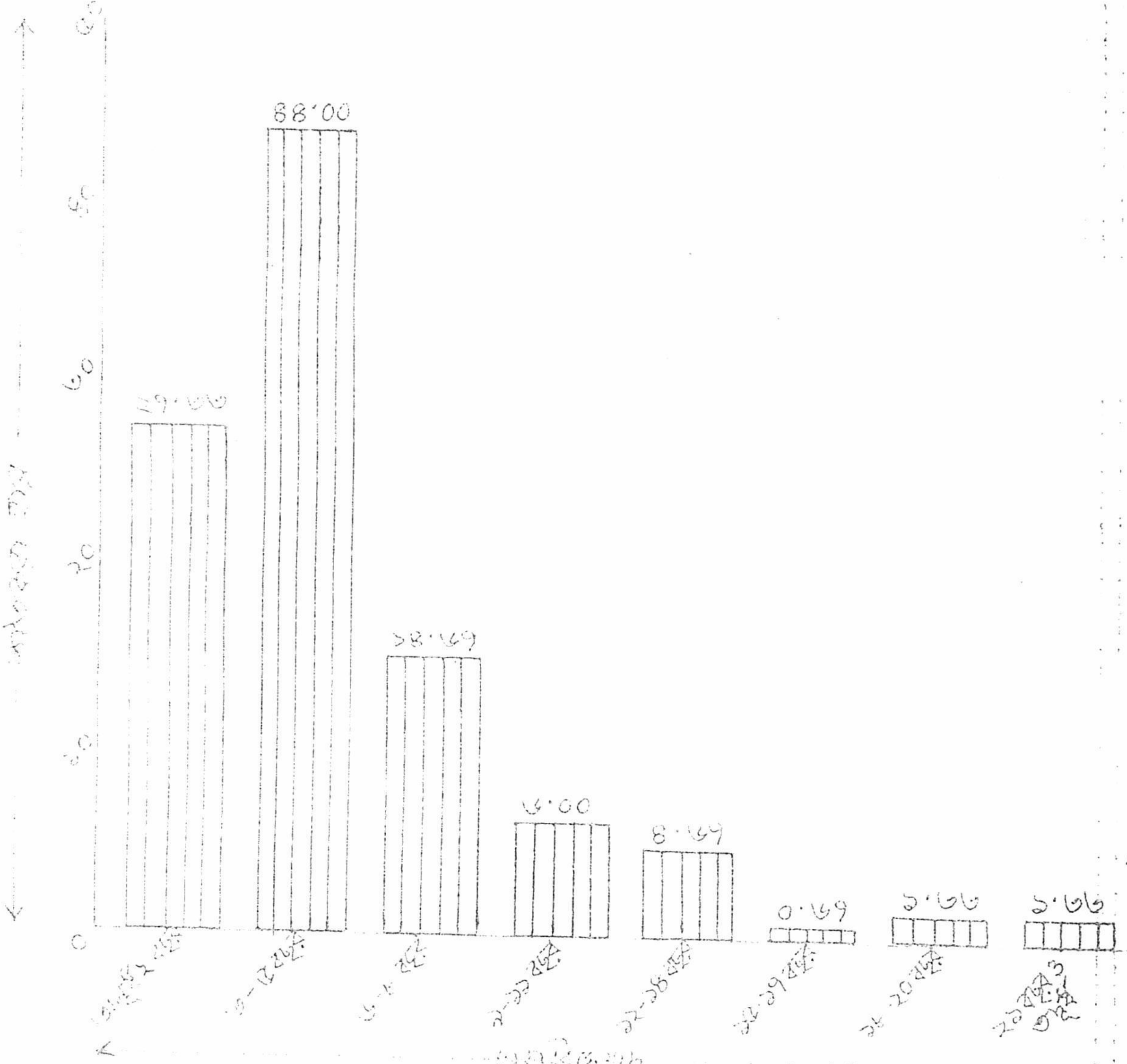

৩.১০ মহিলা কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ :

সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যকীয় হলেও বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত ক্যাডারের সদস্যদের শিক্ষানবিশকালের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান সমাপ্ত করতে সক্ষম হন নাই। ফলে, পুরুষ সদস্যদের মত মহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণ চাকরি প্রাপ্তির ২ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। এই গবেষণার তথ্যে জানা যাচ্ছে যে, এক তৃতীয়াংশ মহিলা কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দুই তৃতীয়াংশ মহিলা (১০০ জন) দেশে কিংবা বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে এবং বিদেশে উভয় স্থানেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন শতকরা ২৩ ভাগ। দেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন শতকরা ৩৭ ভাগ এবং আন্তঃবিভাগীয় কোর্সের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন শতকরা ৫৮ ভাগ। (সারণী ২১(ক) দ্রষ্টব্য)।

সারণী–২১(ক)

দেশে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ :

প্রশিক্ষণের বিষয়াদি	প্রশিক্ষণের মেয়াদ							মোট	শতকরা
	অনূর্ধ ১৫ দিন	১৫ দিন –১ মাস	১–২ মাস	৩–৪ মাস	৫–৬ মাস	৭–১২ মাস	১৩ মাস ও তদূর্ধ		
বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স১	–	–	–	৩৭	–	–	–	৩৭	৩৭.০০
আন্তঃবিভাগীয় কোর্স	৬	৯	১২	১৩	২	১৪	২	৫৮	৫৮.০০
মহিলাদের অফিস ব্যবস্থাপনা নির্বাহী বিষয়ক	৬	১	–	–	–	–	–	৭	৭.০০
ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, মৌলিক ব্যবস্থাপনা, লোক প্রশাসন।	৭	৬	৫	–	–	–	–	১৮	১৮.০০
কম্পিউটার বিষয়ক	৩	১	১	–	–	–	–	৫	৫.০০
আর্থ–সামাজিক সমস্যাদি বিষয়ক	–	–	–	১	–	–	–	১	১.০০
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	–	২	৫	–	–	–	–	৭	৭.০০
আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	–	–	১৫	–	–	–	–	১৫	১৫.০০
পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বিষয়ক	৪	–	–	–	–	–	–	৪	৪.০০
জরিপ ও সেটেলমেন্ট বিষয়ক	–	–	৪	–	–	–	–	৪	৪.০০
সমবায় বিষয়ক	১	–	–	–	–	–	–	১	১.০০
মোট	২৭	১৯	৪২	৫১	২	১৪	২		
শতকরা	২৭.০০	১৯.০০	৪২.০০	৫১.০০	২.০০	১৪.০০	২.০০		

বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (২০°৮৩%), প্রশিক্ষণ পদ্ধতি(১৬°৬৭%) জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক(১৬°৬৭%) প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। (সারণী ২১(খ) দ্রষ্টব্য)।

সারণী-২১(খ)

বিদেশে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ :

প্রশিক্ষণের বিষয়াদি	প্রশিক্ষণের মেয়াদ						মোট	শতকরা
	অনুর্ধ ১৫ দিন	১৫ দিন-১ মাস	১-২ মাস	৩-৪ মাস	৫-৬ মাস	৭ মাস		
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	-	৩	১	-	-	-	৪	১৬°৬৭
আইন/কূটনীতি	-	-	-	-	-	১	১	৪°১৬
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১	১	২	১	-	-	৫	২০°৮৩
কার্যক্রম সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ	-	-	-	-	-	-	১	৪°১৬
উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমে মহিলা	-	-	-	১	-	১	২	৮°৩৩
গণশিক্ষা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	-	-	১	-	-	-	১	৪°১৬
জনসংখ্যা/পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক	-	৪	-	-	-	-	৪	১৬°৬৭
শ্রম পরিসংখ্যান বিষয়ক	১	-	-	১	-	-	২	৮°৩৩
টেকনিক্যাল ট্রেনিং	-	-	-	১	-	-	১	৪°১৬
চিকিৎসা বিষয়ক	-	-	-	১	-	-	১	৪°১৬
শুমারী ও জরিপ	-	-	-	-	-	৩	৩	১২°৫০
মোট	২	৯	৪	৫	-	৫		
শতকরা	৮°৩৩	৩৭°৫০	১৬°৬৭	২০°৮৩	-	২০°৮৩		

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

পরিসংখ্যান ক্যাডারের মহিলাগণ (২০°৮৩%) অধিক সংখ্যক বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অর্থ, কৃষি ও পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার ও উল্লেখযোগ্য। (সারণী ২২(গ) দ্রষ্টব্য)।

সারণী-২১(গ)
বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তগণের ক্যাডার

ক্যাডারের নাম	উত্তরদাতা	শতকরা
বিসিএস(পরিসংখ্যান)	৫	২০.৮৩
বিসিএস(অর্থ)	৪	১৬.৬৬
বিসিএস(কৃষি)	৩	১২.৫০
বিসিএস(পরিবার পরিকল্পনা)	৩	১২.৫০
বিসিএস(তথ্য)	২	৮.৩৩
বিসিএস(প্রশাসন)	২	৮.৩৩
বিসিএস(শিক্ষা)	১	৪.১৭
বিসিএস(সচিবালয়)	১	৪.১৭
বিসিএস(ডাক)	১	৪.১৭
বিসিএস(পররাষ্ট্র)	১	৪.১৭
বিসিএস(স্বাস্থ্য)	১	৪.১৭
মোট	২৪	১০০%

৩.১১ মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী ও পিতার পেশা ঃ

পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, স্বামীদের শতকরা ৬৫.৮৫ ভাগ এবং পিতাদের শতকরা ৪৪.৪৪ ভাগ চাকরিজীবি। এরপরেই রয়েছে শিক্ষকতা/অধ্যাপনা পেশার স্থান (স্বামী ১১.৩৮%, পিতা ২৫.৯৩%)। ব্যবসা ও চিকিৎসা পেশাও উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৩ জন মহিলার পিতার পেশা কৃষি। অর্থাৎ অধিকাংশ মহিলা কর্মকর্তা অকৃষিজীবি পরিবার থেকে আগত। এতে প্রমানিত হয় যে, বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণ কৃষিজীবি হলেও তাদের মেয়েরা সিভিল সার্ভিসে আসার সুযোগ লাভ করেনা। (সারণী ২২ দ্রষ্টব্য)

সারণী-২২
মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী ও পিতার পেশা ঃ

পেশা	স্বামী ও পিতা				মোট	শতকরা
	স্বামী	শতকরা	পিতা	শতকরা		
চাকরি	৮১	৬৫.৮৫	১২	৪৪.৪৪	৯৩	৬২.০০
কৃষিকাজ	-	-	৩	১১.১১	৩	২.০০
ব্যবসা	১০	৮.১৩	৩	১১.১১	১৩	৮.৬৭
ওকালতি	৪	৩.২৫	২	৭.৪১	৬	৪.০০
শিক্ষকতা/অধ্যাপনা	১৪	১১.৩৮	৭	২৫.৯৩	২১	১৪.০০
চিকিৎসা	৭	৫.৬৯	-	-	৭	৪.৬৭
প্রকৌশল	৪	৩.২৫	-	-	৪	২.৬৬
রাজনীতি	১	০.৮১	-	-	১	০.৬৭
নিরুত্তর	২	১.৬৩	-	-	২	১.৩৩
সর্বমোট	১২৩	১০০%	২৭	১০০%	১৫০	১০০%
শতকরা	৮২.০০		১৮.০০		১০০%	

৩°১২ স্বামী/পিতার বার্ষিক আয় ঃ

স্বামী ও পিতাদের শতকরা ৩০°৬৬ ভাগের বার্ষিক আয় অনূর্ধ ৩০ হাজার টাকা। এর মধ্যে স্বামী শতকরা ২৮°৪৬ এবং পিতা শতকরা ৪০°৪৭ ভাগ। এক লক্ষের উপরে আয় রয়েছে মাত্র শতকরা ৩°৩৩% ভাগের। (সারণী-২৩ দ্রষ্টব্য)।

স্বামীদের বার্ষিক গড় আয় ৪৪,০৯০ টাকা এবং পিতাদের ৪৩,৮৪৬ টাকা। বার্ষিক আয়ের পেশকৃত হিসেবে মহিলা কর্মকর্তার নিজের আয় (বেতন) ধরা হয়নি। তাছাড়া, পিতা বা স্বামী ছাড়া পরিবারের অন্য কারও আয়ও যোগ করা হয়নি। স্বামী ও পিতাদের আয় থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা কর্মকর্তাগণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এবং প্রায় দুই /তৃতীয়াংশ উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আগমন করেছেন। মাত্র তিনজন মহিলার স্বামী ও চারজন মহিলার পিতার বার্ষিক আয় ২০,০০০ টাকার নীচে। এই স্বল্প সংখ্যককে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। (সারণী-২৩ দ্রষ্টব্য)।

সারণী-২৩
মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী/পিতার বার্ষিক আয় ঃ

বার্ষিক আয় (টাকায়)	স্বামী	শতকরা	স্বামী	শতকরা	মোট	শতকরা
অনূর্ধ ৩০ হাজার	৩৫	২৮°৪৬	১১	৪০°৪৭	৪৬	৩০°৬৬
৩১-৪০ হাজার	৩২	২৬°০২	৮	২৯°৬৩	৪০	২৬°৬৭
৪১-৫০ হাজার	১৭	১৩°৮২	৪	১৪°৮১	২১	১৪°০০
৫১-৬০ হাজার	১৯	১৫°৪৫	১	৩°৭০	২০	১৩°৩৩
৬১-৭০ হাজার	২	১°৬৩	-	-	২	১°৩৩
৭১-৮০ হাজার	৭	৫°৬৯	১	৩°৭০	৮	৫°৩৪
৮১-৯০ হাজার	২	১°৬৩	২	৭°৪০	৪	২°৬৬
৯১-১০০ হাজার	৩	২°৪৪	-	-	৩	২°০০
১০১ হাজার ও তদূর্ধে	৪	৩°২৫	১	৩°৭০	৫	৩°৩৩
নিরুত্তর	২	১°৬৩	১	৩°৭০	৩	২°০০
মোট	১২৩	১০০%	২৭	১০০%	১৫০	১০০%
শতকরা	৮২°০০	১০০%	১৮°০০		১০০%	

৩°১৩ স্বামী ও পিতার পরিবারে চাকরিজীবি ব্যক্তিস্বর্গ ঃ

গবেষণার ফলফলে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলা কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই চাকরিজীবি পরিবার থেকে আগমন করেছেন। মাত্র ১ জন মহিলার পরিবারে চাকরিজীবি কোন সদস্য নেই। এরদ্বারা প্রমানিত হয় যে, মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিজীবি শিক্ষিত পরিবার সমূহের সন্তান বা বধু। ১২৩ জন বিবাহিতা মহিলার স্বামীর পরিবারে ২৫৩ জন এবং ১৪৯ জন মহিলার পিতার পরিবারে মোট ৩০৪ জন চাকরিজীবি সদস্য রয়েছেন। এই চাকরিজীবিদের কেউ বর্তমানে চাকরিরত এবং কেউ অতীতে চাকরি করেছেন।

স্তম্ভলেখ - ২

মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামী / পিতার বার্ষিক আয়ের স্তম্ভলেখঃ

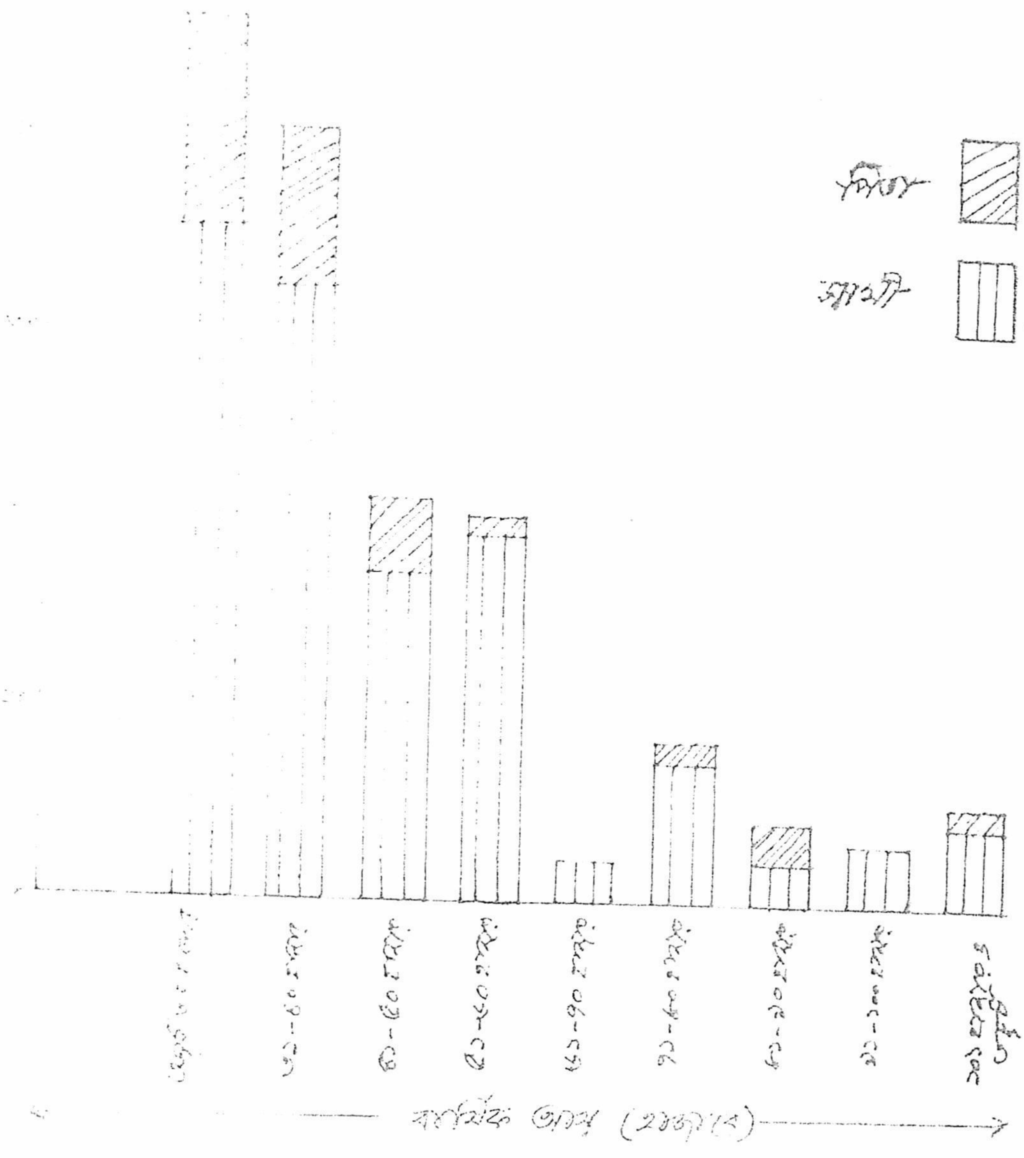

স্বামীর পরিবারে শ্বশুর, শাশুড়ী, ছেলে, স্বামী, ভাসুর, দেবর, ননদ ও জা প্রধান। পিতার পরিবারে পিতা, চাচা, মা, ভাই, বোন ও ভাবী চাকরিজীবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

৩°১৪ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশে উৎসাহ দানকারী ব্যক্তিবর্গ :

মহিলা কর্মকর্তাদের অর্ধেক জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেই উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। উৎসাহ দানকারীদের মাঝে পিতা-মাতা ও স্বামীর অবদান ও উল্লেখযোগ্য। (সারণী ২৪ দ্রষ্টব্য) মহিলাদের নিজেদের উদ্যোগ গ্রহণ চাকরিক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তিতে তাঁদের গভীর আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এ তথ্য আরও প্রমান করে যে, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা বর্তমানে অলস জীবন যাপন বা অন্যের বোঝা হয়ে দিনাতিপাতের পরিবর্তে আত্ম নির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয়ে জীবন যাপন করতে বেশী পছন্দ করছেন। এছাড়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে স্বামীর একার পক্ষে সংসার প্রতিপালন যথেষ্ট কষ্টকর হয় - মহিলারা এটাও বিবেচনার মধ্যে আনতে আরম্ভ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮১-৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রওশন জাহান কর্তৃক পরিচালিত এক জরীপে ছাত্রীদের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র সিভিল সার্ভিসকে প্রথম/দ্বিতীয় মনোনয়ন প্রদান করেছিলেন।[১] কিন্তু বর্তমানে (১৯৮৭ সালে) মহিলাদের সেই মনোভাব পাল্টে গেছে এবং তাঁরা সিভিল সার্ভিসে যোগদানে নিজেরাই প্রস্তুতি ও ... অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন।

সারণী-২৪

মহিলা কর্মকর্তাদের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তিতে উৎসাহ দানকারী ব্যক্তিবর্গ :

উৎসাহদানকারী ব্যক্তিবর্গ	উত্তরদাত্রী	শতকরা
পিতা	৭৩	৪৮°৬৭
মাতা	১০	৬°৬৭
শিক্ষক	৩	২°০০
নিজে	৭৫	৫০°০০
স্বামী	২৮	১৮°৬৭
ভাই	২	১°৩৩
খালু	১	০°৬৭
দাদা	২	১°৩৩
বড় বোন	১	০°৬৭

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

১। বেগম নীলুফার, সম্পাদিত, সরকারী কর্মকান্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা, ঢাকা, সিভিল অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী, মে, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৭।

৩. কর্মক্ষেত্র ও মহিলা কর্মকর্তা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাবৃন্দ নির্দিষ্ট ক্যাডার, কার্যক্ষেত্র, বিভাগ / শাখা ও নিয়োগ প্রাপ্ত নির্ধারিত এলাকায় কর্মরত রয়েছেন। প্রতিটি ক্যাডারের একটি সংশ্লিষ্ট বা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় আছে, সেই মন্ত্রণালয় অথবা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলীর ব্যবস্থা করে থাকেন। যেমন - বিসিএস(প্রশাসন ও সচিবালয়) ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বিসিএস(শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা) নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিসিএস(স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা) নিয়ন্ত্রণকারী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিসিএস(বিচার) নিয়ন্ত্রণকারী আইন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় প্রত্যেক কর্মকর্তার একক বা নির্দিষ্ট পদের জন্য পূর্বাহ্নেই কর্ম বিবরণী (Job Description) নির্ধারণ করে থাকে। তবে এর বাইরে নিয়োজিত কর্ম ক্ষেত্রে এক/একাধিক নিয়ন্ত্রণ কর্তা বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়েছেন, যারা কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ও করণীয় দায়িত্ব প্রদান করে থাকেন।

৩.১ মহিলা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন ঃ

বর্তমান গবেষণায় ১০০ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁরা কিভাবে তাঁদের অধীনস্থ মহিলা কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করে থাকেন। উত্তরে ২৬জন (শতকরা ২৬.০০) জানান, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা সমভাবে দায়িত্ব বন্টন করে থাকেন। ১৮ জনের মতে, নির্দিষ্ট কর্ম বিবরণী পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে, ঐ পদে আসীন

কর্মকর্তাকে সেসব দায়িত্ব পালন করতে হয়। ১৭ জন জানান যে, পুরুষের তুলনায় সহজতর, কম শারীরিক পরিশ্রম যোগ্য ও মহিলাদের উপযোগী কাজগুলোই কেবল মাত্র বিবেচনা করে মহিলা কর্মকর্তাকে দেয়া হয়। ১৬ জন বলেন, আসনযোগ্য, কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব মহিলাদেরকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিটি পদের নির্দিষ্ট কর্ম বিবরণী পূর্বেই নির্ধারিত থাকে, তবু কিছু কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব ক্ষেত্র বিশেষে বা জরুরী মুহূর্তে এসে যায়, যেগুলো ঊর্ধতন কর্মকর্তা নির্ধারণ করে থাকেন। বি,সি,এস, (প্রশাসন) ক্যাডারে এরূপ যথেষ্ট জরুরী দায়িত্ব এসে থাকে। যেমন, অবৈধ দখলকারী উচ্ছেদ, দাঙ্গা রোধ, শৃংখলা রক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে তদন্ত ইত্যাদি। এরূপ দায়িত্ব প্রদানে ঊর্ধতন কর্মকর্তা ক্ষেত্র বিশেষে মহিলা কর্মকর্তার পরিবর্তে পুরুষ কর্মকর্তাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীগণের নিকট থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যে, মহিলা কর্মকর্তাগণ প্রধানতঃ কোন্ কোন্ ধরণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উত্তরে একেকজন মহিলার একাধিক দায়িত্বের কথা তাঁরা জানিয়েছেন। এগুলোর মাঝে স্ব স্ব বিভাগ ও শাখার দায়িত্বের কথাই বেশী বিবৃত হয়েছে- যার সাধারণীকরণ অসুবিধাজনক। এখানে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান দায়িত্ব সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

মহিলা কর্মকর্তাদের অধিকাংশকেই (পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে শতকরা ৪৬.৬৭ ভাগ ও ঊর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে শতকরা ৫১.৭৬ ভাগ) অন্যান্য দায়িত্বের সংগে প্রধানতঃ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এছাড়া তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন (পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে ২২.০০%, ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে ১৬.৬৮%), শিক্ষা প্রদান (পুং সহকর্মীদের দৃষ্টিতে ১১.৩৩%, ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে ১১.৭৮%) এবং বিচার কার্য পরিচালনা (পুং সহকর্মীদের দৃষ্টিতে ১১.৩৩% , ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে ১৪.২৯%) অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়েছে।

৪.২.১ মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা পরিমাপ ঃ

মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা পরিমাপে চারটি স্তর ব্যবহৃত হয়েছে, যথাঃ অতিদক্ষ, দক্ষ, মোটামুটি দক্ষ ও কম দক্ষ। শতকরা হারের প্রকাশে ২৫ নং সারণিতে পুরুষ সহকর্মী ও ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের দক্ষতার পরিমাপ প্রকাশ করা হলো ঃ

১	পরিকল্পনা	১.৪১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২	সংগঠন ক্ষমতা	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩	পরিচালনা	২.৭৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪	প্রেষণা প্রয়োজন	৪.০৫	১৪.২৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%
৫	নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা	১.২৭	৯.৭৭	৩৭.৯৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৪.৩২	১০০%
৬	সমন্বয় সাধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৮	যোগাযোগ রক্ষা	৪.৭১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৯	নেতৃত্ব প্রদান	৪.৬১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১০	অর্থ-ব্যবস্থাপনা	৫.১৭	২০.৭১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১১	নির্দেশ প্রদান	১.২৮	৭.৭৫	৩০.০০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%
১২	তত্ত্বাবধান	৩.৮০	[illegible]	৩০.৬০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%
১৩	প্রশাসনিক কার্যক্রম চালনা	৪.৩৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%
১৪	দাপ্তরিক কার্য পরিচালনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%
১৫	শিক্ষা প্রদান	১৬.১৩	২৮.৫৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%
১৬	চিকিৎসা কার্য পরিচালনা	৬.৬৭	৩০.০০	৩০.০০	[illegible]	২৫.৬৬	[illegible]	[illegible]	১৫.০০	১০০%

([illegible])

সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উল্লিখিত ১৬ টি বিষয়ের দক্ষতা পরিমাপে ঊর্ধতন [illegible] অধিকাংশের মতে পরিচালনা, [illegible] (Motivation) সমন্বয় সাধন, [illegible], যোগাযোগ রক্ষা, নির্দেশ [illegible], তত্ত্বাবধান, দাপ্তরিক কার্য, শিক্ষা প্রদান ও [illegible] পরিচালনায় মহিলারা [illegible] বিবেচিত। পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের [illegible], পরিচালনা, প্রণোদন, [illegible], সমন্বয় সাধন, শিক্ষানু গ্রহণ, যোগাযোগ [illegible] ব্যবস্থাপনা, নির্দেশ প্রদান, [illegible], প্রশাসনিক কার্য, দাপ্তরিক কার্য, শিক্ষা [illegible] চিকিৎসা কার্য পরিচালনায় [illegible]। ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের [illegible] প্রদানে অন্যান্য কর্মের [illegible] দক্ষদের সংখ্যা কিছুটা বেশী [illegible] ও [illegible]। নিম্ন সারণী তালিকায় ঊর্ধতন [illegible] চিকিৎসা কার্য [illegible] বেশী দেখা যাচ্ছে, [illegible] ভাগ।

[illegible] পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা ঃ

দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে ৩ টি ক্যাডারের (বি, সি, এস, সচিবালয়, প্রশাসন ও স্বাস্থ্য) মোট [illegible] জন পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যবেক্ষন করা হয়। গোপনীয় প্রতিবেদনের ফলাফল অনুসারে 'অত্যুত্তম' স্তরে পুরুষের প্রাধান্য দেখা যায়। 'উত্তম' স্তরে পুরুষের সংখ্যা মহিলার চেয়ে বেশী। অপরদিকে 'চলতিমান' নামক নিম্ন স্তরে মহিলার [illegible] বেশী (সারণী ২৩ দ্রষ্টব্য)।

সারণী – [illegible]

[illegible] প্রশাসন [illegible] চিকিৎসা [illegible] ও [illegible]

[illegible]	[illegible] ১১–১০০		[illegible] ৫১		[illegible]		চিকিৎসা		মোট	শত[illegible]
	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ		
[illegible]	২	১	৩	[illegible]	১	২	–	১	১৬	১০[illegible]
[illegible]	১	১	৯		১১	১৫	[illegible]	১৪	৭২	৪[illegible]
[illegible]	[illegible]	৩	১৭	[illegible]	১১	১০	২	৬	৭২	৪[illegible]
[illegible]	৩	৮	৩১		৩২	২৬	৯	১১	১৬০	১[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০%	

[illegible] পুরুষ ও মহিলা [illegible] :

[illegible] মোট প্রশাসন [illegible] বিভিন্ন [illegible] নিম্ন, মধ্য ও [illegible] বিভিন্ন [illegible] সে সব পুলিশদে[illegible] ১৯৮৪ সালে আরম্ভ [illegible] এখনও অবিচ্ছিন্ন[illegible] [illegible] হচ্ছে।

[illegible] ৮৬০ জন পুলিশবাহী বুনিয়াদী [illegible] জন মহিলা। ২০৮ জন পুরুষের [illegible] জন পুলিশ[illegible]

[illegible]

[illegible] জন পুরুষ ও ৬১ জন মহিলার প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী নির্ধারিত সুর বিন্যাসে [illegible] যে, মোট ১৬ জন পুরুষ 'অত্যুত্তম' সুর লাভ করেছেন, [illegible] মহিলা অত্যুত্তম [illegible] হননি। 'ক্রতিমান' মানের নিম্নতর সুরে কোন মহিলা নেই, কিন্তু ৩০ জন [illegible] (সারণী নং ২৭(ক) দ্রষ্টব্য)।

[illegible] মহিলা ও পুরুষদের প্রাপ্ত গড় [illegible] দেখা যাবে যে, [illegible] কোর্সে [illegible] চেয়ে গড়ে বেশী [illegible] গড়ে বেশী

[illegible], প্রতিটি কোর্সের [illegible] অধিকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকায় [illegible] কোর্সে [illegible] জনের মধ্যে [illegible] জন মহিলা রয়েছেন, [illegible] মহিলাদের [illegible] ও যুক্তের [illegible] আশাব্যঞ্জক। [illegible] যে, তাঁরা অধ্যয়ন [illegible] বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন। [illegible] যে, মহিলারা পুরুষদের [illegible] মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা [illegible] সারণী নং ২৭(খ) দে[illegible]

সংযুক্তি নং - ৩

... বিভিন্ন পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার ... শ্রেণীভেদে

(৮৫ জন পুরুষ ও ৮০ জন মহিলা)

সারণী – [illegible]

[illegible] প্রথম [illegible] অনুষ্ঠিত [illegible] টি [illegible]
[illegible] পুরুষ ও [illegible]

	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		উচ্চ চলতিমান		চলতিমান		মোট	
	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				৫০–৫৯			
	পু:	ম:	পু:	ম:	পু:	ম:	পু:	ম:	পু:	ম:	পু:	ম:	পু:	ম:
[illegible] কোর্স	–	–	১১	[illegible]	৩৫	৪	৫	–	–	–			৫১	৪
[illegible] কোর্স			৪	[illegible]	১১	৩	২	–	–	–			৫৭	৬
[illegible] কোর্স	–	–	–	–	২১	৭	২৬	৫	২				৫৬	১২
[illegible] কোর্স	–	–	১	–	[illegible]	৫	৭০	৬	–	–			১৩৮	১১
[illegible] কোর্স	–	–	–		[illegible]	৬	১১৪	৫	১৪	–			১৭৪	[illegible]
[illegible] কোর্স	–	–	–		১৬	১	১৪১	১	১৪	–			১৭১	[illegible]
[illegible] কোর্স	–	–	–		[illegible]	৩	৬৭	৩	–	–			১২৩	[illegible]
[illegible]			১৬		[illegible]	৩৩	[illegible]	[illegible]	৩০	–			৮০০	[illegible]
			২.৮৬		[illegible]					[illegible]			১০০%	

[illegible] কোর্সে ৬ জন এবং [illegible] কোর্সে ২ জন, মোট ৮ জন অকৃতকার্য
[illegible] তাঁদের সংখ্যা এর সারণীতে [illegible] হয় নি।

সারণী - [illegible] (খ)

[illegible] প্রশাসন পুলিশ [illegible] অনুষ্ঠিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স [illegible] অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড়ঃ

	অংশগ্রহণকারী			
কোর্সের নাম	পুরুষের মোট সংখ্যা	প্রাপ্ত নম্বরের গড়	মহিলার মোট সংখ্যা	প্রাপ্ত নম্বরের গড়
[illegible] কোর্স	৫১ জন	[illegible]	৪ জন	২০১°৫০
[illegible] কোর্স	৫৭ জন	[illegible]	৬ জন	২২০°৭৫
[illegible] কোর্স	৫৬ জন	[illegible]	১২ জন	২০৯°০০
[illegible] কোর্স	১৩৮ জন	[illegible]	১১ জন	২০৩°৭৮
[illegible] কোর্স	১৭৪ জন	[illegible]	১১ জন	২০৮°১৪
[illegible]	[illegible] জন	[illegible]	১০ জন	১৯৫°৮৭
[illegible]	[illegible] জন	[illegible]	[illegible] জন	২০৮°৭০

স্তম্ভ লেখ - ৪

[illegible] এক [illegible] [illegible] ক্ষেত্রে অনুযায়ী ৭টি [illegible] পুরুষ ও মহিলা [illegible] স্তম্ভ লেখ।

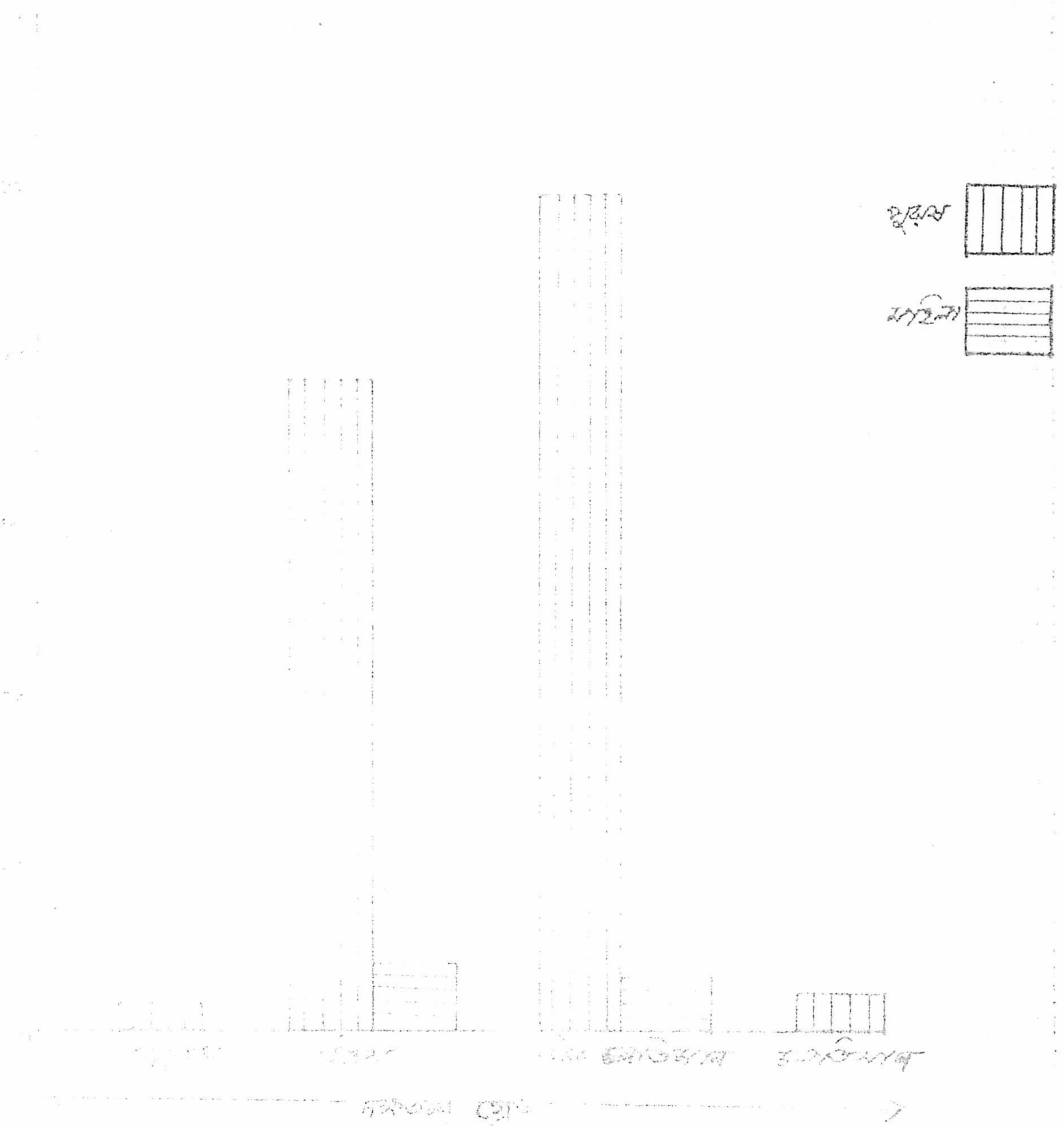

[illegible] দেখা যাচ্ছে [illegible], উত্তর [illegible] শতকরা ৫০ ভাগের দৃষ্টিতে [illegible] পারদের [illegible] উন্নত করা হয়েছে। শতকরা ৩৭ ভাগ [illegible] রাখতে [illegible] পুরুষ) এর [illegible] থাকেনা [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] অধিকাংশের [illegible] মহিলারা [illegible] করেছেন।

[illegible]

[illegible] পেশা হিসেবে বেছে [illegible] ঘটেছে। সময়ের [illegible] এবং দায়িত্বের [illegible] অধিকতর দক্ষতার সাথে পুরুষদের সংগে তাল [illegible] করেছেন।

[illegible] প্রাপ্ত কর্ম সম্পাদনে দক্ষতা বিষয়ক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, জন [illegible] শতকরা ৫২ ভাগ এবং মহিলা সংগঠনের সদস্যদের শতকরা ৫৪ ভাগের মতে [illegible] স্বাভাবিক দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, যেমনটা তাঁদের [illegible] থাকেন। মহিলা সংগঠনের সদস্যদের শতকরা ৩৬ ভাগ দাবী করেছেন [illegible] বেশী অর্থাৎ 'অধিক' দক্ষতার সাথে মহিলারা দায়িত্ব পালন [illegible] (পুরুষ) এই মতামতকে সমর্থন করেননি, বরঞ্চ [illegible] ভাগ এখনও মহিলাদের [illegible] 'ধীরগতি' বলে মত [illegible]

[illegible] সারণী - ২১ দ্রষ্টব্য [illegible]

সারণী - ২৯

কর্ম সম্পাদনে মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতার পরিমাপ ঃ

দক্ষতার পরিমাপ	জনসাধারণ	শতকরা	মহিলা সংগঠনের সদস্যা	শতকরা	মোট	শতকরা
যথেষ্ট দক্ষতার সাথে	৩	৬.০০	১৮	৩৬.০০	২১	২১.০০
স্বাভাবিক দক্ষতার সাথে	২৬	৫২.০০	২৭	৫৪.০০	৫৩	৫৩.৪০
ধীর/মন্থর গতিতে	১৭	৩৪.০০	২	৪.০০	১৯	১৯.০০
অত্যন্ত মন্থর গতিতে	-	-	-	-	-	-
নিরুত্তর	৪	৮.০০	৩	৬.০০	৭	৭.০০
	৫০	১০০%	৫০	১০০%	১০০	১০০%

[illegible] মহিলা কর্মকর্তাদের কাজে জনগণের সন্তুষ্টিবোধ ঃ

জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের নিকট থেকে 'মহিলা কর্মকর্তাদের কাজে জনগণের সন্তুষ্টি বোধে'র বিষয়ে অভিমত নেয়া হয়েছে। 'দক্ষতা' হিসেবে মহিলা কর্মকর্তাগণ উপজেলা ও জেলায় সাধারণ জনগণকে তাঁদের কর্মতৎপরতা ও ব্যবহার দিয়ে কতটা সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম হচ্ছেন- তার উত্তরে শতকরা ৭৮ ভাগ পুরুষ (জনসাধারণ) ও ২৬ ভাগ মহিলা (মহিলা সংগঠন সদস্যা) জানান যে, জনগণ মহিলা কর্মকর্তাদের কাজে 'মোটামুটি সন্তুষ্ট' রয়েছেন। মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের শতকরা ৫৪ ভাগের মতে মহিলাদের কাজে জনগণ 'বেশ সন্তুষ্ট'। মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের শতকরা ১৪ ভাগ জানান যে, জনগণ মহিলা কর্মকর্তাদের কাজে সন্তোষ বোধ করেননা। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, জনগণের পুরুষ অংশ মহিলাদের শুধু ত্রুটি খুঁজে ফেরেন এবং অহেতুক মন্তব্য প্রকাশ করেন। কোন অবস্থাতেই এঁরা মহিলা কর্মকর্তাদের ভাল দিকগুলো পর্যালোচনা করেননা। (সারণী ৩০ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৩০

জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের মতে মহিলা কর্মকর্তাদের কাজে জনগণের সন্তোষ বোধের পরিমাণ :

সন্তুষ্টির পরিমান	জনসাধারণ	শতকরা	মহিলা সংগঠনের সদস্যা	শতকরা	মোট	শতকরা
বেশ সন্তুষ্ট	৪	৮.০০	২৭	৫৪.০০	৩১	৩১.০০
মোটামুটি সন্তুষ্ট	৩৯	৭৮.০০	১৩	২৬.০০	৫২	৫২.০০
সন্তুষ্ট নন	৩	৬.০০	৭	১৪.০০	১০	১০.০০
নিরুত্তর	৪	৮.০০	৩	৬.০০	৭	৭.০০
মোট	৫০	১০০%	৫০	১০০%	১০০	১০০%

৩.৬ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা :

সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্বের বহির্ভূত অতিরিক্ত দায়িত্ব কখনও কখনও পালন করতে হয়। সেক্ষেত্রে সাধারণ অফিস সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় তাঁদেরকে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হয়। মহিলা কর্মকর্তাদেরকে অফিসের দায়িত্ব সমাপ্ত করে সংসারের দায়িত্বও বহণ করতে হয়। যাঁদের ছোট সন্তান আছে, তাঁদের গৃহের আকর্ষণ ও প্রয়োজন দুটোই বেশী হয়ে থাকে। তাই, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছেন কিনা, সেটি জানা প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য প্রমান করে যে, তাঁরা দক্ষতার সাথেই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন (ঊর্ধতন কর্মকর্তার ৮২% ও পুরুষ সহকর্মীর ৬৩% এর মতে)। 'দক্ষতার সাথে পালন করেন না' বলে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন (ঊর্ধতন কর্মকর্তার ১৮% ও পুরুষ সহকর্মীর ১৪%) তাঁদের নিকট এর সম্ভাব্য কারণ সমূহ জিজ্ঞাসা করা হলে বেশ কিছু উত্তর পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্য উত্তরগুলো হচ্ছে, (ক) অভিজ্ঞতার অভাব, (খ) সময়ের অভাব, (গ) মহিলা কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত কাজ করার মানসিকতার অভাব- যার ফলে এক্ষেত্রে তাঁরা দক্ষতা দেখাতে পারেননা। যেহেতু এই উত্তরগুলো স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতার পক্ষ থেকে অভিব্যক্ত হয়েছে, তাই এগুলোকে প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা নাও করা যেতে পারে। তবে, এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা কর্মকর্তাগণের সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। (সারণী ৩১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী – ৩৯

উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষতাঃ

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষতার পরিমান	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী
দক্ষতার সাথে পালন করেন	৮২°০০	৬৬°০০
দক্ষতার সাথে পালন করেন না	১৮°০০	১৪°০০
মোটামুটি দক্ষতার সাথে পালন করেন	–	–
নিরুত্তর	–	–
মোট	১০০%	১০০%

৪°৭ মহিলা কর্মকর্তাদের চিহ্নিত কম দক্ষতা সম্পন্ন দায়িত্বাবলীঃ

মহিলা কর্মকর্তাদের শতকরা ৩০ ভাগ জানিয়েছেন যে, তাঁরা প্রাপ্ত দায়িত্বাবলীর কোন না কোনটিতে কিছুটা 'কম দক্ষ'। এক্ষেত্রে একাধিক উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তার মাঝে প্রশাসনিক কাজে শতকরা ২২°২২ ভাগ, হিসাব সম্পর্কিত দায়িত্বাবলীতে শতকরা ২০°০০ ভাগ, উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিষয়ের মাঝে বাজেট প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, ল্যাবরেটরীতে পরিচালনা, যোগাযোগ রক্ষা, ব্যবস্থাপনা, গুরু ও জটিল অন্বেষণার উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত বিষয়ে মহিলা কর্মকর্তাগণ ~~নির্দিষ্ট~~ দায়িত্ব পালনে অসুবিধায় সম্মুখীন হন কিংবা ভালো দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারছেন না, সে সব বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে পুরুষ সহকর্মী ও উর্ধতন কর্মকর্তাগণ মহিলাদের 'প্রশিক্ষণের অভাব' কেই দায়ী করেন (যথাক্রমে শতকরা ৪৬°৩৪ ও ৩৫°১১ ভাগ)। মহিলাদের 'পারিবারিক সমস্যা' কে উর্ধতন কর্মকর্তাগণ (শতকরা ২২°৩৪) ও পুরুষ সহকর্মীগণ (শতকরা ২০°৭৩) অন্যতম একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পুরুষ সহকর্মীগণ এক্ষেত্রে (শতকরা ২৮°০৫) 'কার্য পরিবেশ' কেও দায়ী করেছেন।

বিশ্লেষণে বলা যায়, মহিলাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এখনও কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পাননি। ফলে তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাব খুবই তীব্র ভাবে বিদ্যমান। পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাগণ জানান যে, তাঁদেরকে 'দুটো' দায়িত্ব একই সাথে পালন করতে হয়।

একটি সরকারী চাকরি, অপরটি পারিবারিক দায়িত্ব। এর কোনটিতেই ব্যত্যয় ঘটানো যায়না এবং দুটোর জন্যই জবাবদিহী করতে হয়। যাঁদের ছোট সন্তান রয়েছে, তাঁরা সন্তানকে বাসায় রেখে এসে সর্বদা উন্মনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। বাচ্চা পালনের পুরো দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে চাকরি বজায় রাখতে গিয়ে এঁরা তাই দক্ষতা অর্জন বা প্রকাশের সুযোগ করতে পারেন না। কার্য পরিবেশগত কারণটি এদেশের জন্য একটি সমস্যা বটে। অনেক মহিলা কর্মকর্তা ব্যক্ত করেছেন যে, "অফিসে আমিই একমাত্র মহিলা, তাই অগনিত পুরুষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৃষ্টির সামনে আমার সর্বদা ইতস্তত ভাব বিরাজমান থেকে যায়।"

৪.৮ মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম ঃ

ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশই মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেসব মহিলা কর্মকর্তার দক্ষতা 'কম' বা 'মোটামুটি' আছে- তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব (যথাক্রমে শতকরা ৭৬.৯২ ও ৩৮.০৩ ভাগ)। আর সেই প্রশিক্ষণের ধরণ কিরূপ হবে, সে বিষয়ে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের বেশীর ভাগ জানান যে, প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'স্ব স্ব ক্যাডার ও বিভাগের উপযোগী বাস্তব ধর্মী' প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ 'সেক্রেটারিয়েল পদ্ধতি' ও 'শিক্ষা প্রদানের কলা কৌশল' প্রশিক্ষণ দেবার বিষয়েও জোর দেন। পুরুষ সহকর্মীগণ আরেকটি কথা যোগ করেছেন, তা হলো, 'মহিলাদের মন-মানসিকতার উন্নয়ন সাধনের উপযোগী প্রশিক্ষণ' প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পুরুষ সহকর্মীগণ বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'তিনি যে একজন মহিলা' - তা ভুলে গিয়ে 'তিনি যে একজন সরকারী দায়িত্বশীল কর্মকর্তা', এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৪.৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলা কর্মকর্তা ঃ

ক্যাডার সার্ভিসের যে কোন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মাঝে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ' একটি কার্যকর্তব্য। নির্দিষ্ট শাখার কার্যক্রম পরিচালনায় তাঁকে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং অনেক সময় তার দেয়া প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ঊর্ধতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রশাসনিক কর্মকান্ডে (বিশেষতঃ সহকারী কমিশনার, প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে মাঠ

পর্যায়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন খুব বেশী হয়। প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন ও ঝুঁকি গ্রহণও করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের উর্ধতন কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁদের নিজস্ব পারদর্শিতার প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপে বিন্যস্ত হয়েছে :

সারণী - ৩২

সিদ্ধান্ত গ্রহণে উর্ধতন কর্মকর্তার উপর মহিলাদের নির্ভরশীলতা :

নির্ভরশীলতার পরিমান	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
বিশেষ নির্ভরশীল	৭	৪.৬৭
মোটামুটি নির্ভরশীল	৮৪	৫৬.০০
নির্ভরশীল নয়	৪৯	৩২.৬৬
প্রযোজ্য নয়(শিক্ষানবীশ)	১০	৬.৬৭
মোট	১৫০	১০০%

সারণী তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা কর্মকর্তাগণের অধিকাংশই (৫৬.০০%) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উর্ধতন কর্মকর্তার উপর মোটামুটি নির্ভরশীল। অবশ্য শতকরা ৩২.৬৬ ভাগ জানিয়েছেন যে, সিদ্ধান্ত গহণে তাঁরা উর্ধতন কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীল নন।

বিশ্লেষণে বলা যায় যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট শাখায় সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাগণ এখন পর্যন্ত নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হননি। এর তিনটি কারণ - প্রথমতঃ ক্যাডার সার্ভিসের বেশীর ভাগ ক্যাডারে মহিলাদের আগমন কাল খুবই অল্প বলে সিদ্ধান্ত গহণে দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয়তঃ অনেক মহিলা কর্মকর্তা মনে করেন যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গহণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। তৃতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নীতি অনুসারে উর্ধতন কর্মকর্তার গোচরীভূত না করে বা তাঁর অনুমতি ব্যতীত সিদ্ধান্ত প্রদান যথাযথ নয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাগণ সক্ষম কিনা - এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি সারণী নং ৩৩ তে দ্রষ্টব্য।

সারণী - ৩৩

উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের সক্ষমতা :

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের সক্ষমতা	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী
দ্রুত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ প্রদানে সক্ষম	৭৮°০০	৬৬°০০
দ্রুত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ প্রদানে সক্ষম নন	২২°০০	২২°৬৭
কোন কোন ক্ষেত্রে সক্ষম	-	৮°০০
নিরুত্তর	-	৩°৩৩
মোট (শতকরা)	১০০%	১০০%

সারণী নং ৩৩ এর তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীর যথাক্রমে শতকরা ৭৮ ও ৬৬ ভাগ মহিলা কর্মকর্তাগণকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদানে সক্ষম বলে মতামত দিয়েছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই মতামত মহিলা কর্মকর্তার মতামতের (সারণী-৩৪) বিরোধী বলে ধারণা হয়। মূলতঃ উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মী মহিলা কর্মকর্তাদের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ প্রদানের সক্ষমতাকে বিবেচনা করেছেন, যা মহিলা কর্মকর্তাগণ বিবেচনা করেননি। মহিলা কর্মকর্তাগণ সেসব বিষয় বিবেচনা করেছেন, যেখানে সরকারী নীতি অনুসারে উর্ধতন কর্মকর্তার অনুমতি ও সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয়। তাই দুই পক্ষের মতামতে বিবেচ্য বিষয়ে পার্থক্য ঘটেছে।

৪°১০ কঠোর বা অপ্রিয় নির্দেশ প্রদানে মহিলা কর্মকর্তা :

প্রশাসনিক কর্মকান্ডে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে এবং সরকারী নির্দেশ বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বন ও আবশ্যকীয়। উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদেরকে 'কঠোর নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তাদের মাঝে কে বেশী ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে' সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রাপ্ত উত্তর সারণী ৩৪ এ দেখানো হলো :

সারণী - ৩৪

কঠোর নির্দেশ প্রদানে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তাদের ফলপ্রসূতার তুলনা ঃ

কঠোর নির্দেশ প্রদানে ফলপ্রসূ	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুং সহকর্মী
মহিলা কর্মকর্তা	৯.০০	৭.৩৩
পুরুষ কর্মকর্তা	৭০.০০	৭২.০০
উভয় শ্রেণী	১২.০০	৪.০০
নিরুত্তর	৯.০০	১৬.৬৭
মোট	১০০%	১০০%

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

সারণীর তথ্য অনুযায়ী উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মী উভয় শ্রেণীর দৃষ্টিতে পুরুষ কর্মকর্তাগণই প্রশাসনিক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছেন। মহিলা কর্মকর্তাগণ কেন কঠোর নির্দেশ প্রদানে ফলপ্রসূ হন না, তার কারণ নির্দেশ করেছেন উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ । (সারণী - ৩৫ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৩৫

ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে কঠোর নির্দেশ প্রদানে মহিলাদের দুর্বলতার বিষয় সমূহঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	ঊর্ধতন কর্মকর্তা	শতকরা
১।	মহিলা কর্মকর্তা ধীর স্থির প্রকৃতির, নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন	৯	১২.৮৬
২।	কোমল মনের অধিকারী, নারী সুলভ মমত্ববোধ বেশী	২১	৩০.০০
৩।	পারিপার্শিক ও সামাজিক অনুরাগ, পারিবারিক সমস্যার প্রভাব	১২	১৭.১৪
৪।	দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব	৩	৪.২৯
৫।	সাহসের অভাব	১৪	২০.০০
৬।	ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার অভাব	৪	৫.৭১
৭।	শারীরিক দুর্বলতা, দ্বিধাগ্রস্থতা	২৬	৩৭.১৪
৮।	তাঁরা সংসারকে যতটা ভাল বাসেন অফিসকে ততটা নয়, ফলে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়না	১	১.৪৩
৯।	ব্যক্তিগত সমস্যার প্রভাব	৬	৮.৫৭
১০।	আবেগপ্রবন ও অপরিপক্ক মন-মানসিকতা	১	১.৪৩
১১।	অধীনস্থ সবাই পুরুষ, তাই মহিলাদের নির্দেশ ততটা কার্যকরী হয়না	১	১.৪৩
১২।	মহিলাদের সদিচ্ছা ও দৃঢ় মনোবলের অভাব	৩	৪.২৯
১৩।	তাঁদের আত্ম-বিশ্বাস কম	২	২.৮৬
১৪।	প্রশিক্ষণের অভাব	১	১.৪৩
১৫।	তাঁরা সর্বদাই দোটানা বা ইতস্তুতঃ করেন	১	১.৪৩
১৬।	বেশী দয়ালু ও ক্ষমাশীল	১	১.৪৩

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

পেশকৃত অভিমতে মহিলাদের 'শারীরিক দুর্বলতা/দ্বিধাগ্রস্থতা' জনিত কারণের কথাই অধিকাংশ ঊর্ধতন কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন (শতকরা ৩৭.১৪ ভাগ)। দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে 'নারী সুলভ মমত্ববোধ' এবং তৃতীয় প্রধান কারণ 'সাহসের অভাব', এটা বলতে তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, মহিলা কর্মকর্তাগণের মাঝে এখনও পুরুষদের ন্যায় বলিষ্ঠ সাহসের অভাব বিদ্যমান রয়ে গেছে।

৪.১১ অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলা কর্মকর্তা ঃ

সকল ক্যাডারেই মহিলা কর্মকর্তাদেরকে অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁরা অধিনস্থদের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে পেরেছেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি সারণী ৩৬ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী - ৩৬

অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ ঃ

নিয়ন্ত্রণের পরিমাপ	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ	৯০	৬০.০০
মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ	৪৯	৩২.৬৬
স্বল্প নিয়ন্ত্রণ	১	০.৬৭
প্রঃ নয় (শিক্ষানবীস)	১০	৬.৬৭
মোট	১৫০	১০০%

সারণীর ফলাফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মহিলা কর্মকর্তাগণ অধীনস্থদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন, (শতকরা ৬০ ভাগ)। স্মরণীয় যে, মহিলা কর্মকর্তাদের অধীনস্থ কর্মচারী সমূহ প্রায় সবাই পুরুষ। সুতরাং মহিলাদের দাবী অনুযায়ী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকলে তা সবার জন্য যথেষ্ট সন্তোষজনক বিষয়। তবে মহিলাদের এই দাবীর যথার্থ প্রতিফলন পুরুষ সহকর্মী কিংবা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট মেলেনি। পুরুষ সহকর্মীদের এ বিষয়ে প্রদত্ত জবাব সারণী ৩৭ এ দ্রষ্টব্য।

সারণী - ৩৭

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর মহিলা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের পরিমাপ ঃ

নিয়ন্ত্রণের পরিমাপ	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ	২৮	১৮°৬৭
মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ	৯২	৬১°৩৩
স্বল্প নিয়ন্ত্রণ	১৭	১১°৩৩
নিয়ন্ত্রণ নেই	১	০°৬৭
নিরুত্তর	১২	৮°০০
মোট	১৫০	১০০%

পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে(শতকরা ৬১°৩৩ ভাগ) মহিলা কর্মকর্তার অধীনস্থদের উপর 'মোটামুটি' নিয়ন্ত্রণ' বলবৎ রয়েছে। শতকরা ১৮°৬৭ ভাগের মতে মহিলাদের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' বিদ্যমান। অর্থাৎ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মহিলা কর্মকর্তাদের বক্তব্যের বিরোধী মতামত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

এই বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিত হবার জন্য ঊর্ধতন কর্মকর্তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে, মহিলা কর্মকর্তাগণ অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে কিরূপ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। প্রাপ্ত উত্তর সারণী ৩৮ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী - ৩৮

ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা ঃ

দক্ষতার পরিমাপ	ঊর্ধতন কর্মকর্তা	শতকরা
অতি দক্ষ	৯	৯°০০
মোটামুটি দক্ষ	৬১	৬১°০০
কম দক্ষ	১০	১০°০০
পুরুষদের মতই	২	২°০০
প্রঃ নয়(অধীনস্থ কর্মচারী নেই)	১০	১০°০০
মোট	১০০	১০০%

ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের   প্রদত্ত উত্তরে দেখা যায় যে, মহিলাকর্মকর্তাগণ অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে 'মোটামুটি দক্ষ' (শতকরা ৬১ ভাগ) সুতরাং সারণী ৩৪ ও ৩৮-এর তথ্য অনুসারে বলা যায়, এখনও মহিলা কর্মকর্তাগণ অধীনস্থদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হননি। ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণের নিকট আরেকটি বিষয় এই প্রসংগে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, মহিলা কর্মকর্তাগণ অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনবোধে কঠোর নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানে কিরূপ ভূমিকা পালন করেন। প্রদত্ত উত্তর সমূহ সারণী ৩৯ এ দ্রষ্টব্য।

সারণী - ৩৯

ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলা কর্মকর্তাদের গৃহীত ভূমিকা :

মহিলা কর্মকর্তাদের ভূমিকা	ঊর্ধতন কর্মকর্তা	শতকরা
সাহসী	৩৫	৩৫·০০
দ্বিধাগ্রস্ত	৩৯	৩৯·০০
ভীরু	৫	৫·০০
স্বাভাবিক	২	২·০০
প্রযোজ্য নয় (অধীনস্থ নেই)	১০	১০·০০
নিরুত্তর	৯	৯·০০
মোট	১০০	১০০%

৩৯ নং সারণীতে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের আগের কথার প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থাৎ মহিলা কর্মকর্তাগণ অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে 'অতি দক্ষ' না হয়ে 'মোটামুটি দক্ষ' হবার মূল কারণ তাদের অধিকাংশই প্রয়োজনে কঠোর নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানে দ্বিধাগ্রস্ত (শতকরা ৩৯ ভাগ) থাকেন।

তবে পুরুষ সহকর্মীদের অন্য একটি বক্তব্য মহিলা কর্মকর্তাদের অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছে। তা হ'লো, 'অধীনস্থদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করে থাকেন'।

এই বক্তব্য দ্বারা মহিলা কর্মকর্তাদের পেশাগত আচরণের একটি উত্তম দিক নির্দেশ করা হয়েছে। এরূপ আচরণ বলবৎ থাকলে অনতিবিলম্বে অধীনস্থগণের উপর মহিলাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হবে এবং তাঁদের দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। (সারণী ৪০ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৪০

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে কার্যক্ষেত্রে প্রদত্ত সহযোগিতা ও পরামর্শদান।

সহযোগিতা ও পরামর্শ দানের বিবরণ	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন	১২৫	৮৩·৩৪
সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন না	১৪	৯·৩৩
নিরুত্তর	১১	৭·৩৩
মোট	১৫০	১০০%

৪·১২ অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলাদের গৃহীত কৌশল :

মহিলা কর্মকর্তাগণ তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে কি কি কৌশল অবলম্বন করে থাকেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন মহিলা কর্মকর্তা বিভিন্ন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে 'ভদ্র ব্যবহার বা বন্ধুসুলভ আচরণ' দ্বারা অধিকাংশ মহিলা অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (শতকরা ৩১·৭৯ ভাগ)। উপদেশ, আলোচনা, প্রেষণা ও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে শতকরা ৩২·০৯ ভাগ অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণ করেন। কর্মচারীদের 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে' অর্থাৎ সহানুভূতি দেখিয়ে শতকরা ২৪·৬৩ ভাগ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখেন।

তবে, কিছু সংখ্যক মহিলা (১৩·৪৩%) মাঝে মাঝে কঠোরতা অবলম্বন করেন, '[illegible]ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ' করেন শতকরা ৮·১৬ ভাগ এবং শতকরা ৩·৭৩ ভাগ এ, সি, আর, এর ভীতি প্রদর্শন করে অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো কিছুটা বিবেচনার অবকাশ রাখে। কেননা, এতে অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হতে পারে। (সারণী ৪১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৪১

মহিলা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে অবলম্বনীয় কৌশল :

নং	অবলম্বনীয় কৌশলাদি	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
১।	ভদ্র ব্যবহার, বন্ধুসুলভ ও ভাল আচরণ	৫৬	৪১.৭৯
২।	অফিসে আসা-যাওয়ার সময়সীমা তদারকি	৫	৩.৭৩
৩।	তাদের ব্যক্তিগত/পারিবারিক সমস্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত	৩৩	২৪.৬৩
৪।	নিজে নিয়মানুবর্তিতা পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন	১৩	৯.৭০
৫।	শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও নির্দেশ দিয়ে	৪	২.৯৯
৬।	নিজে বেশী কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে	৬	৪.৪৮
৭।	মাঝে মাঝে কঠোরতা অবলম্বনের মাধ্যমে	১৮	১৩.৪৩
৮।	কাজের গুরুত্ব তাদেরকে অবহিত করে	৮	৫.৯৭
৯।	মানবিক সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞানদান করে	৭	৫.২২
১০।	অফিস ব্যবস্থাপনার সম্যক ধারণা দিয়ে	৩	২.২৪
১১।	ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করে	১৩	৯.৭০
১২।	ভুল কাজের সংশোধন/তিরস্কার করে	৬	৪.৪৮
১৩।	প্রত্যক্ষ ভাবে কার্যক্রম পরিদর্শন করে	৮	৫.৯৭
১৪।	কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে	৬	৪.৪৮
১৫।	নিজের সহযোগিতা/সহমর্মিতা দিয়ে	২২	১৬.৪২
১৬।	উত্তম দেখাশুনা/তদারকি করে	৭	৫.২২
১৭।	মাঝে মাঝে 'শোকজ' ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে	১২	৮.৯৬
১৮।	উপদেশ/আলোচনা/প্রেরণা /যুক্তি প্রদর্শন করে	৪৩	৩২.০৯
১৯।	এ,সি,আর, এর ভীতি প্রদর্শন করে	৫	৩.৭৩
২০।	দায়িত্ব পরিবর্তন করে	১	.৭৫
২১।	কাজের যে কোন সমস্যা গ্রহণ ও বিহিত করে	৩	২.২৪
২২।	প্রশাসনিক দৃঢ়তা বজায় রেখে	৯	৬.৭২
২৩।	সার্বিক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে	৫	৩.৭৩
২৪।	ব্যক্তি সত্তার স্বীকৃতি দান করে	২	১.৫০
২৫।	কাজ শিক্ষা দেবার মাধ্যমে	১	.৭৫

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

৪.১৩ অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলাদের সমস্যাবলী :

কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে মহিলা কর্মকর্তাগণ কিরূপ সমস্যার সম্মুখীন হন, সারণী ৪২ তে তা বিধৃত হলো।

সারণী - ৪২

মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অসুবিধা সমূহ :

নং	নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অসুবিধা সমূহ	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
১।	পুরুষ কর্মচারীরা মহিলাদের আদেশ পালনে অভ্যস্ত নয়	৭	১০.০০
২।	কর্ম বিমুখতা/ফাঁকি দেবার মানসিকতা	১০	১৪.২৯
৩।	দায়িত্বজ্ঞান হীনতা	৬	৮.৫৭
৪।	অধীনস্থদের অফিসের অবস্থান দূরে হওয়া	১	১.৪৩
৫।	স্থানীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের প্রতি অনীহা	৩	৪.২৯
৬।	স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার	৩	৪.২৯
৭।	কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব	১৪	২০.০০
৮।	কর্মচারী ইউনিয়নের প্রভাব	১০	১৪.২৯
৯।	উর্ধতন কর্মকর্তার প্রভাব	৭	১০.০০
১০।	প্রোজেক্ট কর্মচারী হওয়ায়	৫	৭.১৪
১১।	অবাধ্যতা/নৈতিক মূল্যবোধ/শ্রদ্ধাবোধের অভাব	২০	২৮.৫৮
১২।	আইনগতভাবে কর্মচারীদেরকে শাস্তি দিতে না পারা	৩	৪.২৯
১৩।	নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তার সংখ্যা বেশী হওয়া	১	১.৪৩
১৪।	পরিবেশগত সমস্যা/বিশৃংখলা	২	২.৮৬
১৫।	অন্য পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা	৪	৫.৭১
১৬।	সময় নিষ্ঠার অভাব	৪	৫.৭১
১৭।	কর্মচারীবৃন্দের সার্বিক অসহযোগিতা	৪	৫.৭১

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

কর্মচারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মহিলার মতে (শতকরা ২৮.৫৮) 'অবাধ্যতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধার অভাব' একটি প্রধান সমস্যা। 'কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব' আর একটি সমস্যা বলে জানিয়েছেন (শতকরা ২০ ভাগ)। কর্মচারীদের 'কর্মবিমুখতা ও ফাঁকি দেবার মানসিকতার' জন্যেও মহিলা কর্মকর্তাগণ নিয়ন্ত্রণ কার্যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। শতকরা ৩২ জন মহিলা কর্মকর্তার অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রকার সমস্যা হয়না।

৪ সমন্বয় সাধনে মহিলা কর্মকর্তা :

বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় 'সমন্বয়' একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় । বি, সি, এস,ক্যাডারের প্রায় সকল কর্মকর্তাকে 'সমন্বয়' সাধনের বিষয়ে সর্বদা খেয়াল রাখতে হয় । মহিলা কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যায় সম্মুখীন হন কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান যে, শতকরা ৩৫ ° ৩৩ ভাগের কোন না কোন সমস্যা দেখা দেয় এবং শতকরা ১৯ ° ৩৩ ভাগের কোন সমস্যা হয়না । এর বাইরে শতকরা ৩৫ ° ৬৭ ভাগ জানান যে, তাদেরকে 'সমন্বয়' সাধন মূলক কোন দায়িত্ব পালন করতে হয় না ।

সমন্বয়ক্ষেত্রে যাঁদের সমস্যা হয়, তাঁদের সমস্যার প্রকৃতি সারণী ৩০এ বিবৃত হলো :

সারণী ৩০

মহিলা কর্মকর্তাদের মতানুযায়ী সমন্বয় ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী :

ক্রমিক নং	উদ্ভূত সমস্যাবলী	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
১।	কর্মচারীর স্বল্পতা	৩	৫ ° ৬৬
২।	প্রয়োজনীয় সম্পদ সামগ্রীর অভাব	১০	১৮ ° ৮৭
৩।	তথ্যাদির স্বল্পতা/অভাব	৫	৯ ° ৪৩
৪।	কর্তৃত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা	৪	৭ ° ৫৫
৫।	অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতার অভাব	১০	১৮ ° ৮৭
৬।	সঠিক পরামর্শের অভাব	১	১ ° ৮৭
৭।	প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা/প্রাচীন রীতিতে কর্ম সম্পাদন	৬	১১ ° ৩২
৮।	কর্মকর্তা বিশেষের প্রভাব বিস্তারের মানসিকতা	৭	১৩ ° ২১
৯।	'টীম ওয়ার্ক' অনুভূতির অভাব	২	৩ ° ৭৭
১০।	সময়ের স্বল্পতা	২	৩ ° ৭৭
১১।	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা	১০	১৮ ° ৮৭
১২।	অতিরিক্ত সময় প্রদানে অন্যান্য কর্মকর্তাদের অনীহা	২	৩ ° ৭৭
১৩।	কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতার অভাব	৭	১৩ ° ২১
১৪।	একই সময়ে বহুবিধ কাজের নির্দেশ	৫	৯ ° ৪৩
১৫।	সমন্বয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব	৫	৯ ° ৪৩
১৬।	যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা	৫	৯ ° ৪৩
১৭।	সুষ্ঠু দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন না থাকা	২	৩ ° ৭৭
১৮।	বিভিন্ন বিভাগ/বিষয়ের বিরূপ সমালোচনা	১	১ ° ৮৭
১৯।	যৌথ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বজায় থাকা	২	৩ ° ৭৭

(একাধিক উত্তর পাওয়া সম্ভব ছিল)

সারণীর ফলাফলে দেখা যায় যে, সমান সংখ্যক মহিলা (শতকরা ১৮.৮৭ ভাগ) তিনটি সমস্যার খা উল্লেখ করেছেন। (১) প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব (২) অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতার অভাব (৩) ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সমন্বয় বিষয়ে উদাসীনতা।

যাঁদের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাঁদেরকে 'কিভাবে এর সমাধান করেন' এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রাপ্ত উত্তর সারণী ৪৪-এ প্রদর্শিত হলো :

সারণী- ৪৪

সমন্বয় ক্ষেত্রে সমস্যাবলীর সমাধানে মহিলা কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত কৌশল :

গৃহীত কৌশলাদি	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
সহকর্মী/শাখা/বিভাগ/ব্যক্তির সাথে আলোচনার মাধ্যমে	২৮	৫৬.০০
অধীনস্থদের সহায়তায়	২	৪.০০
নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত/অত্যধিক পরিশ্রম করে	১২	২৪.০০
যথাযথ নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে	৩	৬.০০
বিষয়ের গুরুত্ব পূর্ণভাবে সবাইকে ওয়াকিবহাল করে	১	২.০০
ধৈর্য্য ও পূর্ণ উদ্যোগ প্রয়োগ করে	৪	৮.০০
বিভিন্ন কর্মকর্তাকে পুণঃ পুণঃ স্মরণ করানোর মাধ্যমে	৭	১৪.০০
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করে	৩	৬.০০
বিভিন্ন 'সাব কমিটি' গঠন করে	১	২.০০
সুষ্ঠুভাবে সবাইকে দায়িত্ব বন্টন করে	১	২.০০
সামগ্রীর স্বল্পতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে	১	২.০০
বিশেষ অসুবিধা হলে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে	৫	১০.০০
প্রণোদন (Motivation) এর মাধ্যমে	২	৪.০০
কার্য ত্বরান্বিত করার নীতি নির্ধারণ করে	১	২.০০

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

মতামত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অধিকাংশ মহিলা (শতকরা ৫৬ ভাগ) তাঁদের সহকর্মী ও বিভিন্ন বিভাগ/ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে 'সমন্বয়' ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে থাকেন। শতকরা ২৪ ভাগ জানান যে, নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় কাজ করে তাঁরা সমন্বয় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে থাকেন। শতকরা ১৪ ভাগ জানান, নির্দিষ্ট বিভাগ সমূহকে পুণঃপুণঃ স্মরণ করিয়ে দেবার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করেন।

৪.১৫ মহিলা কর্মকর্তাগণের চাকরিক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা ঘটলে সর্ব প্রথম সহযোগিতাকারী ব্যক্তিবর্গ :

চাকরি ক্ষেত্রে কখনও কখনও যে কোন কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগত, পেশাগত কিংবা অন্যান্য প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সে সময়ে সাধারণতঃ কর্মকর্তাগণ তাঁদের সহকর্মীদের নিকট থেকে সহযোগিতা কামনা করেন এবং পেয়েও থাকেন। মহিলা কর্মকর্তাগণ কিছুটা ব্যতিক্রমী, তাঁরা তাঁদের উর্ধতন কর্মকর্তার নিকট থেকেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে (শতকরা ৪৯.৩৩ ভাগ) প্রথম সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। পুরুষ সহকর্মীদের নিকট সর্ব প্রথম সহযোগিতা পান বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৩০.৬৭ ভাগ। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে যেহেতু মহিলা সহকর্মী তেমন একটা নেই, তাই তাঁদের সহযোগিতার বিষয়টি গৌণ। (সারণী ৪৫ দ্রষ্টব্য)।

পুরুষ সহকর্মীর নিকট সম্ভবতঃ সর্বপ্রথমে মহিলা কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা চান না। কেননা, সহযোগিতা চাওয়া হলে পুরুষ সহকর্মীগণ যে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন, একথা অধিকাংশ মহিলা (শতকরা ৩৭.৩৩ ভাগ) স্বীকার করেছেন। সুতরাং পুরুষ সহকর্মীদের নিকট সহযোগিতা কম ক্ষেত্রেই চাওয়া হয় - একথা মেনে নেয়া যেতে পারে। (সারণী-৪৬ দ্রষ্টব্য)

সারণী-৪৫

মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা কালে প্রথম সহযোগিতাকারী ব্যক্তিবৃন্দ :

সর্বপ্রথম সহযোগিতাকারী	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
মহিলা সহকর্মী	১৮	১২.০০
পুরুষ সহকর্মী	৪৬	৩০.৬৭
উর্ধতন কর্মকর্তা	৭৪	৪৯.৩৩
অধীনস্থ কর্মচারী	১২	৮.০০
মোট	১৫০	১০০%

সারণী-৪৬

মহিলা কর্মকর্তাদের মতে পুরুষ সহকর্মীগণ কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতার পরিমান :

পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতা	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
পূর্ণ সহযোগিতা	৫৬	৩৭.৩৩
মোটামুটি সহযোগিতা	৪৭	৩১.৩৩
অসহযোগিতা	৩	২.০০
পুরুষ সহকর্মী নেই বা যৌথ দায়িত্ব পালন করেন না	৪৪	২৯.৩৪
মোট	১৫০	১০০%

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তার তুলনা ঃ

একজন মহিলা সহকর্মীর স্থলে কোন পুরুষ সহকর্মী হলে দায়িত্ব পালনে কোন পরিবর্তন ঘটতো কিনা এবং ঘটলে কিরূপ পরিবর্তন ঘটতো, এ বিষয়ে পুরুষ কর্মকর্তাদের অভিমত সংগৃহীত হয়েছে। প্রায় এক চতুর্থাংশ পুরুষ কর্মকর্তার মতে কার্যক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্তন ঘটতো না। অর্থাৎ এঁরা পুরুষ ও মহিলা সহকর্মীর মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য দেখেন না। বাকী তিন চতুর্থাংশের মতে কার্যক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতো। এই পরিবর্তনের মধ্যে পুরুষ সহকর্মী হলে প্রায় শতকরা ১৩ জনের মতে অনুকূল পরিবর্তন ঘটতো – অর্থাৎ সুবিধা বেশী হতো, বাকী প্রায় শতকরা ৫ জনের মতে মহিলা সহকর্মী হলেই কাজে বেশী সুবিধা হতো। এতে বোঝা যায় যে, অধিকাংশ পুরুষ কর্মকর্তা কার্যক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদেরকেই বেশী কার্যকর মনে করেন। (সারণী ৪৭ দ্রষ্টব্য)

সারণী – ৪৭

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলার স্থলে পুরুষ সহকর্মী হলে কার্যক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় বিষয়াবলী ঃ

নং মহিলার স্থলে পুরুষ সহকর্মী হলে পরিবর্তনীয় বিষয়	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
পুরুষ হলে দ্রুত কার্য সম্পন্ন হতো	১৫	১০.০০
পুরুষ হলে যে কোন সাহসী পদক্ষেপ নেয়া যেতো	১৩	৮.৬৭
পুরুষ হলে অনেক বেশী কাজ করা যেতো	৪	২.৬৭
পুরুষ হলে মাঠ পর্যায়ের কাজে সুবিধা হতো	৪	২.৬৭
পুরুষ হলে সমগুরু ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া যেতো	২	১.৩৩
পুরুষ হলে অফিসের গুণগত মান বৃদ্ধি পেতো	২	১.৩৩
পুরুষ হলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সহজে করা যেতো	৬	৪.০০
পুরুষ হলে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়া যেতো	৪	২.৬৭
পুরুষ হলে অনেক বেশী সহযোগিতা পাওয়া যেতো	৬	৪.০০
পুরুষ হলে তাকে অধিক দায়িত্ব প্রদান করা যেতো	১৯	১২.৬৭
পুরুষ হলে কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হতো এবং কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতো	২	১.৩৩
পুরুষ হলে কাজে কিছুটা সুবিধা হতো	৯	৬.০০
মহিলা হলে কাজ অনেক বেশী করা যায়	২	১.৩৩
মহিলা হলে কাজে সুবিধা হতো, পুরুষ হলে অসুবিধা বেশী হয়	২	১.৩৩
মহিলা হলে জনগণের মাঝে মিশতে ও কাজ করতে অসুবিধা হয়	৯	৬.০০
পুরুষ হলে কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটতো না, মহিলা/পুরুষ কোন পার্থক্য দেখি না।	৪১	২৭.৩৩
নিরুত্তর	১০	৬.৬৭
মোট	১৫০	১০০%

৫°১৭ যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধা ও অসুবিধা ঃ

সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে বর্তমান উপজেলা পদ্ধতির ফলে এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তাকে একত্রে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এরূপ যৌথ দায়িত্ব পালনে মহিলা কর্মকর্তাগণ কিরূপ সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করেন এবং পুরুষ কর্মকর্তাগণই বা কিরূপ সুবিধা অসুবিধা ভোগ করেন, তা সারণী নং ৪৮ ও ৪৯ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী - ৪৮

মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে পুরুষ সহকর্মীদের সাথে যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধা ও অসুবিধা

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধাবলী	শতকরা	যৌথ দায়িত্ব পালনে অসুবিধাবলী	শতকরা
কর্তব্য সম্পাদন সুষ্ঠুভাবে হয়	১°১৭	কাজে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি হয়	২°৭
[illegible] কার্য [illegible] হয়	১°৮৩	মতের অমিল হলে কাজে বিলম্ব ঘটে	১৪°৩
[illegible]	২৩°৮৫	পুরুষ সহকর্মীগণ অসহযোগিতা করে	১°১
[illegible] এড়িয়ে চলা যায়	১°৮৩	একত্রে কাজ করতে গিয়ে সামাজিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়	৮°২
কঠিন কার্যাদিও সহজে নিষ্পন্ন হয়	১৬°৫১	পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে মনোমালিন্য হয়	°৯
পারস্পরিক সহমর্মিতা/সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়	১০°০৯	অহেতুক কার্য সম্পাদন দীর্ঘায়িত হয়	১১°০
কার্য সম্পাদনে ঝুঁকির পরিমাণ কমে যায়	১°৪২	সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে	২২°০
আলোচনার মাধ্যমে কার্যপন্থা নির্ধারণ সহজ হয়	৩৮°৫৩	দক্ষতার মূল্যায়নে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার বর্তে যায়	১২°৮
সিদ্ধান্ত সহজ ও নির্ভুল হয়	১২°৮৪	ঝক্কি সমূহ মহিলাদের স্কন্ধে আসে	২°৭
কার্যে ত্রুটি বিচ্যুতি কম হয়ে থাকে	১০°০৯	সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষ কর্মকর্তাগণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে	৮°২
[illegible] ভ্রমণ সহজতর হয়	৮°২৬	পুরুষ সহকর্মী সাথে থাকলে মহিলাদের চলাফেরা/আচরণ আড়ষ্ট হয়ে যায়	৬°৪
পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব হয়	৬°৪২	ভ্রমণকালে বিভিন্ন সময়ে অসুবিধা/আড়ষ্টতা দেখা যায়	°৯
কাজের মাঝে আনন্দ পাওয়া যায়	১১°৯৩	পুরুষ সহকর্মী অদক্ষ হলে কার্য পরিচালনায় খুব বিঘ্ন ঘটে	৫°৫
অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটে	১১°৯৩	কোন প্রকার অসুবিধা হয় না	৩৩°২
সমন্বয়মূলক কাজে সুবিধা হয়	৩°৬৭		
কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়	১°৮৩		
কোন প্রকার সুবিধা হয় না	৩°৫০		

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

সারণী - ৪১

পুরুষ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে মহিলা সহকর্মীদের সাথে যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধা ও অসুবিধাবলীঃ

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

যৌথ দায়িত্ব পালনে সুবিধাবলী	শতকরা	যৌথ দায়িত্ব পালনে অসুবিধাবলী	শতকরা
…সে আনন্দ পাওয়া যায়	৮.২২	সমালোচনার ভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা যায় না	৮.২২
…কে অধিক মনোযোগী হওয়া যায়	২.০৫	মহিলারা কাজের গুরুভার বহনে অগ্রণী হন না	৪.৭৯
…ক সহযোগিতা পাওয়া যায়	২০.৯৭	তদন্ত বিষয়ক/মাঠের কাজে বেশ অসুবিধা হয়	৫.৪৮
…আলোচনা করে কাজ করা যায়	২.০৫	কঠিন ও জটিল কাজে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না	১০.৭০
…আনুরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করা যায়	৬.৮৫	সর্বদা ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে চান	২.০৫
মহিলা বিষয়ক কাজ তাদের দ্বারা সহজে নিষ্পন্ন হয়	১৭.১২	কাজের প্রয়োজনে সর্বদা পাওয়া যায় না	৪.৭৯
…াপ্তরিক/ডেস্ক ওয়ার্কে তারা পারদর্শী	৮.২২	তাদের নিরাপত্তার কথাই বেশী ভাবতে হয়	৬.৮৫
মহিলারা সতর্ক ও নির্ভরযোগ্যভাবে দায়িত্ব পালন করে	৬.৮৫	তারা বেশ রক্ষণশীল হয়ে থাকে	৩.৪২
…যে কোন উপদেশ/আদেশ পালনে তারা তৎপর থাকে	৮.২২	বেশী সময় অপচয় করে কাজের ব্যাঘাত ঘটায়	২.৭৪
সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায়	১.৩৭	অহেতুক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে	৪.১১
তাদের সহমর্মিতা কাজকে সহজ করে	১.৩৭	জটিল পরিস্থিতিতে দুর্বল, বিচলিত ও নমনীয় মনোভাব দেখায়	৮.৯০
তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পোষণ করেননা	৪.৭৯	পুরুষের উপর বেশী দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়	২.৭৪
[illegible]পায়ী বলে সংগ প্রাপ্তি শুভকর হয়	২.০৫	যোগাযোগ রক্ষা করা অসুবিধাজনক হয়	২.০৫
তারা সহানুভূতিশীল ও কর্তব্য পরায়ণ	২.৭৪	পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া যায় না	৭.৫৩
…ীর চিন্তা ভাবনা সম্পন্না বলে বিরক্তিকর বোধ	.৬৮	চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষায় সতর্ক থাকতে হয়	৩.৪২
তারা অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না	২.০৫	ভ্রমণ ও যাতায়াতে বেশ অসুবিধা হয়	২.৭৪
…ব্যবস্থাপনা জাতীয় কাজে তারা বেশ সিদ্ধহস্ত	২.৭৪	মহিলারা কর্তব্য পরায়ণ হন না	৫.৪৮
…ত কার্যের নিষ্পত্তি ঘটে	৩.৪২	তাদের মাঝে প্রজ্ঞা/বিজ্ঞতার অভাব বেশী	৪.৭৯
…ের ক্ষেত্রে মহিলারা বেশ আত্ম-বিশ্বাসী	৩.৪২	কাজ সর্বদা বিলম্বিত হয়ে থাকে	২.৭৪

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

৪৮ ও ৪৯ নং সারণী থেকে ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। সারণীর প্রাপ্ত ফলাফলে মহিলা কর্মকর্তাগণ তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের সাথে যৌথ দায়িত্ব পালনে যে সব সুবিধাবলী লাভ করেন, তার মধ্যে প্রধান বিষয় হলো 'আলোচনার মাধ্যমে কার্য পন্থা নির্ধারন সহজ হয়' (শতকরা ৩৮·৫৩ ভাগের মতে)। শতকরা ২৩·৮৫ ভাগের মতে 'স্বল্প সময়ে কার্য সমাধা হয়'। আর অসুবিধার ক্ষেত্রে ৩৩·২৮ মহিলার মতে পুরুষ সহকর্মীর সাথে যৌথ দায়িত্ব পালনে কোন অসুবিধা হয় না। যাদের অসুবিধা হয়, তাঁদের (শতকরা ২২·০২ ভাগ) জানান 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে' এবং শতকরা ২১·১৮ ভাগের মতে 'মতের অমিল হলে কার্যে বিলম্ব ঘটে' – এ দুটো জবাব উল্লেখযোগ্য।

পুরুষ কর্মকর্তাগণ সুবিধার ক্ষেত্রে 'আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তি' এবং 'মহিলা বিষয়ক কাজ সহজে নিষ্পত্তি' [illegible] বলেন, (যথাক্রমে শতকরা ২৩·৯২ ও ১৭·১২ ভাগ)। অসুবিধার ক্ষেত্রে 'কঠিন কাজে মহিলাদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না (১৩·৭০%)' এবং জটিল পরিস্থিতিতে দুর্বল/নমনীয় মনোভাব প্রকাশ' (৮·৯০%) এই বিষয় দুটো উল্লেখযোগ্য।

৪·১৮ ঊর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার তুলনা ঃ

ঊর্ধতন কর্মকর্তাদেরকে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তাদের কর্তব্য পালনে সমকক্ষতার তুলনা করতে বলায় তারা যে তুলনা চিত্র এঁকেছেন, সারণী ৫০এ তা বিবৃত হলো ঃ

সারণী—৫০

ঊর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার সমকক্ষতার তুলনা ঃ

পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার তুলনা	ঊর্ধতন কর্মকর্তা	শতকরা
মহিলা কর্মকর্তা পুরুষ কর্মকর্তার সমকক্ষ	৩৭	৩৭·০০
মহিলা কর্মকর্তা পুরুষ কর্মকর্তার মোটামুটি সমকক্ষ	৪২	৪২·০০
মহিলা কর্মকর্তা পুরুষ কর্মকর্তার সমকক্ষ নয়	১৯	১৯·০০
নিরুত্তর	২	২·০০
মোট	১০০	১০০%

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪২ ভাগ ঊর্ধতন কর্মকর্তা মহিলা কর্মকর্তাদেরকে পুরুষ কর্মকর্তাদের মোটামুটি সমকক্ষ বলেই বিবেচনা করেন। তবে শতকরা ১৯ জন ঊর্ধতন কর্মকর্তা মহিলাদেরকে পুরুষের তুলনায় সমকক্ষ মনে করেন না। কেন করেন না, সে বিষয়েও তাঁরা মতামত রেখেছেন। (সারণী – ৫৯ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৫১

উর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে মহিলা/পুরুষ কর্মকর্তার অসমকক্ষতার কারণ ঃ

কারণ সমূহ	উর্ধতন কর্মকর্তা	শতকরা
গুরু দায়িত্ব পালনে মহিলার সাহসের অভাব	৫	২৬°৩২
মহিলার কাজের প্রতি আমার আস্থা কম	২	১০°৫২
শারীরিক ও মানসিকভাবে মহিলারা দুর্বল	৫	২৬°৩২
সামাজিকভাবে মহিলারা কুসংস্কারাছন্ন এবং পারিবারিক সমস্যাগ্রস্থ	৩	১৫°৭৯
সকল সময় প্রয়োজনে মহিলাদেরকে কাজে পাওয়া সম্ভব হয়না	৩	১৫°৭৯
মহিলাদের মাঝে কর্মকর্তা সুলভ মনোভাব এখনও তৈরী হয়নি	১	৫°২৬
মোট	১৯	১০০%

সারণীর তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উর্ধতন কর্মকর্তাগণ (যাঁরা মহিলাদেরকে পুরুষের সমকক্ষ মনে করেননা, তাঁরা) মহিলাদেরকে (১) গুরু-দায়িত্ব পালনে সাহসের অভাব এবং (২) শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল মনে করে থাকেন বলে পুরুষ কর্মকর্তাদের সমকক্ষ বিবেচনা করেন না।

মহিলা কর্মকর্তাদেরকে 'পুরুষ কর্মকর্তার তুলনায় দায়িত্ব পালনে কিরূপ সময় লাগে' এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে জানানঃ (সারণী ৫২ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৫২

মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার দায়িত্ব পালনে সময়ক্ষেপনের তুলনা

সময়ের তুলনা	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
পুরুষের তুলনায় বেশী সময় লাগে	২	১°৩৩
পুরুষের তুলনায় সমান সময় লাগে	১১০	৭৩°৩৩
পুরুষের তুলনায় কম সময় লাগে	২৮	১৮°৬৭
প্রযোজ্য নয়(শিক্ষানবীশ)	১০	৬°৬৭
	১৫০	১০০%

৫৫ নং সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মহিলার দৃষ্টিতে(শতকরা ৭৩°৩৩) 'দায়িত্ব পালনে' বা যে কোন 'নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনে' মহিলাদেরকে পুরুষের সমান সময় লাগে। শতকরা ১৮°৬৭ ভাগ দাবী করেন যে, তাঁদের পুরুষের তুলনায় কম সময় লাগে।

৩.১৯ কার্য পরিবেশ ও মহিলা কর্মকর্তা ঃ

মহিলা কর্মকর্তাদেরকে তাদের কার্য পরিবেশের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শতকরা ৭৮.৬৭ ভাগ উত্তরে জানান, চাকরির ক্ষেত্র ও কার্য পরিবেশ তাদের অনুকূলে। বাকী ২১.৩৩ ভাগ কার্য পরিবেশের প্রতিকূলতার কথা ব্যক্ত করেন। প্রতিকূল অবস্থায় কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন সে বিষয়ে প্রদত্ত উত্তর ৫৩ নং সারণীতে দেখানো হলো ঃ

সারণী- ৫৩.

মহিলা কর্মকর্তাদের মতানুযায়ী কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূলতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের ধরন ঃ

ক্রমিক নং	সামঞ্জস্য বিধানের ধরন	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
১।	পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে	১২	৩৭.৫০
২।	নীরবে সহ্য করার মাধ্যমে	৭	২১.৮৮
৩।	ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করে	৭	২১.৮৮
৪।	নিজের দক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে	৮	২৫.০০
৫।	আচরণে মার্জিত ভাব এনে	২	৬.২৫
৬।	নিজের ব্যক্তিত্ব দ্বারা	৬	১৮.৭৫
৭।	যুক্তিতর্কের অবতারণার মাধ্যমে	২	৬.২৫
৮।	সততা ও ন্যায় পরায়ণতা দ্বারা	১	৩.১৩
৯।	ধৈর্য সহকারে পরিবর্তন এনে	১	৩.১৩
১০।	ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রত্যাশায় মেনে নিই	৩	৯.৩৮

(একাধিক উত্তর)

৫৩নং সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৩৭.৫০ ভাগ মহিলা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। 'নীরবে সহ্য করার মাধ্যমে' এবং 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে' (শতকরা ২১.৮৮ উভয় ক্ষেত্রেই) কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শতকরা ২৫ ভাগ জানান 'নিজের দক্ষতা প্রকাশ করেই' তাঁরা প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠছেন।

৩.২০ মহিলা কর্মকর্তাদের কাজের স্বীকৃতি প্রাপ্তি ঃ

মহিলা কর্মকর্তাগণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের কাজের কতটুকু স্বীকৃতি পান – সে বিষয়ে তাঁদের প্রদত্ত বিবৃতি সারণী ৫৪ তে দেখানো হলো ঃ

সারণী-৫৪

মহিলা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক কাজের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরিমান :

স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরিমান	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
পূর্ণ স্বীকৃতি পান	৮৭	৫৮.০০
স্বল্প স্বীকৃতি পান	৫৮	৩৮.৬৭
স্বীকৃতি পান না	৫	৩.৩৩
মোট	১৫০	১০০%

সারণীর ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মহিলাই (শতকরা ৫৮.০০ ভাগ) উর্ধতন কর্মকর্তার নিকট তাদের কাজের স্বী পূর্ণ স্বীকৃতি পান বলে জানিয়েছেন।

৪.২১ উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক দায়িত্ব বন্টনে নারী-পুরুষ বৈষম্য :

মহিলা কর্মকর্তাগণ 'উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক দায়িত্ব বন্টনে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যের শিকার হন কিনা' এ বিষয়ে (শতকরা ৬৪.৬৭ ভাগ) জানান যে, উর্ধতন কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব বন্টনে নারী/পুরুষের মাঝে কোন প্রকার বৈষম্য করেন না। কিন্তু বাকী ৩৫.৩৩ ভাগ (৫৩ জন) জানান, উর্ধতন কর্মকর্তাগণ বৈষম্য করে থাকেন। এই বৈষম্য সম্পর্কে বিবরণে তাঁরা বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন কাজ মহিলাদেরকে দেয়া হয়না'' এবং 'ঝামেলাপূর্ণ, বিরক্তিকর ও জটিল কাজগুলো মহিলাদেরকে দেয়া হয়।'

মহিলাদের শতকরা ৭.৫৫ ভাগ জানান, 'করুনা করে মহিলাদেরকে কম কাজ/ দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে।' (সারণী ৫৫ দ্রষ্টব্য)

সারণী-৫৫

মহিলা কর্মকর্তার মতানুযায়ী উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক নারী ও পুরুষ কর্মকর্তার মাঝে কর্ম বন্টনে বৈষম্যের ধরনঃ

ক্রমিক নং	কর্ম বন্টনে বৈষম্যের ধরন	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
১।	কার্যভার অধিক দেয়া হয়	২	৩°৭৭
২।	ঝামেলাপূর্ণ/বিরক্তিকর/জটিল কাজ দেয়া হয়	৮	১৫°০৯
৩।	অভিজ্ঞতা অর্জনের মত দায়িত্ব দেয়া হয় না	৩	৫°৬৬
৪।	সর্বদা ডেস্ক ওয়ার্ক দেয়া হয়	৫	৯°৪৩
৫।	দক্ষতা প্রকাশযোগ্য কাজ দেয়া হয় না	১	১°৮৯
৬।	যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেয়া হয় না	১	১°৮৯
৭।	করুনা করে কম দায়িত্ব দেয়া হয়	৪	৭°৫৫
৮।	সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কাজ দেয়া হয়না	১	১°৮৯
৯।	জনগণের সাথে মিশবার মত দায়িত্ব দেয়া হয়না	২	৩°৭৭
১০।	ফিল্ড ওয়ার্ক দেয়া হয়না	৫	৯°৪৩
১১।	আর্থিক/অন্যান্য সুবিধাযোগ্য দায়িত্ব দেয়া হয়না	৪	৭°৫৫
১২।	গুরুত্ব/মর্যাদা সম্পন্ন দায়িত্ব/কাজ দেয়া হয়না	১৬	৩০°১৮
১৩।	জটিল ও কঠিন কাজ দেয়া হয় না	৬	১১°৩২

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

মহিলা সংগঠনের সদস্যাবর্গকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁদের দৃষ্টিতে উর্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় কিনা। সারণী নং ৫৬ এ প্রাপ্ত জবাব সমূহ প্রতিফলিত হলোঃ

সারণী-৫৬

মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে উর্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি কৃত বৈষম্য মূলক আচরণ ঃ

উর্ধতন কর্মকর্তাদের বৈষম্য মূলক আচরণ	মহিলা সংগঠনের সদস্যা	শতকরা
উর্ধতন কর্মকর্তা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন	২৯	৫৮°০০
উর্ধতন কর্মকর্তা বৈষম্য মূলক আচরণ করেন না	২০	৪০°০০
নিরুত্তর	১	২°০০
মোট	৫০	১০০%

অত্র সারণীর প্রাপ্ত ফলাফল ও পূর্বতন সারণীর ফলাফলে দেখা যায় যে, মহিলা কর্মকর্তা ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের মতে উর্ধতন কর্মকর্তাগণ 'বৈষম্য মূলক আচরণ' করে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি ক্যাডারেই উর্ধতন কর্মকর্তা হচ্ছেন পুরুষ।

সম্ভবতঃ এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের প্রতি সামাজিক বৈষম্যের ফলে তাঁদের মাঝে অনুর্নিহিত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ - উপরোক্ত দুটো সারণীতে ঘটেছে। কেননা, পুরুষ সহকর্মীদের বক্তব্যে এসব অভিযোগের কোন ছায়াপাত দেখা যাচ্ছে না। (সারণী ৫৭ দ্রষ্টব্য)

সারণী- ৫৭

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরি ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত কিনা ঃ

মহিলাদের সুযোগ সুবিধার প্রকৃতি	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন	১২	৮.০০
মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন না	১৩৮	৯২.০০
মোট	১৫০	১০০%

সারণী নং ৫৭ এর প্রাপ্ত ফলাফল প্রমাণ করে যে, শতকরা ৯২ ভাগ পুরুষ সহকর্মীর মতে মহিলা কর্মকর্তাগণ কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না।

এ বিষয়ে পুরুষ কর্মকর্তাদের বক্তব্যের সঠিকতা নির্ণয়ে প্রণিধানযোগ্য একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। মহিলা কর্মকর্তা ও তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদেরকে 'পদোন্নতি প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয় কি না' এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা উভয় শ্রেণী যে উত্তর প্রদান করেছেন, সারণী ৫৮-তে তা দেখানো হলো ঃ

সারণী - ৫৮-

মহিলা কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে পদোন্নতি প্রাপ্তিতে কোনরূপ বৈষম্য করা হয় কি না ঃ

পদোন্নতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিন্যাস	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা	সর্বমোট	শতকরা
পদোন্নতিতে বৈষম্য করা হয়	১০	৬.৬৭	১৭	১১.৩৩	২৭	৯.০০
পদোন্নতিতে বৈষম্য করা হয় না	১৩৮	৯২.০০	১৩৩	৮৮.৬৭	২৭১	৯০.৬৬
জানা নেই	২	১.৩৩	-	-	২	.৬৭
মোট	১৫০	১০০%	১৫০	১০০%	৩০০	১০০%

সারণী নং৫৮ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা কর্মকর্তা এবং পুরুষ সহকর্মীদের উভয় শ্রেণীর [illegible] দের (যথাক্রমে শতকরা ৯২ ভাগ ও ৮৮·৬৭ ভাগ) দৃষ্টিতে পদোন্নতি প্রাপ্তিতে কোন প্রকারের নারী-পুরুষ বৈষম্য করা হয় না। অন্য একটি সারণী এ বিষয়ে লক্ষণীয় ঃ

সারণী – ৫৯

[illegible] দৃষ্টিতে পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে নারী/পুরুষ বৈষম্য ঃ

পদোন্নতি ও বদলীক্ষেত্রে বৈষম্য	[illegible]	শতকরা
[illegible]	২২	[illegible]
[illegible]	২৭	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]

[illegible] নিয়োগ [illegible], পুরুষ [illegible] করা হয় না।

৪·২২ [illegible] ঃ

[illegible] বিভিন্ন মহল [illegible] যে, উক্তক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের [illegible] হবেনা। [illegible] বিষয়ে [illegible]

[illegible] ৬০ [illegible] ঃ

সারণী – ৬০

[illegible] ঃ

[illegible]	[illegible]	শতকরা
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]

৬০ নং সারণীর তথ্যে দেখা যায় যে, ক্যাডার সার্ভিসে কর্মরত মহিলাদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে (শতকরা ৭০ ভাগ) 'মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা বিদ্যমান' রয়েছে। বাকী শতকরা ৩০ ভাগের দৃষ্টিতে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। যে ৪৫ জন 'নিরাপত্তার অভাব' বোধ করছেন, তাঁদের ৩২ জন ঢাকা মহানগরীর বাইরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২৪ জন একা একা বাসা ভাড়া নিয়ে কিংবা সরকারী কোয়ার্টারে বাস করেন। তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয় সম্পর্কে তাঁরা আলাপ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে 'অভিভাবকহীনতা, একাকী চলাফেরায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার হওয়া, রাত্রে বাসায় প্রহরার অভাব, পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন শৃংখলা রক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা, ইত্যাদি অন্যতম বলে ব্যক্ত হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, মহিলাদের নিকট এ সকল বিষয়ে নিরাপত্তা বোধের অভাব সম্ভবতঃ তাঁদেরকে ঢাকা মহানগরীতে বদলীর এক্সাগত প্রচেষ্টায় উদ্যোগী করে তুলছে। এর প্রতিকার হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের 'স্বামী-স্ত্রীর সম্ভবপর ক্ষেত্রে একই স্থানে নিয়োগের সরকারী নীতি, যথার্থভাবে পালন করা।

৪.২৩ বাংলাদেশের-আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের উপযোগী ক্যাডার নির্ধারণঃ

মহিলা কর্মকর্তাদেরকে তাঁদের উপযোগী প্রথম ১০ টি ক্যাডার চিহ্নিত করার জন্য আহবান জানানো হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশের মতামত অনুসারে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ১০ টি ক্যাডার চিহ্নিত হয়েছে। একই প্রশ্ন উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ এবং মহিলা সংগঠনের সদস্যাদেরকেও করা হয়েছিল। তাঁরা সকলেই উপযোগী হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ১৭ টি ক্যাডারকে চিহ্নিত করেছেন। ক্যাডারগুলো হচ্ছেঃ (১) সাধারণ শিক্ষা (২) স্বাস্থ্য (৩) পরিবার পরিকল্পনা (৪) সচিবালয় (৫) নিরীক্ষা ও হিসাব (৬) তথ্য (৭) কর (৮) পরিসংখ্যান (৯) অর্থ (১০) সমবায় (১১) ডাক (১২) শুল্ক ও আবগারী (১৩) প্রশাসন (১৪) বিচার (১৫) কারিগরী শিক্ষা (১৬) বাণিজ্য ও (১৭) পররাষ্ট্র।

সারণী-৬১
মহিলা কর্মকর্তা, উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের উপযোগী ১০টি ক্যাডার নির্ধারন ঃ

উপযোগী ক্যাডারের ক্রম নির্বাচন	উত্তরদাতা/দাত্রীদের শ্রেণী			
	মহিলা কর্মকর্তা	উর্ধতন কর্মকর্তা	জনসাধারন	মহিলা সংগঠনের সদস্যা
প্রথম	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
দ্বিতীয়	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	বিসিএস (স্বাস্থ্য)
তৃতীয়	বিসিএস (পঃপরিকল্পনা)	বিসিএস (পঃপরিকল্পনা)	বিসিএস (পঃপরিকল্পনা	বিসিএস (পঃপরিকল্পনা)
চতুর্থ	বিসিএস (সচিবালয়)	বিসিএস (হিঃ ও নিরীক্ষা)	বিসিএস (হিঃ নিরীক্ষা ও বিচার)	বিসিএস (সচিবালয়)
পঞ্চম	বিসিএস (সচিবালয়)	বিসিএস (সচিবালয়)	বিসিএস (সচিবালয়)	বিসিএস (কারিগরী শিক্ষা)
ষষ্ঠ	বিসিএস (অর্থ)	বিসিএস (হিঃ ও নিরীক্ষা)	বিসিএস (তথ্য, প্রশাসন)	বিসিএস (তথ্য)
সপ্তম	বিসিএস (কর)	বিসিএস (হিঃ ও নিরীক্ষা)	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	বিসিএস (বিচার, বাণিজ্য)
অষ্টম	বিসিএস (প্রশাসন, কর)	বিসিএস (সমবায়, শুল্ক ও আবগারী, পরিসংখ্যান)	বিসিএস (তথ্য)	বিসিএস (পররাষ্ট্র, সচিবালয়)
নবম	বিসিএস (হিঃও নিরীক্ষা, তথ্য)	বিসিএস (অর্থ)	বিসিএস (কারিগরী শিক্ষা)	বিসিএস (পরিসংখ্যান)
দশম	বিসিএস (সমবায়)	বিসিএস (ডাক)	বিসিএস (শুল্ক ও আরগারী)	বিসিএস (স্বাস্থ্য)

৪ শ্রেণীর উত্তরদাতাদের নির্ধারণকৃত ক্যাডারের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম তিনটি ক্যাডার ক্রমানুযায়ী (১) সাধারণ শিক্ষা (২) স্বাস্থ্য (৩) পরিবার পরিকল্পনা কে সকল শ্রেণী অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এটা থেকে অনুমিত হয় যে, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই তিনটি ক্যাডার মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যগত, নিরাপত্তাগত ও মানসিকতাগত দিক থেকে সবার নিকট উত্তম ও উপযোগী বলে বিবেচিত হচ্ছে। যাঁরা মহিলাদের চাকরি গ্রহণকে খুব একটা সমর্থন করতে আগ্রহী নন, তাঁরাও এই ৩টি ক্যাডার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন না।

যাঁরা মহিলাদের চাকরি সমর্থন করেন ; কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অফিস কক্ষের বাইরে কিংবা উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগকে সমর্থন জানাচ্ছেন না, তাঁরা বিসিএস সচিবালয়, তথ্য, ডাক, বাণিজ্য, কারিগরী শিক্ষা, সমবায়, বিচার ও অর্থ ক্যাডারগুলিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কাজযুক্ত ক্যাডারগুলোকে (যথাঃ বিসিএস আনসার, পুলিশ, বন, সড়ক ও জনপথ, রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য, রেলওয়ে প্রকৌশল, গণপূর্ত, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, টেলিযোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) কোন শ্রেণী সর্বান্তভাবে মহিলাদের উপযোগী বলে ভাবতে পারছেন না। এক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, উপজেলা বা প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়োগ দান, স্বাস্থ্যগত অসুবিধা, শালীনতার অভাব, একাকীত্ব, ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচিত হচ্ছে। বিসিএস প্রশাসনে যেহেতু মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব রয়েছে - তাই মহিলা কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কোন উত্তরদাতা শ্রেণীই এটাকে ততটা গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন না।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছেঃ মহিলা কর্মকর্তাগণ বিসিএস(জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, সড়ক ও জনপথ, গণপূর্ত, রেলওয়ে প্রকৌশল ও টেলিযোগাযোগ - এই পাঁচটি ক্যাডারে একেবারেই আসেননি বা খুবই নগন্য সংখ্যায় এসেছেন। অথচ এদেশে একটি প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয় ও ৪ টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় রয়েছে এবং প্রায় প্রতি বছর গড়ে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৬ ভাগ মহিলা শিক্ষার্থী ডিগ্রী প্রাপ্ত হচ্ছেন।[১] এদের প্রায় অর্ধাংশ বেসরকারী বা ক্যাডার বহির্ভূত সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেছেন বলে জানা যায়। বাকী অর্ধাংশ হয় চাকরি করেন না, কিংবা বিদেশে স্বামীর সাথে অবস্থান করছেন। এদের ক্যাডার সার্ভিসের প্রতি অনীহার কারণ বর্তমান ক্যাডার সার্ভিসের বেতনের আর্থিক 'স্বল্পতাই প্রধানতম বলে জানা গেছে, যা প্রকৌশলী মহিলাদেরকে ক্যাডার সার্ভিসে নিযুক্তিতে কোন ভাবেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে না।

৪.২৪ কোটা পদ্ধতি পর্যালোচনা :

'কোটা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের বিধিসিদ্ধ একটি প্রথা। এদেশে মহিলাদের জন্য ক্যাডার সার্ভিসে ১০%, নন ক্যাডার ও নন গেজেটেড পদে ১৫% এবং প্রাথমিক শিক্ষকতায় ৫০% কোটা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত শতকরা ১০ ভাগ কোটা পূর্ণ করা হচ্ছে কিনা এবং না হয়ে থাকলে তার প্রকৃত কারণ কি, সে বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের সম্যক জ্ঞান আবশ্যকীয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে সিভিল সার্ভিসের প্রায় প্রতিটি ক্যাডারে মহিলাদের আগমন হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৮২-, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উক্ত ৩ বছরের পরীক্ষায় সর্বমোট ১৭৬৪ জনকে ১২ টি ক্যাডারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৭৪ জন পুরুষ (৪৩.৮৮%), ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা (০.৪০%) এবং ২৩ জন মহিলা (১.৩০%) মেধা ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছেন। মেধা তালিকায় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হার খুবই নগন্য।

১। পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৮৬। ১৯৮৪-৮৫ সালের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর হার :

পুরুষ - ২২৯২	মহিলা - ১৪৭	মোট - ২৪৩৯
৯৩.৯৭%	৬.০৩%	১০০%

... ক্যাডারের সদস্যদের মেধা ও কোটা ওয়ারী বিভাগ ঃ

ক্যাডারের নাম	মেধা (৪৫%)			জেলাওয়ারী কোটা (৫৫%)			মোট			বরাদ্দকৃত মোট সং
	পুরুষ	মুক্তিযোদ্ধা	মহিলা	পুরুষ	মুক্তিযোদ্ধা	মহিলা	মোট পুরুষ	মোট মুক্তিযোদ্ধা	মোট মহিলা	
বিসিএস (প্রশাসন)	৪৬১ ৪১.৯১%	৭ ০.৬৩%	১৬ ১.৪৬%	৩৮৬ ৩৫.০৯%	১২০ ১০.৯১%	১১০ ১০.০০%	৮৪৭ ৭৭.০০%	১২৭ ১১.৫৪%	১২৬ ১১.৪৬%	১১০০ (১০০%)
বিসিএস (সচিবালয়)	৭৮ ৪৫.৮৯%		৪ ২.৩৫%	৬৭ ৩৯.৪১%	১০ ৫.৮৮%	১১ ৬.৪৭%	১৪৫ ৮৫.৩০%	১০ ৫.৮৮%	১৫ ৮.৮২	১৭০ (১০০%)
বিসিএস (পররাষ্ট্র)	১৮ ৫১.৪৩%			৭ ২০.০০%	৭ ২০.০০%	৩ ৮.৫৭%	২৫ ৭১.৪৩%	৭ ২০.০০%	৩ ৮.৫৭%	৩৫ (১০০%)
বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)	১৬ ৫৩.৩৩%			৪ ১৩.৩৩%	৮ ২৬.৬৭%	২ ৬.৬৭%	২০ ৬৬.৬৬%	৮ ২৬.৬৭%	২ ৬.৬৭%	৩০ (১০০%)
বিসিএস (খাদ্য)	১৫ ৪০.৫৪%			১৮ ৪৮.৬৫%	১ ২.৭০%	৩ ৮.১১%	৩৩ ৮৯.১৯%	১ ২.৭০%	৩ ৮.১১%	৩৭ (১০০%)
বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	৩০ ৪৮.৩৮%		১ ১.৬২%	২০ ৩২.২৫%	৫ ৮.০৬%	৬ ৯.৬৯%	৫০ ৮০.৬৪%	৫ ৮.০৬%	৭ ১১.৩০%	৬২ (১০০%)
বিসিএস (কর)	৩৮ ৪৭.৫০%			২০ ২৫.০০%	১৪ ১৭.৫০%	৮ ১০.০০%	৫৮ ৭২.৫০%	১৪ ১৭.৫০%	৮ ১০.০০%	৮০ (১০০%)
বিসিএস (পুলিশ)	৪৫ ৫১.৭২%			১৫ ১৭.২৪%	২০ ২৩.০০%	৭ ৮.০৪%	৬০ ৬৮.৯৬%	২০ ২৩.০০%	৭ ৮.০৪%	৮৭ (১০০%)
বিসিএস (রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)	৮ ৫০.০০%			৫ ৩১.২৫%	১ ৬.২৫%	২ ১২.৫০%	১৩ ৮১.২৫%	১ ৬.২৫%	২ ১২.৫০%	১৬ (১০০%)
বিসিএস (তথ্য)	৩৩ ৩৮.৩৭%		১ ১.১৬%	৪৩ ৫০.০০%	–	৯ ১০.৪৭%	৭৬ ৮৮.৩৮%	–	১০ ১১.৬২%	৮৬ (১০০%)
বিসিএস (ডাক)	২৭ ৫০.৯৪%		১ ১.৮৯%	১৯ ৩৫.৮৫%	১ ১.৮৯%)	৫ ৯.৪৩%	৪৬ ৮৬.৭৯%	১ ১.৮৯%	৬ ১১.৩২%	৫৩ (১০০%)
বিসিএস (বাণিজ্য)	৫ ৬২.৫০%			–	২ ২৫.০০%	১ ১২.৫০%	৫ ৬২.৫০%	২ ২৫.০০%	১ ১২.৫০%	৮ (১০০%)
মোট শতকরা	৭৭৪ ৪৩.৮৮%	৭ ০.৪০%	২৩ ১.৩০%	৬০৪ ৩৪.২৪%	১৮৯ ১০.৭১%	১৬৭ ৯.৪৭%	১৩৭৮ ৭৮.১২%	১৯৬ ১১.১১%	১৯০ ১০.৭৭%	১৭৬৪ (১০০%)

১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বি.সি.এস. পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মেধা ও কোটাওয়ারী হারের সুস্থ চেতনা:

(১২ টি বি.সি.এস. ক্যাডারের মহিলা, পুরুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা অনুসারে)

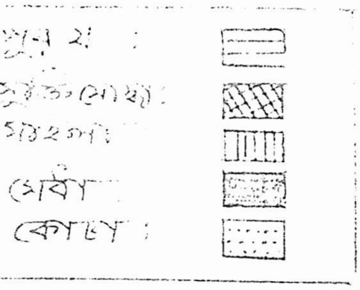

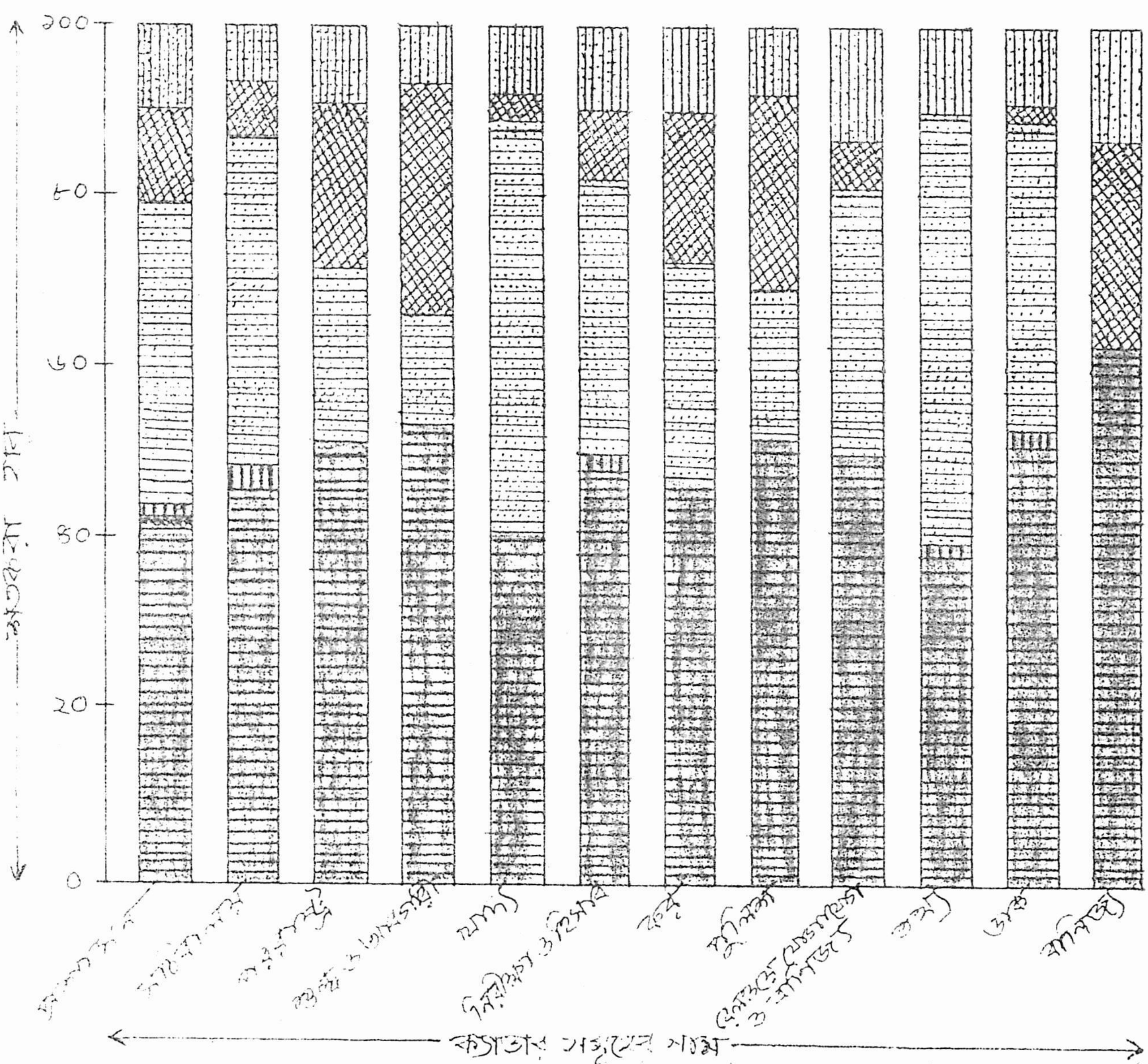

(সূত্র: পি.এস.সি. কর্তৃক প্রদত্ত উপাত্ত)

বি,সি,এস, পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত 'কোটা' সমর্থন করেন কিনা এবং সমর্থন করলে কোটার হার তাঁদের জন্য কত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে প্রাপ্ত উত্তর সারণী ৬২(খ) তে বিন্যস্ত হলো ঃ

সারণী-৬২(খ)

৫টি উত্তরদাতা শ্রেণী কর্তৃক কোটার হার নির্ধারণ ঃ

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

কোটার মাত্রা	উত্তরদাতা/দাত্রী শ্রেণী				
	মহিলা কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী	উর্ধতন কর্মকর্তা	জনসাধারন	মহিলা সংগঠনের সদস্যা
শতকরা ৫ ভাগ	১.৩৩	২.৬৭	১.০০	৮.০০	-
শতকরা ১০ ভাগ	১৮.৬৭	১৮.৬৭	২৬.০০	১৮.০০	৮.০০
শতকরা ১৫ ভাগ	১.৩৩	২.৬৭	৫.০০	১২.০০	৮.০০
শতকরা ২০ ভাগ	১৫.৩৪	১০.৬৭	৪.০০	৬.০০	২৮.০০
শতকরা ৩০ ভাগ	০.৬৭	৩.৩৩	৫.০০	১০.০০	২৪.০০
শতকরা ৩৫ ভাগ	৫.৩৩	-	-	-	-
শতকরা ৪০ ভাগ	১০.০০	০.৬৬	১.০০	২.০০	৮.০০
শতকরা ৫০ ভাগ	১.৩৩	২.৬৭	২.০০	-	-
কোটা সমর্থন করেন না	৩২.৬৭	৫৪.৬৬	৫০.০০	৩৮.০০	১৬.০০
শতকরা মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

সারণীর প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা কর্মকর্তা (৩২.৬৭%), পুরুষ সহকর্মী (৫৪.৬৬%), উর্ধতন কর্মকর্তা (৫০%) এবং জনসাধারণ (৩৮%) কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন না। আরো একটি বিষয়ে এই ৪ শ্রেণীর মতামতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলো, যাঁরা কোটা সমর্থন করেন, তাঁদের অধিকাংশই শতকরা ১০ ভাগ কোটা সমর্থন করেন। তবে ব্যতিক্রমধর্মী জবাব এসেছে মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের নিকট থেকে। তাঁদের অধিকাংশ (শতকরা ২৮ ভাগ) শতকরা ২০ ভাগ কোটার পক্ষপাতি। শতকরা ২৪ ভাগ ৩০% কোটার পক্ষপাতি। তবে মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের মধ্যেও ১৬ ভাগ কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন না।

কোটা পদ্ধতির কি কি সুফল রয়েছে, সে বিষয়ে ৫টি শ্রেণীর মতামত সারণী নং ৬৩ তে বর্ণিত হলো ঃ

সারণী-৬৩

উত্তরদাতা ৫টি শ্রেণীর যাঁরা কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে কোটার সুবিধাবলী ঃ

কোটা পদ্ধতি সমাজের জন্য কি সুফল বয়ে আনছে	উত্তরদাতা/দাত্রীদের শ্রেণী ম: কর্মকর্তা	পু: সহকর্মী	উ: কর্মকর্তা	জনসাধারণ	ম: স: সদস্যা
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে	৯°৩৭				৩৩°৩৩
নারীর চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে	১১°৪৬			৩৮°৭০	
চাকরির সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে	২৫°০০	৫১°৪৭	৫২°০০	৩২°২৫	১১°৯০
কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৫°২১				
সংখ্যাধিক্যের ফলে চাকরির পরিবেশ মহিলাদের অনুকূলে হচ্ছে	২৩°৫৪				৯°৫২
নারীর উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে	৬°২৫	৫৪°৪১	৪৬°০০	১২°৯২	১৪°২৯
নারী আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারছে	১৫°৬৩			৯°৬৯	৭°১৪
নারীর আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে	৩°১৩				
নারী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৫°২১	১°৪৭		৩°২২	
নারীর দক্ষতা সমাজের কাজে লাগার সুযোগ হচ্ছে	৫°২১	৪৭°০৭	৫২°০০		
নারীর প্রতি অনুকূল সামাজিক মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে	১৭°১৭			৯°৬৯	
মহিলা বেকারত্ব কমছে	৫°২১				
সিভিল সার্ভিসে নারীর আগমন সহজ হচ্ছে		২°৯৪		৬°৪৬	৪৭°৬২
নারী সমাজকে চাকরি গ্রহনে উৎসাহিত করা হচ্ছে	৫°২১	৫৭°৩৫	৫৪°০০	১৬°১২	৩৫°৭১
পরিবারের আর্থিক উন্নতি ঘটছে				৯°৬৯	
সমাজ ও রাষ্ট্র দূর্নীতিমুক্ত হচ্ছে				৩°২২	২°৩৮
নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে				৬°৪৬	
নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে				৩°২২	২°৩৮
জাতীয় উন্নতিতে নারী সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারছে				৬°৪৬	৯°৫২
নারীমুক্তি আন্দোলন সফল হচ্ছে					৪°৭৬
অন্যান্য			১০°০০	৩°২২	

যাঁরা কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন তাঁদের দৃষ্টিতে কোটার সুফল সমূহের বিবরণে দেখা যাচ্ছে যে, ৩টি বিষয়ে উপরোক্ত ৫টি শ্রেণীর মতামতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১) কোটার ফলে চাকরির সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে, (২) কোটার ফলে নারী সমাজ উচ্চ শিক্ষার প্রতি অগ্র আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং (৩) কোটার মাধ্যমে নারী সমাজকে চাকরি গ্রহণে উৎসাহিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এই তিনটি বিষয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, মহিলা কর্মকর্তার দৃষ্টিতে কোটার ফলে 'নারীর প্রতি অনুকূল সামাজিক মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে, 'পুরুষ সহকর্মী ও উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে 'নারীর দক্ষতা সমাজের কাজে লাগার সুযোগ ঘটছে, 'জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'নারীর চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে' এবং মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে 'নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।'

যারা কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন না, তারা কোটা পদ্ধতির কুফল সমূহ বিবৃত করেছেন। ৫টি শ্রেণীর বর্ণিত কুফল সারণী নং ৬৪ তে বিন্যস্ত হলো:

সারণী–৬৪

৫টি উত্তরদাতা শ্রেণীর যাঁরা কোটা পদ্ধতি সমর্থন করেন না তাঁদের দৃষ্টিতে কোটার ফলে সমাজে সৃষ্ট কুফল সমূহ:

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

কোটা পদ্ধতি সমাজের জন্য কি কুফল বয়ে আনছে	উত্তরদাতা/দাত্রী শ্রেণী				
	মঃকর্মকর্তা	পুঃকর্মকর্তা	উঃকর্মকর্তা	জনসাধারণ	মঃসঃসদস্যা
প্রকৃত মেধার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে	৯১.৮৪	৭৯.২৭	৭৮.০০	৬৬.৭০	৬২.৫০
প্রতিযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট হচ্ছে	৩৬.৭৩	-	-	২০.০১	৩১.২৫
নারী সমাজকে অযোগ্য ভাববার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে	৪৬.৯৪	-	-	৬.৬৭	১০০.০০
নারী সমাজের প্রতি পুরুষ সমাজের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে	১২.২৪	-	-	-	-
অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হচ্ছে	৮৩.৬৭	-	-	৬৬.৭০	-
দক্ষ পুরুষ প্রার্থী বঞ্চিত হচ্ছে	৩৪.৬৯	-	-	১৩.৩৪	১২.৫০
মহিলাদের অদক্ষতা/অযোগ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে	৫১.০২	-	-	-	-
পুরুষ ও মহিলার মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে	২২.৪৫	৪৬.৩৪	৪০.০০	৬.৬৭	-
পুরুষ বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে	৩৪.৬৯	-	-	১৩.৩৪	-
প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে	৫৯.১৮	৬৯.৫১	৬০.০০	২০.০১	২৫.০০
কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে	-	২৪.৩৯	২০.০০	-	-
পুরুষ চাকরি পেলে একটা পরিবার বাঁচে, নারী চাকরি পেলে তা হয় না	-	৮.৫৪	-	-	-
স্বজনপ্রীতি, তদবীর ও দূর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে	-	-	-	১৩.৩৪	১২.৫০
কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তা হীনমন্যতায় ভোগেন, যা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ক্ষতিকর	-	-	-	-	২৫.০০
অন্যান্য	-	-	১০.০০	-	-

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

সারণী নং৬৪ [illegible] করলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটো বিষয়ে উপরোক্ত ৫ শ্রেণীর উত্তরদাতা [illegible] ঐকমত্য প্রতিফলিত হয়েছে। সেগুলো হলোঃ (১) কোটা পদ্ধতির ফলে প্রকৃত মেধার প্রতি [illegible] করা হচ্ছে, এবং (২) এ [illegible] হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মতামতগুলো হচ্ছেঃ [illegible] সৃষ্টি [illegible] / [illegible] প্রার্থী [illegible] হচ্ছে এবং মহিলাদেরকে অযোগ্য [illegible] সৃষ্টি হচ্ছে'। পুরুষ [illegible] নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিতে 'পুরুষ ও মহিলার মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি [illegible] অসন্তোষ সৃষ্টি পাচ্ছে'। জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত [illegible]'। [illegible] দৃষ্টিতে 'মহিলাদের প্রতিযোগিতার মনোভাব [illegible]'। [illegible] মহিলা [illegible] (১০০১) একমত হয়েছেন যে, '[illegible] সৃষ্টি হচ্ছে'।

পুরুষ [illegible] প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে, তা হলোঃ '[illegible] পুরুষ চাকরি পেলে একটা পরিবার বাঁচে, কিন্তু একজন নারী চাকরি পেলে তা হয় না'। এই [illegible] প্রশাসনিক [illegible] আর্থ-সামাজিক [illegible] প্রেক্ষিতে একটা বিশেষ দিক তুলে ধরেছে। [illegible] পুরুষ চাকরি পেলে [illegible] স্ত্রী, সন্তান, বাবা, মা, ভাই-বোন সবাইকে ভরণ- [illegible], পরিবারগুলো পুরুষকেই চালাতে হয়। কিন্তু একজন মহিলা [illegible] পূর্ণ দায়িত্ব [illegible] না, বরং সহযোগী ভূমিকা পালন করতে [illegible] বাবা, মা কখনো বা ভাই পরিবারের কাউকে সাহায্য করতে পারেন। [illegible], স্বাভাবিক নিয়মে তার স্বামীও একজন চাকরিজীবি বা একটা ভাল পেশার অধিকারী [illegible], তাই পরিবার বাঁচানোর দায়িত্বটা পুরোপুরি মহিলার উপর বর্তায় না। এক্ষেত্রে, মহিলাদের [illegible] প্রাপ্তি [illegible] পুরুষদের চাকরি প্রাপ্তি [illegible] বেশী প্রয়োজনীয়। পুরুষ [illegible] চাকরি পেলে একটা [illegible] যেমন বাঁচে, তেমনি [illegible] একজন মহিলার ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়, [illegible] চাকরি প্রাপ্তিতে ঘটে না।

১২৫ সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা পর্যালোচনাঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ ২৭ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বর্তমানে নির্ধারিত রয়েছে। এই বয়ঃসীমা যথার্থ কিনা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় কিনা - এ বিষয়ে ৫টি শ্রেণীর নিকট প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। প্রাপ্ত উত্তর সারণী নং ৮৫তে বিন্যস্ত হলো ঃ

সারণী - ৮৫

৫টি শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মতানুযায়ী সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা নির্ধারণে মতামত

মহিলাদের নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা নির্ধারণ	উত্তরদাতা/দাতাদের শ্রেণী				
	সঃকর্মকর্তা	পুঃসহকর্মী	উঃকর্মকর্তা	জনসাধারণ	মঃসংসদস্যা
[illegible]		০.৬৭	১.০০	৪.০০	–
[illegible]	১২.০০	৪৪.০০	৪৭.০০	৩৮.০০	১২.০০
২৬ বছর		০.৬৭			
[illegible]		০.৬৭			
৩০ বছর	[illegible]	৩৭.৩৩	৪৩.০০	৪০.০০	৪৪.০০
৩২ বছর	২৩.৩৩	৭.৩৩	৩.০০	৪.০০	২৮.০০
৩৫ বছর	১২.৬৭	৫.৩৩	১.০০	৬.০০	১৬.০০
৩৮ বছর	২.০০				
৪০ বছর	০.৬৭				
নিরুত্তর				৮.০০	
সর্বমোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

(শতকরা হারে প্রকাশিত)

৮৫ নং সারণীতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মহিলা কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাবর্গের অধিকাংশই সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা হিসেবে ৩০ বছরকে নির্ধারণ করেছেন, (যথাক্রমে শতকরা ৬১.৩৩, ৪০.০০ ও ৪৪.০০ ভাগ)। পুরুষ সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অধিকাংশ সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা হিসেবে ২৭ বছর নির্ধারণ করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেছেন, (যথাক্রমে শতকরা ৪৪.০০ ও ৪৭.০০ ভাগ)। মহিলা কর্মকর্তা ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের যথাক্রমে ২৩.৩৩% ও ২৮% ভাগ সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩২ বছর হওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

৭.১৬ চাকরি ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের আনুকূল্য লাভ ঃ

সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরি ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিশেষ আনুকূল্য বা সুবিধা ভোগ করছেন কিনা (যা পুরুষ কর্মকর্তাগণ ভোগ করেন না) এ বিষয়ে পুরুষ সহকর্মীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত সারণী নং ৮৬তে দেখানো হলো ঃ

সারণী - ৮৬

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণের চাকরিক্ষেত্রে বিশেষ আনুকূল্য/সুবিধাভোগ ঃ

আনুকূল্য/সুবিধা ভোগ	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করেন না	১০৯	৭২.৬৭
মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরিক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করেন	৪১	২৭.৩৩
মোট	১৫০	১০০%

উপরোক্ত সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে (৭২.৬৭%) মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরি ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিশেষ সুবিধা/আনুকূল্য ভোগ করেন না। শতকরা ২৭.৩৩ ভাগের মতে বিশেষ আনুকূল্য/সুবিধা মহিলা কর্মকর্তাগণ ভোগ করে থাকেন।

যাঁরা মহিলাদের বিশেষ সুবিধা ভোগ এর কথা ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের মতে নিম্নলিখিত বিষয়ে মহিলা কর্মকর্তাগণ সুবিধা ভোগ করে থাকেন ঃ

সারণী-৬৭

পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাবলী ঃ

মহিলা কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাবলী	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
পছন্দ অনুযায়ী পোস্টিং এর সুবিধা ভোগ করেন	৪	৯.৭৬
আবাসিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভোগ করেন	২	৪.৮৮
নৈশ কালীন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান	৩	৭.৩২
তাদের উপস্থিতির বিলম্বজনিত এন্টি ধরা হয়না	৭	১৭.০৩
শিক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধামত সময়ে ক্লাশ নেয়ার সুযোগ পান	২	৪.৮৮
বিদেশে প্রশিক্ষণের বিষয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন	২	৪.৮৮
রুটিন কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন	৯	২১.৯৫
তাদের দোষত্রুটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হয়	৪	৯.৭৬
যানবাহন সুবিধা বেশী ভোগ করেন	২	৪.৮৮
অতিরিক্ত সময়ে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি পান	১৩	৩১.৭১
মাঠ পর্যায়ে ও ভ্রমন কার্য থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়	১১	২৬.৮৩
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানের বেশী সুবিধা ভোগ করেন	২	৪.৮৮
প্রসূতিকালীন ছুটির সুবিধা ভোগ করে থাকেন	৪	৯.৭৬
সংযুক্ত/পৃথক টয়লেটের সুবিধা ভোগ করে থাকেন	১	২.৪৪
যে কোন সময় ছুটি/বাড়তি ছুটির সুবিধা ভোগ করেন	১০	২৪.৩৯

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

সারণীর ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে (শতকরা ৬১.৭১ ভাগ) মহিলা কর্মকর্তাগণ 'অতিরিক্ত সময়ে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি পান' - যা পুরুষ কর্মকর্তাগণ পাননা। শতকরা ২৫.৮৩ ভাগ পুরুষ সহকর্মীর দৃষ্টিতে মহিলা কর্মকর্তাগণ 'রাত্র পর্যায়ের কাজ ও ভ্রমণ কার্য থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন' এবং শতকরা ২৪.৬১ ভাগের দৃষ্টিতে 'মহিলারা যে কোন সময় ছুটি ও বাড়তি ছুটির সুবিধা ভোগ করে থাকেন'। এছাড়া, ভারী কাজ থেকে তাদের অব্যাহতি প্রাপ্তি এবং উপস্থিতির বিলম্বজনিত ত্রুটি থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তি ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে।

২৭ চাকরিক্ষেত্রে মহিলাদের অসন্তোষ উৎপাদনকারী বিষয়াবলী ঃ

মহিলা কর্মকর্তাগণ তাদের চাকরিতে (সিভিল সার্ভিসে) নিযুক্তির ফলে কোন্ কোন্ বিষয়ে অসন্তোষবোধ করছেন, সে সম্পর্কে তাদের ব্যক্তকৃত অভিমত সারণী নং ৬৮-তে দেখানো হলো ঃ

মহিলা কর্মকর্তাদের অভিমতে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে প্রাপ্ত সন্তুষ্টির বিষয়াদি ঃ

ক্রমিক নং	সন্তোষ সৃষ্টিকারী বিষয়াদি	মহিলা কর্মকর্তা সংখ্যা- ১৪৭	শতকরা
১	আর্থিক সচ্ছলতা লাভ	২৫	১৭.০১
২	আত্ম নির্ভরশীলতা সৃষ্টি	১৩	৮.৮৪
৩	আত্ম সম্মান বৃদ্ধি	১৮	১২.২৪
৪	আত্ম তৃপ্তি লাভ	১৫	১০.২০
৫	অধীত বিষয়ের সাথে চাকরির সঙ্গতি প্রাপ্তি	৭	৪.৭৬
৬	অনুকূল কাজের পরিবেশ প্রাপ্তি	২	১.৩৬
৭	দেশ ও দশের সেবা করার সুযোগ প্রাপ্তি	৭	৪.৭৬
৮	অফিসের সুন্দর অবস্থান ও মান	১	০.৬৮
৯	সহকর্মীদের সহযোগিতা প্রাপ্তি	১০	৬.৮০
১০	দাপ্তরিক সুসম্পর্ক লাভ	১	০.৬৮
১১	কাজের স্বীকৃতি প্রাপ্তি	১	০.৬৮
১২	আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি	১২	৮.১৬
১৩	দক্ষতা অর্জনের সুযোগ	১	০.৬৮
১৪	দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ	১১	৭.৪৮
১৫	ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রাপ্তি	৬	৪.০৮
১৬	সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ	১	০.৬৮
১৭	দেশের সর্বস্তরে পরিচিতির সুযোগ	১৪	৯.৫২
১৮	বৈচিত্র্য পূর্ন জীবন যাপন লাভ	১	০.৬৮
১৯	অলস জীবন পরিত্যাগ	৩	২.০৪
২০	ঢাকায় নিয়োগ প্রাপ্তি	৮	৫.৪৪
২১	জ্ঞান চর্চার সুযোগ প্রাপ্তি	১	০.৬৮
২২	ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ লাভ	১	০.৬৮
২৩	ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা/নিরাপত্তা লাভ	৯	৬.১২
২৪	বহির্জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ	১	০.৬৮
২৫	সৌহার্দ পূর্ন ব্যবহার(সহকর্মীদের)	১২	৮.১৬
২৬	ছাত্র ছাত্রীদের শ্রদ্ধা প্রাপ্তি	১	০.৬৮
২৭	স্বামী-স্ত্রীর একই স্থানে নিয়োগ প্রাপ্তি	১৩	৮.৮৪

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

সারণীর তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মহিলা কর্মকর্তা (শতকরা ১৭'০১ ভাগ) চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে 'আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভে' সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। শতকরা ১২'২৪ ভাগ 'সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি' জনিত সন্তুষ্টি এবং শতকরা ১০'২০ ভাগ 'আত্ম তৃপ্তি লাভ' জনিত সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সন্তুষ্টির বিষয় হচ্ছে 'দেশের সর্বস্তরে পরিচিতির সুযোগ লাভ', 'স্বামী-স্ত্রীর একত্রে নিয়োগ লাভ' এবং 'আত্ম নির্ভরশীলতা' অর্জন।

দাপ্তরিক ভ্রমণ কার্যে মহিলা কর্মকর্তাদের অনুভূত সমস্যাবলী :

মহিলা কর্মকর্তাদেরকে দাপ্তরিক কার্যাদি পালনের ক্ষেত্রে কখনও কখনও মাঠ পর্যায়ের কার্যাদির পরিদর্শন, তদন্ত ও পরিচালনায় যেতে হয় এবং কখনও কখনও উর্ধতন অফিসে গমন বা অন্য কোনো ভ্রমণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরূপ ভ্রমণ কার্যে কোন প্রকার অসুবিধা তাঁরা বোধ করেন কিনা তা জানতে চাওয়া হলে সমূহ সারণী ৬৯এ বিন্যস্ত হলো :

সারণী - ৬৯

মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিতে তাঁদের দাপ্তরিক ভ্রমণে অসুবিধা সম্পর্কিত মতামত:

অসুবিধা হয় কি না	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
দাপ্তরিক ভ্রমণে অসুবিধা হয়	৭০	৪৬'৬৭
দাপ্তরিক ভ্রমণে কোন অসুবিধা হয়না	১৫	১০'০০
দাপ্তরিক ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না বা এখনও হয়নি	৬৫	৪৩'৩৩
মোট	১৫০	১০০%

সারণী নং ৬৯ এর ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মহিলা কর্মকর্তার (শতকরা ৪৬'৬৭ ভাগ) দাপ্তরিক ভ্রমণে অসুবিধা/সমস্যা হয়ে থাকে। শতকরা ১০ ভাগের কোন অসুবিধা হয়না এবং শতকরা ৪৩'৩৩ ভাগের দাপ্তরিক ভ্রমণের প্রয়োজন হয়না বা এখনও প্রয়োজন হয়নি।

যারা দাপ্তরিক ভ্রমণে সমস্যা বা অসুবিধা হয় বলে জানিয়েছেন, তাঁদের কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, তা সারণী নং-৭০ এ বিন্যস্ত হলো :

সারণী - ৭০

মহিলা কর্মকর্তাদের অফিসে দাপ্তরিক ভ্রমনে অসুবিধা সমূহ :

ক্রমিক নং	দাপ্তরিক ভ্রমনে অসুবিধা সমূহ	মহিলা কর্মকর্তা	শতকরা
১।	ভ্রমন কালীন রাত্রি যাপন	২৯	৪১.৪৩
২।	জনসাধারণের সমালোচনা	১১	১৫.৭১
৩।	নিরাপত্তার অভাব	২০	২৮.৫৭
৪।	যানবাহণ জনিত সমস্যা	৪২	৬০.০০
৫।	পুরুষ সহকর্মীদের বিরূপ ব্যবহার	৪	৫.৭১
৬।	খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা	১০	১৪.২৮
৭।	বাড়ীতে ছোট সন্তান রেখে যাওয়ায় উৎকন্ঠা	১১	১৫.৭১
৮।	সাথে নিজস্ব সঙ্গী নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা	৪	৫.৭১
৯।	অর্থ(টি,এ,বিল) বরাদ্দে বিলম্ব	১	১.৪৩
১০।	পায়ে হাঁটার অক্ষমতা	৪	৪.৭১
১১।	পারিবারিক দুশ্চিন্তা	৫	৭.১৪
১২।	অপর্যাপ্ত ডি-এ প্রাপ্তি	২	২.৮৬
১৩।	শারীরিক অবসাদ	২	২.৮৬
১৪।	টয়লেট জনিত সমস্যা	১	১.৪৩
১৫।	নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা	১	১.৪৩
১৬।	স্বামীর অবিশ্বাস সৃষ্টি	১	১.৪৩
১৭।	আত্মীয় স্বজনের সমালোচনা	১	১.৪৩

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

* ভ্রমনের প্রয়োজন হয়না = ৬৫
* কোন অসুবিধা হয়না = ১৫

সারণী নং ৭০ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা কর্মকর্তা দাপ্তরিক ভ্রমনে 'যানবাহণ জনিত সমস্যায়' ভুগে থাকেন। শতকরা ৪১.৪৩ ভাগ 'রাত্রি যাপন জনিত সমস্যা' এবং শতকরা ২৮.৫৪ ভাগ 'নিরাপত্তার অভাব' এর কথা ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া 'জনসাধারনের সমালোচনা' ও 'বাড়ীতে ছোট সন্তান রেখে যাওয়ায় বিরাজমান উৎকন্ঠা' জনিত সমস্যাও উল্লেখযোগ্য।

কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের অসুবিধা সমূহ :

চাকরিক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাগণ কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে বিষয়ে ৫ টি উত্তরদাতা শ্রেণীর নিকট থেকে অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল। সকল উত্তরদাতা শ্রেণী একাধিক সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সারণী নং ৭১ এ সে সব সমস্যা বিন্যস্ত হলো :

৩ টি উত্তরদাতা শ্রেণীর দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের বিদ্যমান অসুবিধা সমূহঃ সারণী-৭৩

(শতকরা হারে প্রদত্ত)

কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের অসুবিধা সমূহ	উত্তরদাতা/দাতী শ্রেণী				
	মঃ কর্মকর্তা	পুং সহকর্মী	উঃ কর্মকর্তা	জনসাধারণ	মঃসঃ সদস্য
যানবাহনের অসুবিধা	৪.০৮	১৩.৩৩	১৯.৫৯	২৮.২৬	২৮.০০
সংযুক্ত টয়লেটের অসুবিধা	২.০৪	২.০০	৪.১২	৬.৫২	১৪.০০
স্বামী-স্ত্রী দুজনের বাড়ী ভাড়া কর্তন	৬.৮০	-	-	-	৬.০০
অফিস কক্ষের অপ্রসস্থতা/অবস্থা	২.০৪	-	৩.০৯	-	
ঘন ঘন বদলী	৩.৫০	৩.৬৭	৩.০৯	-	২৪.০০
জনগণের বিরূপ সমালোচনা/প্রচলিত কুসংস্কার/মহিলাদের তুচ্ছ মনে করা	৮.১৬	৬.৬৭	-	১৩.০৪	১২.০০
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের খেয়ালীপনা/বৈষম্য	২.০৪	.৬৭	-	-	৩.০০
আবাসিক সুযোগের অভাব	৬.৮০	১৪.০০	১৩.৪৬	৩৪.৭৮	৩৮.০০
ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতির শৈথিল্য/সীমাবদ্ধতা	৪.৭৬	-	--	-	৪.০০
প্রত্যন্ত এলাকায়/অসুবিধাজনক স্থানে নিয়োগ	৩.৪০	-	১.০০	-	২.০০
ভ্রমনযোগ্য/মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে সমস্যা	.৬৮	১১.৩৩	৮.২৪	২.১৭	৬.০০
প্রশিক্ষণ অপ্রাপ্তি	১.৩৬	-	১.০০	৮.৭০	-
স্বামী-স্ত্রীর দুই স্থানে নিয়োগ দান	৮.৮৪	৮.০০	২৬.৮০	১১.৫৬	২৪.০০
রাজনৈতিক/বাইরের লোকের হস্তক্ষেপ/প্রভাব	২.০৪	-	২.০৬	-	-
বিদেশে প্রশিক্ষণ সুযোগের অভাব	২.০৪	-	--	-	-
বর্তমান বেতন স্কেলের স্বল্পতা	৭.৪৮	-	১.০০	-	-
মহিলা বলে কার্য পরিবেশ প্রতিকূল	১.৩৬	৬.৬৭	৭.২২	-	৪.০০
নিরাপত্তার অভাব	১.৫২	১০.০০	১৬.৪৯	৩২.৬১	২২.০০
পি,এস,সি, কর্তৃক যথেচ্ছ ক্যাডার নির্ধারণ	২.০৪	-	-	-	-
পুং কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বৈষম্য মূলক আচরণ	৪.৭৬	৩.৩৩	-	১৩.২২	১৬.০০

কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাদের অসুবিধা সমূহ	সঃ কর্মকর্তা	[illegible]	উঃ [illegible]	[illegible]	[illegible]
প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাব	২.১২	-	-	-	-
সন্তান বাড়ীতে রেখে আসায় উদ্বেগ	.৩৮	৭.৬৯	[illegible]	৩.২২	১৫.৩৮
কর্মচারী নিয়ন্ত্রনে অসুবিধা	১.০৮	১.৩৩	-	-	১.৬৫
পুরুষ মহিলা কর্মকর্তা হিসেবে [illegible] সমস্যা	.৩৩	.৩৭	-	৩.৩৩	-
কার্য দক্ষতার স্বীকৃতি না পাওয়া	.৬৮	.৬৭	-	-	-
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সাজ সরন্জাম/দ্রব্যাদির অভাব	১.১৬	-	৪.১২	-	-
'ডে কেয়ার সেন্টারের' অভাবে সন্তান লালনে জটিলতা	৩.৪০	-	-	-	২.৫০
শিফটিং ডিউটি, নাইটডিউটি পালন	২.০৪	-	-	-	-
'প্রমোটি' ও 'বি,সি,এস,ক্যাডার'দের মাঝে [illegible]	২.৭২	-	-	-	-
চাকরি ক্ষেত্রে পর্দা সংরক্ষনে/ধর্ম পালনে অসুবিধা	২.০৬	-	-	৬.৩২	-
কোন অসুবিধা নেই	২.০৪	-	১৮.৩৩	৫.৭০	-

([illegible] উত্তর [illegible] সম্ভব ছিল)

সারণী নং ৭১ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মহিলা কর্মকর্তাগণ তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে বিষয়ে ৫ টি উত্তর দাতা/দাত্রী শ্রেণী প্রায় ৩০ প্রকার প্রধান অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। তন্মধ্যে ৭ টি বিষয়ে উপরোক্ত ৫ টি শ্রেণীর সুকোরোক্তিতে ঐকমত দেখা যায়। সেগুলো হলো ঃ

(১) চলাচলের জন্য কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যানবাহনের অসুবিধা

(২) অফিস কক্ষে সংযুক্ত টয়লেটের/বাথরুমের অসুবিধা

(৩) চাকরিক্ষেত্রে মহিলাদের আবাসিক ব্যবস্থার অভাব

(৪) ভ্রমন যোগ্য/মাঠ পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের অসুবিধা

(৫) স্বামী/স্ত্রী (যাঁরা সরকারী চাকরিরত) দুই স্থানে/এলাকায় নিয়োগ প্রদান

(৬) নিরাপত্তার অভাব

(৭) সন্তান বাসায় রেখে যাসায় কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উদ্বেগ/উৎকন্ঠা এবং তজ্জন্য কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি ।

এই সাতটি সমস্যার মধ্যে প্রথমটির জন্যই মূলতঃ ৪র্থ সমস্যাটির জন্য। বেশীর ভাগ মহিলাই জানিয়েছেন যে, উপজেলা পর্যায়ে ভ্রমন কার্যের জন্য যানবাহন হিসেবে শুধুমাত্র মটর সাইকেল বরাদ্দ থাকে। মহিলাদের অধিকাংশই মটর সাইকেল পরিচালনায় অপারগ। যে নগন্য সংখ্যক মহিলা মটর সাইকেল চালাতে জানেন, তাঁরাও জনগণের সমালোচনার ভয়ে উপজেলা পর্যায়ে মটর সাইকেল চালাতে পারেন না। ৭ নং সমস্যাটি মহিলাদের জন্য বেশ প্রকট। যাঁদের সন্তান অনূর্ধ ৫ বছরের তাঁরা বাসায় সন্তান রেখে এসে উৎকন্ঠা বোধ করেন এবং উন্মনা থাকেন। তাঁরা সন্তান ঝি এর কাছে রেখে তৃপ্ত থাকতে পারেন না। কেউ কেউ বাসায় শাশুড়ী বা নিজের মাকে রাখতে বাধ্য হন। তাছাড়া সন্তানের অসুখ বিসুখে তাঁরা উদ্বিগ্ন থাকেন এবং কাজে মন বসাতে পারেন না। যাঁদের সন্তানের বয়স ৫ এর উর্ধে তাঁরা সন্তানের স্কুলে যাওয়া-আসার বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। এদের মতে, প্রতিটি উপজেলায় 'ডে কেয়ার সেন্টার' স্থাপন করা হলে সন্তান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে মন বসানো সম্ভব।

সমস্যা সমূহের মাঝে এই সাতটি ছাড়াও উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেঃ 'ঘন ঘন বদলী' 'জনগণের বিরূপ সমালোচনা', 'প্রশিক্ষণ না পাওয়া', 'রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী লোকদের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার', 'বর্তমান বেতন স্কেলের স্বল্পতা', 'পুরুষ কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ', 'প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সাজসরঞ্জাম/দ্রব্যাদির অভাব' এবং 'চাকরিক্ষেত্রে পর্দা প্রথা/ধর্ম পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি'। 'কোন অসুবিধা নেই' এরূপ মন্তব্যও করেছেন মহিলা কর্মকর্তা, উর্ধতন কর্মকর্তা এবং জনসাধারণ (যথাক্রমে শতকরা ২'০৪, ১৮'৫৬ ও [illegible]'৭০ ভাগ)।

৫. আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ ও মহিলা কর্মকর্তার চাকরি :

৫.১ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে মহিলাদের অনুর্ভুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট প্রভাব :

মহিলা কর্মকর্তাদের পুরুষ সহকর্মীবৃন্দের নিকট থেকে 'মহিলাদের ক্যাডারভুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে পতিত প্রভাব অনুকূল না প্রতিকূল' এ বিষয় বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে - তাঁদের শতকরা ৫৮.৬৮ ভাগ জানান, জাতীয় জীবনে পতিত প্রভাব অনুকূল। শতকরা ২৭.৩২ ভাগ জানান 'কোন প্রভাব নেই' - অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে আপাততঃ কোন অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব নিরূপণ করা যাচ্ছে না। শতকরা ১৪ ভাগ পতিত প্রভাব 'প্রতিকূল' বলে ব্যক্ত করেছেন।

একই বিষয়ে মহিলা কর্মকর্তাদের ঊর্ধতন কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা অনুকূল প্রভাব হিসেবে বিভিন্ন বিষয়কে যেমন নির্ধারণ করেছেন, প্রতিকূল প্রভাব হিসেবেও তেমনি বিভিন্ন বিষয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের ব্যক্তকৃত প্রভাবের বিষয় সমূহ সারণী নং ৭২ এ দেখা যেতে পারে।

সারণী-৭২

উর্ধতন কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট অনুকূল প্রভাবঃ

১ অনুকূল প্রভাবের বিবরণ	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী	জনসাধারণ	মহিলা সংগঠনের সদস্য
রাষ্ট্রীয় কাজে মহিলাদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে	২৩·০০	১৬·৬৭	৮·৪২	১০·০০
মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ উন্নত হচ্ছে	১৯·০০	১০·৬৭	৭·৮৯	৮·০০
মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে	১৬·০০	১৮·০০	২৬·৩১	৮·০০
মহিলাদের চাকরিতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে	১৬·০০	০·৬৭	৫·২৬	৮·০০
মহিলাদের দক্ষতা জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে।	১৯·০০	১০·৬৭	৭·৮৯	৮·০০
জাতীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে	১০·০০	০·৬৭	৫·২৬	৮·০০
মহিলা সমাজের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	৬·০০	১·৩৭	৩৬·৮৪	১৮·০০
মহিলারা স্বাবলম্বী হচ্ছে ও তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে	৫·০০	০·৬৭	২৮·৯৫	১২·০০
নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে।	৪·০০	৬·৬৭	–	–
মহিলা বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে	২·০০	৫·৩৩	১০·৫৩	২·০০
দেশে নারী চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে	২·০০	০·৬৭	৫·২৬	–
পরিবার পরিকল্পনার কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে	১·০০	৫·৩৩	১৫·০০	২·০০
মহিলাদের সৎ ও একনিষ্ঠ দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সমাজের অন্যরা প্রভাবিত হচ্ছে	১·০০	১·০০	–	১০·০০
উচ্চতর পদে মহিলাদের প্রবেশাধিকার সৃষ্টি হচ্ছে ও নারী পুরুষে সমানাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে	১·০০	১·০০	–	১০·০০
রাষ্ট্রীয় কাজে দায়িত্ব পালনে মহিলারা সচেষ্ট হচ্ছে	–	–	৫·২৬	–
মহিলা পুরুষ পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সাধিত হচ্ছে।	–	০·৬৭	–	–
রাষ্ট্র মহিলাদের জ্ঞান ও শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারছে	–	–	–	২·০০
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ফলে মহিলা সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি হচ্ছে	–	–	–	১২·০০
মহিলাদের শ্রম রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে	–	–	৩১·৫৮	–
মহিলাদের সমস্যাকে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাধানের সুযোগ হচ্ছে।	–	–	৮·০০	৮·০০

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

৭২ নং সারণীর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপরোক্ত ৪টি উত্তর দাতা শ্রেণীর দৃষ্টিতে মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট অনুকূল প্রভাবের মাঝে অন্যতম হচ্ছে, 'রাষ্ট্রীয় কাজে মহিলাদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া', 'মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া', 'মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ উন্নত হওয়া', 'মহিলাদের দক্ষতা জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা' ও 'মহিলা সমাজের অগ্রগতি সাধন ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়া'।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে (শতকরা ২৩ ভাগ) 'রাষ্ট্রীয় কাজে মহিলাদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া, 'পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের মতে (শতকরা ১৮ ভাগ) 'মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া', এবং জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের (যথাক্রমে শতকরা ৩৩.৮৪ ও ১৮ ভাগ) অধিকাংশের মতে 'মহিলা সমাজের অগ্রগতি সাধন ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়া' বিষয় তিনটি বিবৃত হয়েছে।

সারণী-৭৩

উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবঃ

প্রতিকূল প্রভাব	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী
পুরুষদের বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে	২৬.০০	১৯.০৪
প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে, নিরপেক্ষতা থাকছে না, অযোগ্যদের আগমন ঘটছে ও প্রশাসন দূর্বল হয়ে যাচ্ছে।	২২.০০	৩৩.৩৩
ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়/ধর্মীয় বন্ধন/অনুশাসন শিথিল হচ্ছে	২০.০০	১৪.২৯
পরিবার পরিচালনায় পুরুষদের অপারগ/অক্ষম করে দেয়া হচ্ছে	৬.০০	–
সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে	৬.০০	–
শিশু সন্তান গঠন ও লালন-পালনে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে	৬.০০	১৯.০৪
পারিবারিক শান্তি ও পরিবারের উত্তম দিকগুলো বিনষ্ট হচ্ছে	–	–
সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মূল্যবোধ ভেংগে যাচ্ছে	৪.০০	১৪.২৯
নারী স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৪.০০	–
মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন বিঘ্নিত হচ্ছে	৪.০০	–
চাকরি মহিলাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে	–	৪.৭৬
অযোগ্য ও অদক্ষ মহিলা দক্ষতার সাথে জাতীয় সেবা করতে পারে না	–	৪.৭৬
প্রার্থীর পছন্দমত স্থানে পোস্টিং দিতে সরকার বাধ্য হচ্ছে	–	৪.৭৬

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের দৃষ্টিতে মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবের বিষয় সমূহের মাঝে অন্যতম হলো : 'পুরুষদের বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া, 'প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস পাওয়া', নিরপেক্ষতা না থাকা, অযোগ্যদের আগমন ঘটছে ও প্রশাসন দুর্বল হয়ে যাওয়া, এবং 'ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়/ধর্মীয় বন্ধন/অনুশাসন শিথিল হওয়া'।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে (শতকরা ২৬ ভাগ) 'পুরুষদের বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া' এবং পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে (শতকরা ৩৩·৩৩ ভাগ) 'প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস পাওয়া, নিরপেক্ষতা না থাকা, অযোগ্যদের আগমন ঘটা ও প্রশাসন দুর্বল হয়ে যাওয়া' বিষয় দু'টি বিবৃত হয়েছে।

৫·২ <u>সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে তাঁদের পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট প্রভাব সমূহ</u>:

মহিলা কর্মকর্তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের পারিবারিক জীবনে কি কি অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত উত্তর সমূহ সারণী নং ৭৪ এ বিন্যস্ত হলো :

সারণী-৭৪

উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট প্রভাব :

অনুকূল প্রভাব	উত্তর দাতা	শতকরা	প্রতিকূল প্রভাব	উত্তর দাতা	শতকরা
পরিবারের উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি	১৪	১৪·০০	পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যার অভাব	৮	১৩·৫৬
পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি	৪	৪·০০	সন্তান-লালন-পালনে অপারগতা	২৮	৪৭·৫৮
পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি	৫৬	৫৬·০০	স্বামীর সেবায় অপারগতা	৩	৭·৫৮
ভাল কাজে সময় ব্যয়	১	১·০০	শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে	৮	১৩·৫৬
পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৪০	৪০·০০	বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি	১	১·৬৯
পারিবারিক প্রভাব বৃদ্ধি	২০	২০·০০	সংসারে অগোছালো বিশৃঙ্খলা অবস্থা	১১	১৮·৬৪
পারিবারিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি	২	২·০০	পরিবারের সদস্যদের প্রতিকূল দৃষ্টিভংগী	১	১·৬৯
স্বামী স্ত্রীর সমঝোতা বৃদ্ধি	১	১·০০	স্বামীর সাথে কলহ, ভুল বুঝাবুঝি বৃদ্ধি	৪	৬·৭৮
পারিবারিক স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি	১	১·০০	বিলাসিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	১	১·৬৯
পারিবারিক পরিচিতি বৃদ্ধি	২	২·০০	ধর্মীয় অনুশাসন বিনষ্ট হচ্ছে	১	১·৬৯
বিবাহের পথ সুগম হচ্ছে	১	১·০০	স্বামী থেকে দূরে থাকতে হয়	৫	৮·৪৭
পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি	১	১·০০	পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না	৬	১০·১৭
			পরিবারের সদস্যদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়	১	১·৬৯

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে (শতকরা ৫৬ ভাগ) মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে তাদের পারিবারিক জীবনে আপতিত প্রভাবের মাঝে অন্যতম হলো 'পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাওয়া' এবং শতকরা ৪০ ভাগের মতে 'পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া' উল্লেখযোগ্য।

প্রতিকূল প্রভাবের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শতকরা ৪১ ভাগের দৃষ্টিতে মহিলাদের পারিবারিক জীবনে চাকরিতে নিযুক্তির ফলে কোন প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে না। বাকী শতকরা ৫৯ ভাগ কোন না কোন প্রতিকূল প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে অধিকাংশের মতে (শতকরা ৪৭.৫৮ ভাগ) 'সন্তান লালন পালনে অপারগতা' এবং শতকরা ১৮.৬৪ ভাগের দৃষ্টিতে 'সংসারে অগোছালো বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া' উল্লেখযোগ্য।

৫.৩ <u>সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্ট অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব ঃ</u>

মহিলা কর্মকর্তাদের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব আপতিত হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের বক্তব্য সারণী নং ৭৫ এ বিবৃত হলো ঃ

সারণী - ৭৫

উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্ট প্রভাব :

অনুকূল প্রভাব			প্রতিকূল প্রভাব		
আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৫০	৫৭.৪৭	পরিবারের প্রতি অমনোযোগিতা বৃদ্ধি	১	৩.১২
আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৪৯	৫৬.৩২	ব্যস্ততা, খাটুনি বৃদ্ধি পাচ্ছে	১১	৩৪.৩৭
আত্ম-নির্ভরশীল/স্বাবলম্বী হচ্ছে	২৮	৩২.১৮	পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা আসছে	৪	১২.৫০
প্রতিভা/দক্ষতার প্রয়োগ হচ্ছে	৪	৪.৬০	একাকীত্ববোধ করছে	৪	১২.৫০
জ্ঞানের উন্মেষ/দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৪	৪.৬০	ভারসাম্যহীনতা বোধ করছে	২	৬.২৫
ব্যক্তি স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৮	৯.২০	ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হচ্ছে	৩	৯.৩৭
আত্ম-তৃপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে	৬	৬.৯০	বিলাসিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	১	৩.১২
সময়ের সৎ ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে	২	২.৩০	স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৩	৯.৩৭
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে	৮	৯.২০	সাহিত্য চর্চা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে	১	৩.১২
যোগ্যতার মূল্যায়ণ হচ্ছে	১	১.১৫	সাংসারিক কাজে পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	২	৬.২৫
ব্যক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে	২	২.৩০	একাধিক সন্তান লাভে অনাগ্রহ সৃষ্টি	১	৩.১২
সুখময় দাম্পত্য জীবন সম্ভব হচ্ছে	১	১.১৫	দাম্পত্য সুখ বিনষ্ট হচ্ছে	১	৩.১২
আত্ম সংযোম বৃদ্ধি পাচ্ছে	১	১.১৫	নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে	১	৩.১২
			আবাসিক সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে	১	৩.১২
			স্বাস্থ্যগত অসুবিধা দেখা দিচ্ছে	১	৩.১২

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

সারণীতে বিন্যস্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির ফলে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনে আপতিত অনুকূল প্রভাবের মাঝে উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ হচ্ছে : (১) আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া (শতকরা ৫৭.৪৭ ভাগের মতে), (২) আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাওয়া (শতকরা ৫৬.৩২ ভাগের মতে), (৩) আত্ম-নির্ভরশীল/স্বাবলম্বী হওয়া (শতকরা ৩২.১৮) ভাগের মতে ।

প্রতিকূল প্রভাবের মাঝে উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ হচ্ছেঃ (১) মহিলাদের ব্যস্তুতা/খাটুনী বৃদ্ধি পাওয়া (৩৪.৩৭%), (২) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া (১২.৫০%) এবং (৩) একাকীত্ব বোধ করা (১২.৫০%)।

সারণী ৭১ এর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ১০০ জন উর্ধতন কর্মকর্তার মাঝে ৮৭ জন অনুকূল প্রভাবের বিষয় ব্যক্ত করেছেন, ৩২ জন প্রতিকূল প্রভাবের কথা বলেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁদের দৃষ্টিতে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনে চাকরির ফলে অনুকূল প্রভাবই বেশী মাত্রায় আপতিত হচ্ছে।

৫.৪ <u>বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে চাকরিরত মহিলাদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভংগী</u>ঃ

মহিলাদের পালিতা দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে জনগণের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ক্যাডারে কর্মরত মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ৭৩ নং সারণীতে মাঠ পর্যায়ের মহিলাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের দেয়া মতামতের একটি চিত্র পাওয়া যায়ঃ

সারণী-৭৫

ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের মতে তাঁদের কর্ম দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জনগণের মনোভাবঃ

জনগণের মনোভাব	হাঁ	না	জানিনা	মোট
কর্ম দক্ষতার উপর শ্রদ্ধাশীল	১০২ ৬৮.০০%	৩৭ ২৪.৬৭%	১১ ৭.৩৩%	১৫০ ১০০%
ব্যবহারে ও কাজে আস্থাবান	১১৫ ৭৬.৬৭%	২৪ ১৬.০০%	১১ ৭.৩৩%	১৫০ ১০০%
সুদক্ষ প্রশাসন ও বিচার কার্যে সংযুক্ত	১০৩ ৬৮.৬৭%	৩৬ ২৪.০০%	১১ ৭.৩৩%	১৫০ ১০০%
দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাবান	৮৪ ৫৬.০০%	৫৫ ৩৬.৬৭%	১১ ৭.৩৩%	১৫০ ১০০%

৭৬-৮৩ নং সারণীর বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৫০ জন মহিলা কর্মকর্তার মাঝে 'মহিলাদের কর্ম দক্ষতার উপর জনগণ শ্রদ্ধাশীল কিনা' এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৬৮ ভাগ উত্তরদাত্রী তাদের 'কর্মদক্ষতার উপর জনগণ শ্রদ্ধাশীল' বলে জানিয়েছেন। শতকরা ২৪°৬৭% ভাগ উত্তরদাত্রী 'জনগণ তাদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন' বলে মত ব্যক্ত করেছেন। শতকরা ৭৬°৬৭ ভাগের মতে মহিলাদের ব্যবহারে ও কাজে জনগণ আস্থাবান। শতকরা ১৬ ভাগ উত্তরদাত্রীর মতে তাদের কাজে জনগণ আস্থাবান নন। সুদক্ষ প্রশাসন ও বিচার কার্যে জনগণ সন্তুষ্ট' এই মতামতের পক্ষে শতকরা ৬৮°৬৭% ভাগ মহিলা মত দিয়েছেন। শতকরা ২৪ ভাগ উত্তরদাত্রী বলেছেন 'জনগণ তাদের সুদক্ষ প্রশাসন ও বিচার কার্যে সন্তুষ্ট নন।' শতকরা ৫৬ ভাগ মহিলার মতে জনগণ মহিলাদের 'দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাবান' শতকরা ৩৬°৬৭ ভাগের মতে আস্থাবান নন। শতকরা ৭°৩৩ ভাগ সর্বক্ষেত্রেই 'জানিনা' মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৫°৫ <u>মহিলাদের প্রতি উর্ধতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের মনোভাব/দৃষ্টিভংগীঃ</u>

সারণী-৭৭

ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের কাজের প্রতি উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের পোষিত মনোভাব

পোষিত মনোভাব	উর্ধতন কর্মকর্তা	শতকরা	পুরুষ সহকর্মী	শতকরা
খুব ভাল	৮	৮°০০	-	-
ভাল	৬৩	৬৩°০০	১১০	৭২°৪৬
মোটামুটি	২৪	২৪°০০	৩২	২২°৫৩
খারাপ	৩	৩°০০	-	-
নিরুত্তর/প্রযোজ্য নয়	২	২°০০	৮	৫°০১
মোট	১০০ জন	১০০%	১৫০ জন	১০০%

উপরের সারণীতে ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের কাজের প্রতি তাদের উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীর পোষিত মনোভাবের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো। এতে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক (শতকরা ৬৩ ভাগ) উর্ধতন কর্মকর্তা ও পুরুষ সহকর্মীদের শতকরা ৭২°৪৬ ভাগ মহিলাদের কাজের প্রতি 'ভাল' মনোভাব পোষন করে থাকেন। উর্ধতন কর্মকর্তাদের শতকরা ২৪ ভাগ ও পুরুষ সহকর্মীদের শতকরা ২২°৫৩ ভাগ মহিলাদের কাজের প্রতি 'মোটামুটি ভাল' মনোভাব পোষন করে থাকেন। শতকরা ৮ ভাগ উর্ধতন কর্মকর্তার মতে মহিলারা দায়িত্ব পালনে 'খুব ভাল'। শতকরা ৩ ভাগ উর্ধতন কর্মকর্তা মহিলাদের কাজ 'খারাপ' বলে মনে করে থাকেন।

৫.৬ মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে ক্যাডারে কর্মরত মহিলাদের প্রতি তাদের পুরুষ সহকর্মীদের পোষিত মনোভাব ঃ

ক্যাডারভুক্ত মহিলাদের কাজের প্রতি তাদের পুরুষ সহকর্মীগণ কিরূপ মনোভাব বা দৃষ্টিভংগি পোষণ করে থাকেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভের জন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের নিকট হতে মতামত গ্রহণ করা হয়। পুরুষ সহকর্মীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী জানার জন্য মহিলা সংগঠনের সদস্যাদেরকে ৪টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে বলা হয়। নীচের সারণীতে এই বিষয়ে ধারনা পাওয়া যাবে।

সারণী-৭৮

মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভিসের মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি পুরুষ সহকর্মীদের পোষিত মনোভাব/দৃষ্টিভংগী ঃ

মনোভাবের বিবরণ	উত্তরদাত্রী	শতকরা
সহযোগিতামূলক	৩৫	৭০.০০
অসহযোগিতামূলক	১০	২০.০০
বিদ্বেষমূলক	২	৪.০০
প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক	১	২.০০
নিরুত্তর	২	৪.০০
সর্বমোট	৫০	১০০%

৭৮ নং সারণীর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৭০ ভাগ মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের মতে পুরুষ সহকর্মীগণ ক্যাডারে কর্মরত মহিলাদের প্রতি 'সহযোগিতামূলক' দৃষ্টিভংগী পোষণ করে থাকেন। শতকরা ২০ ভাগ উত্তরদাত্রীর মতে পুরুষ সহকর্মীরা মহিলাদের প্রতি 'অসহযোগিতা মূলক', শতকরা ৪ ভাগের মতে 'বিদ্বেষমূলক,' মাত্র শতকরা ২ ভাগ উত্তরদাত্রীর মতে পুরুষ সহকর্মীরা মহিলা কর্মকর্তার প্রতি 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক' মনোভাব পোষণ করে থাকেন।

৫.৭ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামীদের মনোভাব :

সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাদের স্বামীগণ মহিলাদের চাকরি জীবনকে কিভাবে দেখছেন এবং তা সহজভাবে গ্রহণ করেন কিনা তা জানা প্রয়োজন। এই বিষয়ে মহিলা কর্মকর্তাদের উত্তর থেকে জানা যায় যে, ১২০ জন বিবাহিতা মহিলার স্বামীদেরমধ্যে ১১৫ জন (৯৫.৮৩%) মহিলার স্বামী মহিলাদের চাকরি করাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন।

(বাকী ৩০ জন মহিলার ২৬ জন অবিবাহিতা, ৩ জন বিধবা ও ১ জন তালাকপ্রাপ্তা)। মোট ৫ জন (৪.১৭%) স্বামী মহিলাদের চাকরিকে সহজভাবে গ্রহণ করেননা।

৫.৮ স্বামী কর্তৃক চাকরি জীবন সহজভাবে গহণ না করার কারণ বিশ্লেষণ :

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, কর্মরত মহিলাদের মাত্র ৫ জন(৪.১৭%) স্বামী মহিলাদের চাকরি করাকে সহজভাবে গ্রহণ করেননা। এই ৫ জনকে মূল সংখ্যা ধরে কেন তাঁরা স্ত্রীদের চাকরি করাকে সহজভাবে গ্রহণ করেননা তা শতকরা হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে চাকরি করাকে সহজভাবে গ্রহণ না করার কারণের বিশ্লেষণ দেয়া হলো :

সারণী-৭৯

মহিলাদের স্বামী কর্তৃক তাঁদের চাকরি জীবন সহজভাবে গহণ না করার কারণ :

কারণ সমূহ	উত্তরদাত্রী	শতকরা
সাংসারিক অব্যবস্থা/বিশৃংখলার জন্য	১	২০.০০
সন্তান লালন-পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য	৩	৬০.০০
স্বামীর পরশ্রীকাতরতা মূলক মানসিকতা	১	২০.০০
পরিবারকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে না পারার জন্য	২	৪০.০০

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

৭৯ নং সারণীতে মহিলাদের চাকরি করাকে স্বামী কর্তৃক সহজভাবে গ্রহণ না করার কারণের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'সন্তান লালন-পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে' শতকরা ৬০ ভাগ স্বামী মহিলাদের চাকরি করাকে সমর্থন করেন না। পরবর্তী যে কারণে চাকরি করাকে সমর্থন করেন না তাহলো 'পরিবারকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে না পারার কারণে'। এই কারণ ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৪০ ভাগ।

৫.৯ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হবার ফলে মহিলাদের প্রতি আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের পোষিত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী :

মহিলা কর্মকর্তাগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তির পর তাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ কিরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী তাঁদের প্রতি পোষণ করেন, তার উত্তরে প্রাপ্ত তথ্য এখানে বিন্যস্ত হলো:

সারণী-৮৩

মহিলা কর্মকর্তাদের মতে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ কর্তৃক তাঁদের প্রতি পোষিত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী :

দৃষ্টিভংগীর বিবরণ	উত্তরদাত্রী	শতকরা
আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সম্মানের সাথে দেখে থাকেন	১২৯	৮৬.০০
আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ গর্বের সাথে দেখে থাকেন	৩৯	২৬.০০
আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সমালোচনার সাথে দেখে থাকেন	১৪	৯.৩৩
আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ অনুকম্পার সাথে দেখে থাকেন	১	০.৬৭

প্রাপ্ত উত্তরের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শতকরা ৮৬ ভাগ মহিলা কর্মকর্তার মতে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণ তাদেরকে 'সম্মানের সাথে' দেখে থাকেন। শতকরা ২৬ ভাগের মতে 'গর্বের সাথে', ৯.৩৩ ভাগের মতে 'সমালোচনার সাথে' ও ০.৬৭ ভাগের মতে 'অনুকম্পার সাথে' দেখে থাকেন। প্রাপ্ত তথ্য প্রমান করে যে, সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের চাকরি করাকে অন্যরা হেয় চোখে দেখেন না, বরন্তু সম্মান ও গর্বের সাথেই দেখে থাকেন।

৬. সুপারিশ

সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের সমস্যাদি শুধুমাত্র তাঁদেরকেই প্রভাবিত করেনা, বরঞ্চ সমগ্র উন্নয়ন ও প্রশাসন ব্যবস্থা এতে প্রভাবিত হয়। উন্নয়ন ও প্রশাসনকে একটি মানব দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যে কোন অংগের দুর্বলতা বা অসুবিধা যেমন গোটা মানব দেহকে অসুস্থ বা অকেজো করে ফেলে, তেমনি উন্নয়নও প্রশাসনের একটি অংগ হিসেবে মহিলা কর্মকর্তাদের অসুবিধা সমূহ উন্নয়ন ও প্রশাসনকেও দূর্বল করে ফেলতে পারে।

বর্তমান গবেষণায় উত্তরদাতা/দাত্রীগণ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিক্ষেত্রকে অধিকতর উপযোগী করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত সুপারিশ পেশ করেছেন। চাকরির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সুপারিশগুলো সম্পৃক্ত।

৬.১ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরি সংক্রান্ত সুপারিশ :

উত্তরদাতা/দাত্রীদের মাঝে একটি বিশেষ প্রবনতা দেখা গেছে যে, তাঁরা সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত মহিলা কর্মকর্তাদেরকে কর্মকর্তা হিসেবে যতটা বিবেচনা করেছেন, 'মহিলা' হিসেবে বিবেচনা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই, প্রদত্ত সুপারিশে মহিলা কর্মকর্তাদেরকে একটি আলাদা শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের চাকরি জীবনকে যথাসাধ্য সহজ ও নির্বিঘ্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। চাকরি সংক্রান্ত সুপারিশগুলোকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) মহিলাদের উপযোগী চাকরি নীতি নির্ধারণ ও (খ) চাকরিক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সুপারিশ সমূহের সংগতি বিবেচনা অনেকাংশে উপেক্ষিত হয়েছে।

(ক) মহিলাদের উপযোগী চাকরি নীতি নির্ধারণ :

বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে ও অন্যান্য চাকরিতে মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র 'প্রসূতিকালীন ছুটি' ব্যতীত পুরুষের তুলনায় অন্য কোন প্রকারের আলাদা সুযোগ প্রদানের নীতি নির্ধারিত নেই। তাছাড়া 'ক্যাডার' নির্বাচনেও আলাদা ভাবে বিবেচনার কোন অবকাশ

নেই। কিন্তু প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহে দেখা যাচ্ছে যে, বি,সি,এস, সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে মহিলাদের অধিক হারে নিয়োগ দানের নীতি প্রণয়নের সুপারিশ এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের পক্ষ থেকে। উপযোগী ক্যাডারে (সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সচিবালয়, অর্থ, তথ্য, পরিসংখ্যান, কারিগরী শিক্ষা ও সমবায় ক্যাডার) নিয়োগের সুপারিশ করেছেন পুরুষ সহকর্মী, উর্ধতন কর্মকর্তা ও জনসাধারণের যথাক্রমে শতকরা ১৫'০০, ১৫'৭৫, ও ১৮'৭০ ভাগ।

মহিলাদের সমস্যা বিশ্লেষণ ও দূরীকরণে পৃথক সেল গঠনের এবং প্রশাসন ক্যাডারে মহিলাদের নিয়োগ বন্ধ করণের সুপারিশ জানিয়েছেন পুরুষ সহকর্মীদের উভয়ক্ষেত্রে শতকরা ১৪'০০ ভাগ। জনসাধারণের শতকরা ১২'১৭ ভাগ প্রশাসন ক্যাডারে মহিলাদের নিয়োগ বন্ধের সুপারিশ করেছেন।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো, হার্ডশীপ ভাতা, অনূর্ধ ২ সন্তান ভাতা এবং বিবাহ ও প্রসূতি কালীন ভাতা প্রবর্তন, নৈমিত্তিক ও প্রসূতিকালীন ছুটির পরিমান বৃদ্ধি, নীতি নির্ধারণী ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দান এবং যে কোন অভিযোগ সরাসরি কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য স্বাধীনতা প্রদান।

(খ) চাকরিক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দান :

মহিলাদের অফিসে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষে মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের যথাক্রমে শতকরা ১১'৮৯, ১৫'০০, ২০'৬৯, ১৫'২১ ও ১৮'০০ ভাগ সুপারিশ করেছেন। কর্মস্থলের নিকটে শিশু শিক্ষা ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উক্ত পাঁচ শ্রেণীর যথাক্রমে ৯'৭৯, ৯'০০, ৬'৯০, ২'১৭ ও ১৬'০০ ভাগ প্রস্তাব দিয়েছেন। বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করণে প্রস্তাব এসেছে মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী এবং উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে যথাক্রমে শতকরা ৩'৫৯, ১৩'০০ ও ৩'৪৪ ভাগ।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য হলো: মহিলা কর্মকর্তাদের পৃথক সংযুক্ত টয়লেট সহ অফিস কক্ষ, অফিসের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও কর্মচারী পদাদের নিশ্চয়তা বিধান এবং মহিলা কর্মকর্তা ও তাঁর সন্তানদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নিশ্চিত করণ।

বর্ণিত সুপারিশ সমূহের মধ্যে বেশ কিছু অযৌক্তিক সুপারিশ রয়েছে - যেগুলো কোন ভাবেই বিবেচনা যোগ্য মনে করা যায়না। তবে যেগুলো যৌক্তিক, সেগুলো পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন : মহিলাদের অফিস যাতায়াতের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা,

সংযুক্ত টয়লেটসহ আলাদা অফিস কক্ষ, অনূর্ধ ২ সন্তান তারা – যা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক, বি,সি,এস, সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে অধিক হারে নিয়োগদান। কেননা, এই দুটি ক্যাডার অভ্রমণযোগ্য এবং মহিলাদের মন মানসিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৬.২ দায়িত্ব প্রদান ও কর্মবন্টন :

কর্মকর্তা হিসেবে একজন পুরুষের মত একজন মহিলাকেও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁদের ঊর্ধতন কর্মকর্তা কর্মবন্টনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দায়িত্ব প্রদান করবেন – এমনটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই গবেষণার অন্যান্য তথ্যে জানা গেছে যে, ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ কম শারীরিক পরিশ্রম যোগ্য এবং মহিলাদের উপযোগী দায়িত্বই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তাকে অর্পন করে থাকেন।

কি ধরণের দায়িত্ব মহিলা কর্মকর্তাগণকে দেয়া হলে তা অধিকতর উপযোগী হবে— তা নির্ধারণে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতা/দাত্রীগণ তাঁদের মতামত ও সুপারিশ পেশ করেছেন। জনসাধারণের প্রায় ১/৬ অংশ এবং মহিলা সংগঠন সদস্যদের প্রায় [illegible] অংশ পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার মাঝে কোন প্রকার ভেদাভেদ না করেই কর্ম বন্টনের সুপারিশ করেছেন। তবে অধিক ভ্রমন যোগ্য দায়িত্ব প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন জনসাধারণের শতকরা ২৮.২৬ ভাগ এবং মহিলা সংগঠন সদস্যদের শতকরা ৬৬.৩৬ ভাগ। যাঁরা ভ্রমন যোগ্য দায়িত্ব প্রদানে সমর্থন জানিয়েছেন— তাঁরাও রাত্রিযাপন, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, সন্তানের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার সুপারিশ করেন।

শতকরা ২০.৮৩ ভাগ জনসাধারণ ২০.০০ ভাগ মহিলা সংগঠন সদস্য, ১০.০০ ভাগ পুরুষ সহকর্মী ও ৩.৬০ ভাগ ঊর্ধতন কর্মকর্তা মহিলাদেরকে দাপ্তরিক দায়িত্ব (ডেস্ক ওয়ার্ক) প্রদানের প্রস্তাব রেখেছেন।

এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ, শারীরিক পরিশ্রম যোগ্য, নৈশকালীন দায়িত্ব ও রুটিন কার্যাবলীর দায়িত্ব মহিলাদের না দিয়ে তাঁদের আগ্রহ, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ এসেছে। (সারণী ৮৬ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৮৬

দায়িত্ব প্রদান ও কর্মবন্টন সম্পর্কিত সুপারিশ ঃ

সুপারিশ সমূহ	জনসাধারণ	মহিলা সং সদস্যা	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী	মহিলা কর্মকর্তা
শুধুমাত্র দাপ্তরিক দায়িত্ব (ডেস্ক ওয়ার্ক) প্রদান করা উচিত	২০°৮৩	২০°০০	৪°৬০	১৩°০০	-
মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে কর্মবন্টন ও দায়িত্ব প্রদান করা উচিত	১৮°৭৫	৩০°০০	-	-	-
যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মবন্টন	৮°৩৩	১৪°০০	-	-	-
ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে দায়িত্ব প্রদান	৬°২৬	-	-	-	-
কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী নারী-পুরুষের মাঝে দায়িত্ব বন্টন করা উচিত	৮°৩৩	-	-	-	-
জটিল ও কষ্টসাধ্য দায়িত্ব প্রদান করা উচিত নয়	১৬°৬৫	১০°০০	-	-	-
গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া উচিত নয়	১৪°৫৯	৪°০০	৩°৪৫	৮°০০	-
অধিক ভ্রমণযোগ্য দায়িত্ব দেয়া উচিত নয়	৭৮°২৬	৬১°৩৬	-	-	-
নৈশকালীন দায়িত্ব দেয়া উচিত নয়	২°৫১	২°০০	-	-	১°৪০
মহিলাদের আগ্রহ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান	-	১০°০০	-	-	-
নীতিনির্ধারণী ও গঠনমূলক দায়িত্ব পালনে সুযোগ দান	-	১০°৫০	-	-	-
শারীরিক পরিশ্রম যোগ্য কাজ দেয়া উচিত নয়	-	-	১°১৫	-	-
ভ্রমনকালে থাকা, খাওয়া ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান	২°১৮	১°১০	-	-	-
সন্তানের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে ভ্রমন দায়িত্ব প্রদান	-	২°২৮	-	-	-

(একাধিক উত্তর আসা সম্ভব ছিল)

৬.৩ মহিলা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ :

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি নবীন কর্মকর্তার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যকীয়। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা না হলে সদ্য ছাত্র জীবন সমাপ্তকারী সদস্যবর্গ চাকরিক্ষেত্রের পালনীয় দায়িত্ব এবং চাকরির নিয়ম-কানুন সম্পর্কে যোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হবেননা।

মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ধরণ কেমন হবে এবং তা পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে কিংবা আলাদা ভাবে দেয়া হবে - এ বিষয়ে বিভিন্ন মহলের সুপারিশ এখানে প্রদান করা হলো।

সচিবদের মতামতে মহিলা কর্মকর্তাদেরকে 'হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দান' এর সুপারিশ এসেছে। চাকরিতে প্রবেশ করা মাত্র বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দানের সুপারিশ করেছেন মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী, উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠন সদস্যাদের যথাক্রমে শতকরা ২.৯০, ২.০০, ৪.৬০, ২১.৭৪ ও ৩৬.০৪ ভাগ। 'যে কোন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী প্রশিক্ষণ' দানের কথা বলেছেন উর্ধতন কর্মকর্তা, জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠন সদস্যাদের যথাক্রমে শতকরা ৪৫.৯৮, ১৩.২২ ও ২.০০ ভাগ।

'মহিলা ও পুরুষের একত্রে প্রশিক্ষণ' প্রদানকে সমর্থন জানিয়েছেন জনসাধারণ ও মহিলা সংগঠন সদস্যাদের যথাক্রমে শতকরা ৩৬.৯৬ ও ১৭.০২ ভাগ। মহিলা কর্মকর্তাগণ বন ক্যাডারের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তাঁদের জন্য শিথিল করণের বক্তব্য পেশ করেছেন। মাঝে মাঝে সেমিনার ও কনফারেন্সে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য মহিলা সংগঠনের সদস্যাগণ সুপারিশ করেছেন। (সারণী ৮২ দ্রষ্টব্য)।

সারণী - ৮২

৬টি উত্তরদাতা শ্রেণী কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ :

সুপারিশ সমূহ	জনসাধারণ	মহিলা সংসদ সদস্যা	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী	মহিলা কর্মকর্তা	সচিব
মহিলাদের আত্মরক্ষামূলক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান	৬.৫২	২.১৩	-	-	-	
শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বিকাশে বিশেষ প্রশিক্ষণ	১৯.৫৭	১৪.৮৯	-	-	-	-
মহিলা-পুরুষ একত্রে প্রশিক্ষণ, যাতে পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে উঠে	৩৬.১৬	১৭.০২	-	-	-	-
উদ্বুদ্ধকরণ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ	২.১৭	-	-	২.০০	-	-
মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান	৪.৩৫	৮.৫১	-	-	-	-
মহিলাদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ	৪.৩৫	৮.৫১	-	-	-	-
কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান	১৯.৫৭	৬.০৮	-	-	-	-
ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ	২.১৭	-	-	-	-	-
লাজুকতা ও হীনমন্যতা দূরীকরণের জন্য প্রশিক্ষণ	২.১৭	২.১৩	-	-	-	-
মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান	২.১৭	-	-	-	-	-
চাকরিতে প্রবেশকালেই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান	২১.৭৪	৩৪.০৪	৪.৬০	২.০০	২.১০	-
মহিলাদের দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণ না দেওয়া উচিত	-	২.১৩	-	-	-	-
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান	-	৮.৫২	-	-	.৭০	
পারিবারিক সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণে পাঠানো উচিত	-	৫.২৬	-	-	-	-
যে কোন পরিবেশে খাপ-খাওয়ানোর উপযোগী প্রশিক্ষণ	১৫.২২	২.০০	৫০.১৮	-	-	-
মহিলাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দান	-	-	-	-	-	৫০.০০
সব ক্যাডারে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মহিলাদের জন্য শিথিল করণ				-	২.০০	-
সেমিনার/কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান		৪.০০		-		

(একাধিক উত্তর গ্রাহ্য করা হয়েছিল)

৬·৪ অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে কাংখিত আচরণ :

কর্মকর্তাদের পেশাগত উত্তম আচরণ তাঁর কর্মক্ষেত্রের সুস্থ পরিবেশ গঠনে বহুলাংশে সহায়ক। বিশেষ করে বাংলাদেশে মহিলা কর্মকর্তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অধিকাংশই পুরুষ এবং তারা মহিলা কর্মকর্তাদের নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত নয়। সেজন্য মহিলা কর্মকর্তাদের পেশাগত আচরণ মার্জিত ও আবেগবর্জিত হওয়া আবশ্যক, যাতে অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৌজন্য মূলক আচরণে অভ্যস্ত হতে পারেন এবং দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

'পেশাগতভাবে মহিলাদের সংযত ও শালীনতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত' এরূপ মতামত দিয়েছেন শতকরা ২০ ভাগ জনসাধারণ। শতকরা ১৭·৫০ ভাগ জনসাধারণের মতে মহিলাদের 'প্রশাসক সুলভ আচরণ বজায় রাখা উচিত।' জনসাধারণের অন্যান্য অভিমতে 'অধীনস্থদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করণ', 'আবেগ প্রবণ না হয়ে ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ' এবং 'সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীল আচরণ' মহিলা কর্মকর্তাদের নিকট কাংখিত বিবেচিত হয়েছে।

মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের শতকরা ৪·০০ ভাগ মহিলা কর্মকর্তাদের অধীনে মহিলা কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করেছেন।

৬·৫ জনগণের সাথে কাংখিত আচরণ :

জনগণ সবেমাত্র মহিলা কর্মকর্তাদেরকে প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অবতীর্ণ হতে দেখছেন। তাই তাদের মাঝে যেমন ঔৎসুক্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক [illegible]। এদেশের প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ নিরক্ষর জনগণ উপজেলা পর্যায়ে জীবনে এই প্রথমবারের মত মহিলা বিচারক এবং অন্যান্য মহিলা কর্মকর্তা দেখতে পেয়েছেন। এই সমস্ত নিরক্ষর জনগণের সাথে 'শাসক সুলভ নয়, সেবা মূলক আচরণ কাংখিত' এরূপ মতামত পেশ করেছেন শতকরা ৩২·৫০ ভাগ জনসাধারণ এবং ১১·৪৩ ভাগ মহিলা সংগঠনের সদস্যা। শতকরা ২০ ভাগ জন সাধারণ ও ২২·৮৬ ভাগ মহিলা সংগঠনের সদস্যা জনগণের সাথে 'শালীন ও ভদ্র আচরণ' করার জন্য মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি সুপারিশ জানিয়েছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো, নিরপেক্ষ , ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ, জনগণের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার। (সারণী ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

সারণি – ৮৬

[illegible] মহিলা কর্মকর্তাদের বাঞ্ছিত আচরণ সংক্রান্ত সুপারিশ :

	জনসাধারণ	মহিলা সংগঠন সদস্য
[illegible]	৩২·০০	১১·৪৩
[illegible]	২০·০০	২২·৮৬
নি[illegible] বজায় রাখা উচিত	১২·০০	৫·৭১
ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ, যাতে কারও দ্বারা প্রভাবিত না হন	২২·০০	১৪·২৯
সৌজন্য ও সহানুভূতিশীল আচরণ	৭·০০	২৫·৭১
জনগণের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ	২·০০	–
কূটনৈতিক আচরণ বজায় রাখা উচিত	২·০০	–
[illegible] মধ্যে [illegible]মূলক আচরণ	–	১০·২৮
[illegible] সামাজিক [illegible] উচিত	–	৫·৭১
	১০০·০০	১০০·০০

৬.৬ মহিলা কর্মকর্তাদের আবাসিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত সুপারিশ :

পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা যদিও প্রয়োজনীয় কিন্তু মহিলাদের মত অত্যাবশ্যকীয় নয়। কেননা, বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হোস্টেল বা মেসে মহিলাদের একাকী অবস্থান সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে তেমন ভাল হোস্টেল বা মেস পাওয়াও দুষ্কর। ফলে, মহিলা কর্মকর্তাদেরকে কারও বাসায় (আত্মীয় স্বজন বা উর্ধতন কর্মকর্তা) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পুরুষ কর্মকর্তাগণ হোস্টেল কিংবা মেসে অবস্থান করে অন্ততঃ স্বল্পকালীন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

ফলে মহিলা কর্মকর্তাগণকে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগ দিলে তাঁদের আবাসিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা প্রয়োজনীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মিত হয়েছে, তবে তার সংখ্যা অপ্রতুল।

এ বিষয়ে প্রাপ্ত সুপারিশে সচিবদের অধিকাংশই বাসা বরাদ্দে মহিলা কর্মকর্তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ব্যক্ত করেছেন। জনসাধারণের শতকরা ৫৬.৫২ ভাগ, মহিলা সংগঠন সদস্যাদের ৪৮.৫৯ ভাগ, উর্ধতন কর্মকর্তাদের ১৩.১৪ ভাগ, পুরুষ সহকর্মীদের ১৫.০০ ভাগ এবং মহিলা কর্মকর্তাদের ১.৭৯ ভাগ ও একই মত পোষণ করেন।

এছাড়া, 'উপজেলা পর্যায়ে মহিলা হোস্টেল নির্মান, 'সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত ফ্ল্যাট/কলোনী নির্মান, 'কর্মস্থলের নিকটেই আবাসিক ব্যবস্থা করণ' প্রভৃতি সুপারিশ ও প্রনিধানযোগ্য।

৬.৭ নিয়োগ ও বদলী :

সিভিল সার্ভিসের সদস্যদেরকে তাঁদের ক্যাডার অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশের যে কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ ও বদলী প্রদানের জন্য বিধি রয়েছে। একেত্রে তাঁদের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের কোন অবকাশ নেই। শুধুমাত্র বিবাহিতা মহিলাদের স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সরকারী চাকরিজীবি হলে সম্ভবপর ক্ষেত্রে একই স্থানে নিয়োগ ও বদলী দানের একটি সরকারী নীতি নির্ধারিত আছে।

বর্তমান গবেষণায় উত্তরদাতা/দাত্রীদের পক্ষ থেকে মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়েছে এবং ঘন ঘন ও যত্র তত্র বদলী না করে পিতা বা স্বামীর পরিবার বা কর্মস্থলের নিকট কিংবা জেলা সদরে নিয়োগ ও বদলীর সুপারিশ করা হয়েছে।

সচিবদের মতে, অবিবাহিতা মহিলাদেরকে পিতার পরিবারের নিকটে এবং বিবাহিতা মহিলাদেরকে স্বামীর কর্মস্থলের নিকট নিয়োগ ও বদলী করা উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। একই সিভিল ক্যাডারে স্বামী ও স্ত্রীকে ভিন্ন স্থানে নিয়োগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সম্ভবতঃ ঐ ক্যাডারে ছুটির পরিমান সর্বাধিক, যাতে উভয়ের সংসার যাপন তেমন বিঘ্নিত হবেনা বলে এরূপ মতামত প্রদত্ত হয়েছে।

জনসাধারণের শতকরা ১০.৩৭ ভাগ, মহিলা সংগঠন সদস্যাদের শতকরা ৮০ ভাগ, উর্ধতন কর্মকর্তার ২৫.১৪ ভাগ, ৭.৬৯ ভাগ পিতা বা স্বামীর পরিবার বা কর্মস্থলের নিকট নিয়োগ ও বদলীর সুপারিশ করেছেন।

এছাড়া, জেলা সদরে নিয়োগ ও বদলীর অভিমত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা/দাত্রী ব্যক্ত করেছেন।

৩.৮ <u>পদোন্নতি</u> :

সিভিল সার্ভিসে নির্দিষ্ট নিয়মে পদোন্নতির বন্দোবস্ত রয়েছে। সেই নিয়ম নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল কর্মকর্তার জন্যই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু মহিলা কর্মকর্তাদের মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ বিদ্যমান যে, তাঁদের পদোন্নতিতে কিছুটা অনিয়ম করা হয়। বিষয়টি উত্থাপনের কারণ এই যে, বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে উচ্চ সোপানে তো নয়ই, এমনকি মধ্য সোপানেও মহিলাদের সংখ্যা হাতে গোনার মত। মহিলা কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতেও নিয়োগের মত কোটা বা অনুরূপ কোন পদ্ধতির প্রয়োজন আছে কিনা - সে বিষয়ে অভিমত যাচাই করা হয়।

জনসাধারণের শতকরা ৭৩.১১ ভাগ এবং মহিলা সংগঠন সদস্যাদের ৫৫.৫৬ ভাগ জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের পদোন্নতির প্রতি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শতকরা ৫ ভাগ পুরুষ সহকর্মীও এই মতকে সমর্থন করেন। এতে প্রমানিত হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের চাকরি বিধিকেই সবাই সমর্থন করছেন। আলাদা কোন সুযোগ সুবিধার সুপারিশ করছেন না।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কর্মকর্তার জন্য একই পদোন্নতির নিয়ম বলবৎ রাখার কথাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। (সারণী ৮৩ দ্রষ্টব্য) ।

সারণী - ৮৪

পদোন্নতি সংক্রান্ত সুপারিশ :

সুপারিশ সমূহ	জনসাধারণ	ম: স: সদস্যা	উর্ধতন কর্মকর্তা	পুরুষ সহকর্মী	মহিলা কর্মকর্তা
জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান	৭৩°৯১	৫৫°৫৬	-	৪°০০	°৭০
মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ ভাবে পদোন্নতি দান	২১°৭৪	১৭°৭৮	১৮°০০	২৪°০০	৩৫°০০
সততা ও চরিত্র বিচারের মাধ্যমে পদোন্নতি দান	২°১৭	-	-	-	-
সময়ানুযায়ী পদোন্নতির নিশ্চয়তা বিধান	-	১১°১১	-	-	-
বর্তমান প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পদোন্নতি নিশ্চিত করণ	-	১১°১১	-	-	-
প্রতিযোগিতামূলক বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতি	-	২°২২	-	-	-
মহিলা কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে কোটা অনুযায়ী পদোন্নতি দান করা প্রয়োজনীয়	-	২°২২	-	-	-

৬°৯ কোটা পদ্ধতি সংক্রান্ত সুপারিশ :

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের জন্য কোটা সংরক্ষণ বর্তমানে একটি বিতর্কিত বিষয়। মহিলাদের সংখ্যালঘুতা দূর করার জন্য এবং সকল ক্যাডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার ১০% কোটা তাঁদের জন্য সংরক্ষন করছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মহিলা কর্মকর্তাদের অধিকাংশই এর বিপক্ষে মত প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মতে কোটার ফলে প্রতিযোগিতার মনোভাব যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি করুণাপ্রার্থী শ্রেণী হিসেবে বিবেচনার সুযোগ থাকে। সচিবদের অভিমত কিছুটা ভিন্নতর হলেও তাঁরাও কোটার তেমন একটা পক্ষপাতি নন। 2 জন সচিবের মতে আগামী ৫ বা ১০ বছর পরে কোটা বন্ধ করে দেয়া উচিত। তাছাড়া কোটার হার বৃদ্ধির প্রশ্নে সচিবদের অভিমত, দুটো কারণে এই হার আর বাড়ানো ঠিক হবেনা, (ক) হার বৃদ্ধি করা হলে পুরুষ বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে, (খ) হঠাৎ করে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পেলে দাপ্তরিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানে সমস্যা দেখা দিতে পারে। জনসাধারণের শতকরা ২৭°২৭ ভাগ কোটা বিলুপ্তির পক্ষপাতি। তাঁদের

মতে কোটা পদ্ধতি প্রচলিত থাকলে প্রশাসনে অযোগ্য লোকের আগমন ঘটবে।

জনসাধারণের শতকরা ২২.৭৩ ভাগ বর্তমান হার (১৯৮৬) বহাল রাখার জন্য মত প্রকাশ করেছেন। আগামী ১০ বৎসর (১৯৯৬) সাল পর্যন্ত কোটা পদ্ধতি রাখা যেতে পারে বলে সুপারিশ করেছেন শতকরা ১১.৩৭ ভাগ জনসাধারণ। শতকরা ২৭.২৭ ভাগ জনসাধারন কোটার হার কিছুটা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে নির্দিষ্ট সংখ্যা জানান নাই।

৬.১০ পরিবেশ সম্পর্কিত সুপারিশ ঃ

মহিলা কর্মকর্তাগণ বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন, তার অধিকাংশই পরিবেশ গত কারণে উদ্ভূত হয়ে থাকে। পরিবেশ বলতে এখানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝানো হচ্ছে। বহু প্রকার সুপারিশের মাধ্যমে উত্তরদাতা/দাত্রীগণ এই পরিবেশের উন্নয়ন কামনা করেছেন।

সচিবদের সুপারিশে 'পরিবেশের উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রনোদিত করা'র অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরি করাকে সহজভাবে দেখবার পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রতি জোর দেয়া হচ্ছে।

উর্ধতন কর্মকর্তা এবং পুরুষ সহকর্মীদের মন মানসিকতা মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি অনুকূল করার পক্ষে মহিলা সংগঠনের সদস্যাবর্গ তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার প্রসারের কারণে কিংবা আর্থিক কারণে বর্তমানে তাঁরা চাকরি গ্রহণ করে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন। অনেকে আবার স্বামীর সংসার পরিচালনায় সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেও চাকরিতে প্রবেশ করছেন। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, ১২০ জন বিবাহিতা মহিলার মধ্যে ৩ জনের স্বামী চাকরিকে সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই। যাঁরা সহজভাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে অফিস সময়ের বাইরে কোন সভা, সমিতি, সেমিনার, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে স্ত্রীদের অংশগ্রহণ পছন্দ করেননা। দাপ্তরিক প্রয়োজনে এগুলোতে অংশগ্রহণ যদিও মহিলাদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু স্বামীদের অমতের কারণে অংশগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় প্রশাসনিক কর্মকান্ডে ব্যাঘাত ঘটে। এ বিষয়ে মহিলা সংগঠনের সদস্যাদের শতকরা ১২.১৭ ভাগ 'চাকরিরত মহিলার প্রতি স্বামীর সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি'র সুপারিশ করেছেন।

উপজেলা পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তাগণ চাকরির সূত্রে শহরে/গ্রামাঞ্চলে গমন করে থাকেন। সেখানে সাধারণ জনগণ এবং বিস্ময়ে তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বিরূপ সমালোচনাও মাঝে মাঝে আসে। মহিলা কর্মকর্তাদের চাকরিতে আগমন সাম্প্রতিক বলে এবং মহিলাদেরকে প্রশাসনে দেখতে অভ্যস্ত নয় বলেই জনগণ এরূপ আচরণ করেন। এর সাথে কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং ধর্মীয় কারণও নিহিত আছে। কারণ যাই থাকুক, এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। জনসাধারণ, মহিলা সংগঠন সদস্য, উর্ধতন কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী এবং মহিলা কর্মকর্তার যথাক্রমে শতকরা ২৩·৯১, ১৪·০০, ৩·৪৫, ৩·০০ ও ৪·২০ ভাগ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সুপারিশ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের কর্মজগৎ চার দেয়ালের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তাঁরা যখন প্রয়োজনে বাইরে এসেছেন, তখন 'নিরাপত্তা' প্রশ্নটি সবার মনে উদিত হয়েছে। তাই 'চাকরি ও ব্যক্তিগত জীবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের' জন্য জনসাধারণ, মহিলা সংগঠন সদস্য, উর্ধতন কর্মকর্তা, পুরুষ সহকর্মী এবং মহিলা কর্মকর্তাদের যথাক্রমে শতকরা ১৭·৩৯, ৮·০০, ১১·৩৪, ১·০০ ও ১০·৪৯ ভাগ সুপারিশ পেশ করেছেন।

নারী-পুরুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নত করা, মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি জনগণ ও সরকারের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা, এবং পুরুষ কর্মকর্তাদের উদার মনোভাব সৃষ্টি করার সুপারিশও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পুরুষ সহকর্মীদের শতকরা ১৪·০০ ভাগ মহিলা কর্মকর্তাদের মন-মানসিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপযোগী করণের জন্য সুপারিশ পেশ করেছেন। সচিবদের অধিকাংশ এই মত সমর্থন করেন এবং 'দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা জাগত করা'র কথাটি তাঁরা এর সাথে সংযুক্ত করেছেন।

পরিশিষ্ট 'ক'

গবেষণা সহকারীবৃন্দ

মোহাম্মদ হোসেন	গবেষণা কর্মকর্তা
আ,ক,ম,মাহবুবুজ্জামান	গবেষণা কর্মকর্তা
মোঃ মনজুরুল হক	গবেষণা কর্মকর্তা
মোঃ জহিরুল হক	গবেষণা কর্মকর্তা
মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	মুদ্রাক্ষরিক
ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস	মুদ্রাক্ষরিক

মূল্যায়ন কমিটি

এস,টি,মুর্শেদ এম,ডি,এস(গবেষণা ও পরামর্শ) বি,পি,এ,টি,সি,সাভার,ঢাকা।	আহবায়ক
ডঃ নাজমুন্নেসা মাহতাব চেয়ারম্যান, লোক প্রশাসন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
ডঃ মকবুল আহমেদ খান মহাসচিব বাংলাদেশ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনষ্টিটিউট।	সদস্য

পরিশিষ্ট - 'খ'

গ্রন্থ পঞ্জী

১। আহমেদ, গিয়াস উদ্দীন, (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বি, পি, এ, টি, সি, আয়োজিত 'ক্যারিয়ার প্লানিং ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ।

২। আহমেদ, কফিল উদ্দীন, 'সিভিল সার্ভিস ইন বাংলাদেশ' দি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন । জানুয়ারী, ১৯৮০ ।

৩। ইসলাম, শামীমা, সম, 'উইমেন ইন বাংলাদেশ ঃ এক্সপ্লোরিং দি আদার হাফ' । (বাংলাদেশের গ্রাম্য মহিলাদের সম্পর্কে ফিল্ড রিপোর্ট) ব্র্যাক, , ঢাকা, ১৯৮২ ।

৪। ইসলাম, শামীমা ও খতখান, এ, রহমান, সম, 'মিড ডেকেড ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইমেন, বাংলাদেশ পারসপেকটিভ' ।

৫। এলান জর্জ এ্যান্ড জানউইন, 'স্টাফ রিলেশনস ইন দ্য সিভিল সার্ভিস', লন্ডন, রয়েল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১৯৭৩ ।

৬। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশের সংবিধান, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়', ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সংশোধিত ।

৭। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৮০-৮৫' পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা ।

৮। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী', ১৯৮০-৮৪, বি, বি, এস, ঢাকা ।

৯। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 'উইমেন ইন এশিয়া' 'এশিয়ায় উন্নয়নে মহিলা' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত, মে, ১৯৮১ ।

১০। গোয়েল, এস, এল, 'ইন্টারন্যাশন্যাল সিভিল সার্ভিস ঃ প্রিন্সিপলস, প্র্যাকটিস এ্যান্ড প্রসপেক্টস, নয়া দিল্লী, স্টারলিং পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪ ।

১১। চৌধুরী, এম আহমেদ 'দি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান' নিপা, ঢাকা, ১৯৬৯ ।

১২। চৌধুরী, রফিকুল হুদা ও নীলুফার রায়হান আহমেদ, 'ফিমেল স্ট্যাটাস ইন বাংলাদেশ' বি, আই, ডি, এস, ঢাকা, ১৯৮০।

১৩। ডঃ মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, 'বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ' জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮১।

১৪। ডঃ রহিম, এম, এ, 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড,' (অনুবাদঃ মোঃ আসাদুজ্জামান) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৫। বেগম নাজুমার, সম, 'সরকারী কর্মকান্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা' সিভিল অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী, ঢাকা, মে, ১৯৮৭।

১৬। রিসার্চ এ্যান্ড স্টাডি গ্রুপ, উইমেন ফর উইমেন, 'দি সিচুয়েশন অব উইমেন, ইন বাংলাদেশ, উইমেন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ঢাকা, ১৯৭৯।

১৭। রবার্ট, ডাব্লিউ, স্মাটস, উইমেন এ্যান্ড ওয়ার্ক ইন আমেরিকা' অক্সেন বুক্স, নিউইয়র্ক, ১৯৭১।

১৮। সুমান, ইভ্লেকো, 'উইমেন্স ওয়ার্কিং লাইভস, টেভিস্টক পাবলিকেশন্স, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ১৯৮৪।

১৯। সিদ্দিকী, কামাল ও নুরুজ্জামান সৈয়দ, 'উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল' ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ঢাকা, ১৯৮৬।

২০। হোসাইন, এ, এফ, এ, 'উইমেন এমপ্লয়মেন্ট ঃ এমপ্লয়মেন্ট অব মিডিল ক্লাশ মুসলিম উইমেন ইন ঢাকা,' সোশিও ইকোনোমিক রিসার্চ বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২১। হোসাইন, মনোয়ারা, সম, 'রোল অব উইমেন ইন সোশিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি, ১৯৭৭।

২২। কাইনার, হারম্যান, 'থিওরী এ্যান্ড প্রাকটিস অব মডার্ন গভর্ণমেন্ট' ও 'দি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস' শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

২৩। গেটেল, রেমন্ড গারফিল্ড, 'পলিটিক্যাল সাইন্স' ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

পরিশিষ্ট 'গ'

তথ্য সংগ্রহকৃত উপজেলা ও জেলার তালিকা

ক্রমিক নং	উপজেলা	জেলা
১।	চট্টগ্রাম সদর	চট্টগ্রাম
২।	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম
৩।	ছাগল নাইয়া	ফেণী
৪।	ফেণী সদর	ফেণী
৫।	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৬।	মৌলভী বাজার সদর	মৌলভী বাজার
৭।	ঢাকা মেট্রোঃ কর্পোরেশন	ঢাকা
৮।	নরসিংদী সদর	নরসিংদী
৯।	টংগী	গাজীপুর
১০।	শফিপুর, কালিয়াকৈর	গাজীপুর
১১।	জয়দেবপুর	গাজীপুর
১২।	ঘিওর	মানিকগঞ্জ
১৩।	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ
১৪।	সোনারগাঁও	নারায়নগঞ্জ
১৫।	রূপগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ
১৬।	নারায়নগঞ্জ সদর	নারায়নগঞ্জ
১৭।	ত্রিশাল	ময়মনসিংহ
১৮।	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ
১৯।	গৌরীপুর	ময়মনসিংহ
২০।	শেরপুর সদর	শেরপুর
২১।	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
২২।	খুলনা মেট্রোঃ কর্পোরেশন	খুলনা
২৩।	রূপসা	খুলনা
২৪।	ফুলতলা	খুলনা
২৫।	যশোহর সদর	যশোহর
২৬।	ঝিকরগাছা	যশোহর

ক্রমিক নং	উপজেলা	জেলা
২৭।	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
২৮।	লোহাগড়া	নড়াইল
২৯।	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩০।	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৩১।	বরিশাল সদর	বরিশাল
৩২।	রাজশাহী মেট্রোঃ কর্পোরেশন	রাজশাহী
৩৩।	পবা	রাজশাহী
৩৪।	চারঘাট	রাজশাহী
৩৫।	নাটোর সদর	নাটোর
৩৬।	ঈশ্বরদী	পাবনা
৩৭।	পাবনা সদর	পাবনা
৩৮।	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ
৩৯।	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ
৪০।	বগুড়া সদর	বগুড়া
৪১।	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৪২।	রংপুর সদর	রংপুর
৪৩।	ডোমার	নীলফামারী
৪৪।	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর

(মোট ২৮টি জেলার ৪৪টি উপজেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে)

পরিশিষ্ট -'ঘ'

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের তালিকা :

১) সংযুক্ত তালিকাটিতে মোট ১৪১৭ জন ক্যাডারভুক্ত মহিলা কর্মকর্তার নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই সব কর্মকর্তা ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন। ১৯৭২ সালের পূর্বে ক্যাডারেভুক্তগণের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২) বি,সি,এস(স্বাস্থ্য) ক্যাডারের তালিকা ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত সরকারী গেজেট অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৩) বি,সি,এস (রেলওয়ে প্রকৌশল) ও বি,সি,এস (সড়ক ও জনপথ) ক্যাডারে কোন মহিলা কর্মকর্তা বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নিযুক্ত হন নাই।

৪) তালিকায় উল্লিখিত কর্মকর্তাদের কর্মস্থল ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসের ঠিকানা অনুসারে লিখিত।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ৩০টি ক্যাডারে নিযুক্ত মহিলা কর্মকর্তাদের সংখ্যা ঃ

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	মহিলা কর্মকর্তার মোট সংখ্যা	পৃষ্ঠা নং
১।	বিসিএস(প্রশাসন)	৯৭	১৫৮
২।	বিসিএস(কৃষি)	৭	১৬৪
৩।	বিসিএস(আনসার)	৩	১৬৫
৪।	বিসিএস(নিরীক্ষা ও হিসাব)	৭	১৬৫
৫।	বিসিএস(সমবায়)	৭	১৬৬
৬।	বিসিএস(শুল্ক ও আবগারী)	৪	১৬৭
৭।	বিসিএস(অর্থ)	৫৩	১৬৭
৮।	বিসিএস(পরিবার পরিকল্পনা)	১৪	১৭২
৯।	বিসিএস(মৎস্য)	৯	১৭৩
১০।	বিসিএস(খাদ্য)	৩	১৭৩
১১।	বিসিএস(পররাষ্ট্র)	৬	১৭৪
১২।	বিসিএস(বন)	৪	১৭৪
১৩।	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	৬৮০	১৭৫
১৪।	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪০০	২১১
১৫।	বিসিএস(তথ্য)	২২	২২৯
১৬।	বিসিএস(বিচার)	৪২	২৩১
১৭।	বিসিএস(পশুপালন)	৮	২৩৩
১৮।	বিসিএস(পুলিশ)	২	২৩৩
১৯।	বিসিএস(ডাক)	৪	২৩৪
২০।	বিসিএস(প্রকৌশল জনস্বাস্থ্য)	১	২৩৪
২১।	বিসিএস(গণপূর্ত)	১	২৩৪
২২।	বিসিএস(রেলওয়ে প্রকৌশল)	–	–
২৩।	বিসিএস(রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)	২	২৩৫
২৪।	বিসিএস(সড়ক ও জনপথ)	–	–
২৫।	বিসিএস(সচিবালয়)	১৫	২৩৫
২৬।	বিসিএস(পরিসংখ্যান)	১০	২৩৭
২৭।	বিসিএস(কর)	৮	২৩৮
২৮।	বিসিএস(কারিগরী শিক্ষা)	৬	২৩৯
২৯।	বিসিএস(টেলিযোগাযোগ)	১	২৩৯
৩০।	বিসিএস(বাণিজ্য)	১	২৩৯
	মোট	১,৪১৭ জন	

বি, সি, এস(প্রশাসন)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস জিশান আরা আশরাফুন্নেছা	সহকারী পরিচালক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।	বিসিএস (প্রশাসন)	৩-৪-৮৩
২।	মিসেস কাউসার জহুরা	ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর সদর উপজেলা, পিরোজপুর।	"	"
৩।	মিসেস মহসেনা ফেরদৌসী	সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, খুলনা।	"	"
৪।	মিসেস শামীম আরা আহমেদ	–	"	"
৫।	মিসেস দুরুফশান হক চৌধুরী	সহকারী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
৬।	মিসেস জান্নাত আরা রশিদ	সহকারী সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
৭।	মিসেস দিলরুবা	সহকারী সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
৮।	মিসেস নাজমা বেগম	ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর।	"	"
৯।	মিসেস সেলিনা আফরোজা	সহকারী সচিব, সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
১০।	মিসেস রৌশনউজ্জামান সুরাইয়া	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টরেট, যশোহর সদর।	"	"
১১।	মিসেস রওশন আরা বেগম	সহকারী কমিশনার, ফেণী সদর, ফেণী।	"	"
১২।	মিসেস সাদেকা বেগম	সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	"

১	২	৩	৪	৫
১৩।	মিসেস কৌশল্যা রানী বাগচী	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা কালেকটরেট।	বিসিএস (প্রশাসন)	৩-৪-৮৩
১৪।	মিস দিল আফরোজ	সহকারী সচিব, সমাজ কল্যান ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
১৫।	মিসেস রেবেকা সুলতানা	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চারঘাট, রাজশাহী।	"	"
১৬।	মিসেস তসলিম আরা বেগম	সহকারী কমিশনার, নরসিংদী কালেকটরেট।	"	"
১৭।	মিসেস লুৎফুন্নেছা বেগম	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
১৮।	মিসেস দিলরুবা চৌধুরী	সহকারী সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
১৯।	মিসেস সুরাইয়া রেজা	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরিশাল।	"	"
২০।	মিসেস আনোয়ারা বেগম	সহকারী কমিশনার বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, চট্টগ্রাম।	"	"
২১।	মিসেস গুলশান আরা বেগম	সহকারী কমিশনার, চট্টগ্রাম কালেকটরেট, চট্টগ্রাম।	"	"
২২।	মিসেস নাসিমা বেগম	সহকারী কমিশনার জেলা প্রশাসকের অফিস, হবিগঞ্জ।	"	"
২৩।	মিসেস আসমা হান্নান	ম্যাজিস্ট্রেট, যশোহর।	"	"
২৪।	মিসেস রোকসানা ফেরদৌসি	ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর ডি, সি, অফিস।	"	"
২৫।	মিসেস শামিমা সুলতানা	ডেপুটি ডিরেক্টর, পবলুওস ডিভিঃ ডেভঃ বোর্ড, বয়রা, খুলনা।	"	"
২৬।	মিসেস রিতা সেন	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভী বাজার সদর উপজেলা, মৌলভী বাজার।	"	"

১	২	৩	৪	৫
২৭।	মিসেস হোসনে আরা বেগম	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফরিদপুর।	বিসিএস (প্রশাসন)	৩-৪-৮৩
২৮।	মিসেস সুলতানা মুজাদ্দীদা	–	"	"
২৯।	মিসেস কাজী শাহনেওয়াজ বেগম	ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।	"	"
৩০।	মিসেস সৈয়দা আফতাব আরা বেগম	ম্যাজিস্ট্রেট, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা।	"	"
৩১।	মিসেস সামেনা বেগম	ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ কালেকটরেট।	"	"
৩২।	মিসেস শিরিন আওসার	ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া কালেকটরেট, বগুড়া।	"	"
৩৩।	মিসেস সালেহা খাতুন	–	"	"
৩৪।	মিসেস সিতারা রওশন জাহান	ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরী অপরাধী বিচারালয়, টংগী, ঢাকা।	"	"
৩৫।	মিসেস তাহমিনা বেগম	সহকারী সচিব, সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
৩৬।	মিসেস আমাতুল লতিফ	ম্যাজিস্ট্রেট, ডি, এম, পি, ঢাকা।	"	"
৩৭।	মিসেস সাহানা ইয়াসমীন	কমিশনার, ঢাকা।	"	"
৩৮।	মিসেস শাহিনা আওয়াল	–	"	"
৩৯।	মিস কামরুন্নেছা খানম	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট, ঢাকা।	"	২৭-১০-৮৩
৪০।	মিস শাহিন খান	সহকারী সচিব, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
৪১।	মিসেস রিনি রেজা	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট, ঢাকা।	"	৮-১২-৮৩
৪২।	মিসেস খুরশিদা খাতুন	সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কুমিল্লা।	"	"

প্রশ্নঃ নং ১ ২	৩	৪	৫
৪৩। মিসেস মমতাজ আহমেদ	সহকারী কমিশনার, নড়াইল সদর, নড়াইল।	বিসিএস (প্রশাসন)	৮-১২-৮৩ "
৪৪। মিসেস কানিজ ফাতিমা	সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সচিবালয়, ঢাকা।	"	"
৪৫। মিসেস রাজিয়া বেগম	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের অফিস, নোয়াখালী।	"	"
৪৬। মিসেস রওশান আরা বেগম	সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।	"	"
৪৭। মিস মসফেকা ইফফাত	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট, ঢাকা।	"	১৫-১২-৮৩
৪৮। মিসেস নাসরিন আখতার		"	১৭-১০-৮৫
৪৯। মিসেস আসমা সিদ্দিকা	সহকারী কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।	"	২১-১-৮৬
৫০। মিসেস আফতারী মমতাজ	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট, ঢাকা।	"	"
৫১। মিসেস জান্নাতুল ফেরদৌস	সহকারী কমিশনার, রাজশাহী কালেকটরেট।	"	"
৫২। মিসেস জয়েনা আজিজ	সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	"	"
৫৩। মিসেস ভিকারুন্নেছা	সহকারী কমিশনার, শেরপুর উপজেলা, জেলা-শেরপুর।	"	"
৫৪। মিসেস শাহিন আহমেদ চৌধুরী	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের অফিস, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বিভাগ।	"	"
৫৫। মিসেস শামসুন নাহার	সহকারী কমিশনার, মানিকগঞ্জ সদর।	"	"
৫৬। মিসেস কামরুন নাহার খানম	সহকারী কমিশনার, মানিকগঞ্জ সদর।	"	"
৫৭। মিসেস দিলজুয়ারা খানম	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট, ঢাকা।	"	"

১	২	৩	৪	৫
৫৮।	মিসেস রাশিদা বেগম	সহকারী কমিশনার, কালেকটরেট, খুলনা।	বিসিএস (প্রশাসন)	২১-১-৮৬
৫৯।	মিসেস তুষার কণা খোন্দকার' (আঁসিয়া খাতুন)	সহকারী কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।	"	"
৬০।	মিসেস নাসিম সুলতানা হোসেন	সহকারী কমিশনার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	"	"
৬১।	মিসেস মমতাজ বেগম	সহকারী কমিশনার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা প্রশাসকের অফিস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	"	"
৬২।	মিসেস রেহেনা বেগম	সহকারী কমিশনার, মানিকগঞ্জ।	"	"
৬৩।	মিসেস জয়নুন্নিসা...	সহকারী কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।	"	"
৬৪।	মিসেস নাজনীন বেগম	সহকারী কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।	"	"
৬৫।	মিসেস নাসরিন মহল	সহকারী কমিশনার, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	"	"
৬৬।	মিসেস ফরিদা সরকার	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"
৬৭।	মিসেস সালমা নাসরিন	সহকারী কমিশনার, বরিশাল কালেকটরেট, বরিশাল।	"	"
৬৮।	মিসেস সৈয়দা শামসী আরা	সহকারী কমিশনার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	"	"
৬৯।	মিসেস মাহমুদা আওসার মিনা	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"
৭০।	মিসেস অরুনা বিশ্বাস	সহকারী কমিশনার, যশোহর কালেকটরেট, যশোহর।	"	"
৭১।	মিসেস সালমা মাহমুদ	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের অফিস, চট্টগ্রাম।	"	"
৭২।	মিসেস জাহানারা পারভীন	সহকারী কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।	"	"
৭৩।	মিসেস মাহবুবা মাসকুর	সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	"	"

২	৩	৪	৫
৭৪। মিসেস নাহারীন সিদ্দিকা	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	বিসিএস (প্রশাসন)	২১-১-৮৬
৭৫। মিসেস রোকসানা মালেক	সহকারী কমিশনার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	"	"
৭৬। মিসেস হোসনে জান্নাত সাহিদা	সহকারী কমিশনার, রাজবাড়ী উপজেলা, রাজবাড়ী	"	"
৭৭। মিসেস ফাতেমা বেগম	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"
৭৮। মিসেস শিখা সরকার	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের অফিস, ফেণী, চট্টগ্রাম বিভাগ।	"	"
৭৯। মিসেস মাহমুদা বেগম	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"
৮০। মিসেস আনজুমান আরা বেগম	সহকারী কমিশনার, পাবনা কালেকটরেট, পাবনা।	"	"
৮১। মিসেস মাফরোহা সুলতানা	সহকারী কমিশনার, মানিকগঞ্জ।	"	"
৮২। মিসেস তাহমিনা আক্তার	সহকারী কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।	"	"
৮৩। মিসেস রোকসানা কাদের	সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	"	"
৮৪। মিসেস রাশিদা সিদ্দিকা	সহকারী কমিশনার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	"	"
৮৫। মিসেস কামনা সাহা	সহকারী কমিশনার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	"	"
৮৬। মিসেস নাজমা বেগম	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের অফিস, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম বিভাগ।	"	"
৮৭। মিসেস মধুমিতা চক্রবর্তী	সহকারী কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।	"	"
৮৮। মিসেস ফাহমিদা বেগম	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"

১	২	৩	৪	৫
৮৯।	মিসেস মাহবুবুন নাহার	সহকারী কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।	বিসিএস (প্রশাসন)	২১-১-৮৬
৯০।	মিসেস মাহবুবা হাসানাত	সহকারী কমিশনার, টাংগাইল সদর, টাংগাইল।	"	"
৯১।	মিসেস শামিম আরা খান	সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	"	"
৯২।	মিসেস নার্গিস সুলতানা	সহকারী কমিশনার, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	"	"
৯৩।	মিসেস আসমা	সহকারী কমিশনার, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।	"	"
৯৪।	মিসেস ফরিদা নাসরিন	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"
৯৫।	মিসেস কামরুন নাহার আহমেদ	সহকারী কমিশনার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	"	"
৯৬।	মিসেস খুরশিদা আনোয়ার	সহকারী কমিশনার, ঢাকা কালেকটরেট।	"	"
৯৭।	মিসেস ও,এন,মোসাম্মাৎ সিদ্দিকী খানম	সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	"	"

বি,সি,এস,(কৃষি)

ক্রঃনং	ক্যাডারভূক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভূক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস জিন্নাত জাহান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বরিশাল সদর।	বিসিএস (কৃষি)	২৫-৮-৮৪
২।	মিসেস মাহফুজা খাতুন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	"	"
৩।	মিস রুবা নাজনীন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদর, মুন্সিগঞ্জ।	"	"
৪।	মিসেস তায়েবা খাতুন	প্রশিক্ষক, কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষায়তন, গাইবান্ধা।	"	"

১	২	৩	৪	৫
৫।	মিসেস নিলুফার সানাউল্লা	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, খামার বাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।	বিসিএস (কৃষি)	২৫-৮-৮৪
৬।	মিসেস এন, এ, নার্গিস হেনা	অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা রংপুর সদর।	"	"
৭।	মিসেস তাহমিনা বেগম	প্রশিক্ষক, কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষায়তন, তেজগাঁও, ঢাকা।	"	৩০-১২-৮৪

বিসিএস(আনসার)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভূক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস কল্যাণী তালুকদার	সহকারী জেলা এ্যাডজুটেন্ট (আনসার ও ভিডিপি)	বিসিএস (আনসার)	২১-১-৮৬
২।	মিসেস শাহানা আক্তার	সহকারী জেলা এ্যাডজুটেন্ট (আনসার ও ভিডিপি)	"	"
৩।	মিসেস জেসমিন আক্তার	সহকারী জেলা এ্যাডজুটেন্ট আনসার ফরিদপুর।	"	"

বি, সি, এস, (নিরীক্ষা ও হিসাব)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	বেগম রোকেয়া	জয়েন্ট ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার(আর্মি পে-১) কন্ট্রোলার জেলা কোষ, ডিফেন্স ফাইন্যান্স অফিস।	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১৭-২-৭৭
২।	বেগম রোকেয়া সুলতানা	প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়।	"	৩০-১-৮১
৩।	শিরিন মাজিদ	এ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্ট্যান্ট জেনারেল প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস, বেসামরিক সচিবালয়।	"	২৬-১২-৮৩
৪।	শাহিন খান	এ্যাসিস্ট্যান্ট ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি পে-১)	"	"

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তাং ও সাল
৫।	মিসেস মেরিন পারসি	এ্যাসিষ্ট্যান্ট ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার জার্মি পে-২	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	২৬-১২-৮৩
৬।	মিসেস ইসমত জাহান	শিক্ষানবীশ, অডিট এন্ড একাউন্টস ট্রেনিং একাডেমী।	"	২১-১-৮৬
৭।	মিসেস নুরুন্নাহার	শিক্ষানবীশ অডিট এন্ড একাউন্টস ট্রেনিং একাডেমী।	" "	২১-১-৮৬

বিসিএস(সমবায়)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তাং ও সাল
১।	মিসেস শামসুন্নাহার	সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি সমূহ(দুগ্ধ) সদর দফতর, ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-২	বিসিএস (সমবায়)	২৮-১১-৮৫
২।	মিসেস সুফিয়া আহমেদ	সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি সমূহ, উপ-নিবন্ধক, সমবায় সমিতি সমূহ, ঢাকা বিভাগ, ঢাকার কার্যালয়, মালীবাগ চৌধুরীপাড়া।	"	"
৩।	মিসেস মমতাজ বেগম	সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি সমূহ, অধ্যক্ষ, সমবায় আঞ্চলিক শিক্ষায়তন, কুষ্টিয়া।	"	১৫-৭-৮৬
৪।	মিস রেবা দাস	সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি সমূহ, জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহী।	"	১৫-৭-৮৬
৫।	মিস নাসরিন আরা সুরাত আমিন	সহকারী নিবন্ধক, সমবায় সমিতি সমূহ, উপ-নিবন্ধক, সমবায় সমিতি সমূহ, ঢাকা বিভাগ, ঢাকার কার্যালয়, মালীবাগ চৌধুরীপাড়া।	"	"

।	মিস দিলরাজ বানু	সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি সমূহ(শিল্প) সদর দফতর, ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-২	বিসিএস (সমবায়)	১৫-৭-৮৬
।	মিস সৈয়দা নুরুন্নাহার	সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি সমূহ(ঋণ) সদর দফতর, ঢাকা।	"	"

বিসিএস(শুল্ক ও আবগারী)

ক্রঃনং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তাং ও সাল
১।	মিসেস হাসিনা খাতুন	ডেপুটি কালেকটর, কাষ্টমস এন্ড এক্সসাইজ, ডিভিশন-২, পুরানা এয়ারপোর্ট, ঢাকা।	বিসিএস(শুল্ক ও আবগারী)	১-৩-১৯৭৯
২।	মিসেস জাহান আরা বেগম	ডেপুটি কালেকটর, কাষ্টমস এন্ড এক্সসাইজ, ডিভিশন -৩, বনানী, ঢাকা।	"	৩০-১-১৯৮১
৩।	মিসেস কামরুন নাহার খানম	সহকারী কালেকটর শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম।	"	১-১১-১৯৮৩
৪।	মিসেস রাশিদা চৌধুরী	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ শুল্ক ও আবগারী প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।	"	২৯-৯-১৯৮৫

বিসিএস(অর্থ)

ক্রঃনং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	সৈয়দা রাবেয়া খাতুন	উপ-প্রধান পরিচালক পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	বিসিএস(অর্থ)	৪-৩-৭৫
২।	জনাবা রৌশন দিল আফরোজ	উপ-প্রধান পরিচালক পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	১০-৪-৭৫
৩।	জনাবা জাহানারা বানু	সহকারী প্রধান পরিচালক পরিকল্পনা কমিশন শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২৩-৭-৭৫

৪।	জনাবা নার্গিস শামসুন	সহকারী প্রধান পরিচালক পরিকল্পনা কমিশন, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, শেরে বাংলা নগর।	বিসিএস(অর্থ)	১৭-১১-৭৬
৫।	জনাবা রোকসানা বেগম	সহকারী প্রধান পরিচালক বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন।	"	১০-৪-৭৭
৬।	জনাবা ইসমত আরা	সহকারী প্রধান পরিচালক পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২৯-৭-৭৭
৭।	জনাবা রেহানা বেগম	গবেষণা অফিসার, শিক্ষা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	১-৮-৭৭
৮।	জনাবা উম্মুল আরা বেগম	সহকারী প্রধান, বহিঃসম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	"	২৭-৮-৭৭
৯।	বেগম. মাহমুদা	গবেষণা অফিসার পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২৯-১০-৭৭
১০।	জনাবা উম্মে সালমা	সহকারী প্রধান পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	"	২৬-১১-৭৭
১১।	জনাবা খালেদা আখতার	সহকারী প্রধান পরিকল্পনা কমিশন শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	১২-১২-৭৭
১২।	জনাবা নিশাত মাহমুদ	সহকারী প্রধান পরিকল্পনা কমিশন শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	১৩-১২-৭৭
১৩।	জনাবা আঞ্জুমান আরা জাহান সেলিনা আজিজ	সহকারী সচিব, পাট মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	২৫-৩-৭৮
১৪।	জনাবা হাফিজা খাতুন	সহকারী প্রধান, শিল্প বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২৫-১০-৭৮
১৫।	জনাবা খোদেজা খাতুন	সহকারী প্রধান সমাজ কল্যান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২৬-১০-৭৮
১৬।	জনাবা নিলুফার বেগম	গবেষণা অফিসার বহিঃসম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১-১২-৭৮

১৭।	জনাবা দিলরুবা	গবেষণা অফিসার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	বিসিএস(অর্থ)	২৮-১২-৭৮
১৮।	জনাবা জাকিয়া পারভীন	গবেষণা অফিসার পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২-৫-৭৯
১৯।	জনাবা কামরুন নেছা	গবেষণা অফিসার অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৬-৬-৭৯
২০।	জনাবা হাসিনা বানু	গবেষণা অফিসার অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৮-৬-৭৯
২১।	জনাবা ফেরদৌসী নাহার	গবেষণা অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়।	"	৭-৭-৭৯
২২।	জনাবা রহিমা নাহার	গবেষণা অফিসার স্থানীয় সরকার বিভাগ, এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়।	"	১২-৭-৭৯
২৩।	জনাবা ইরশাদ জাহান	গবেষণা অফিসার কৃষি মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৬-৭-৭৯
২৪।	জনাবা সেলিনা রৌশন হায়দার	সহকারী প্রধান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	২৬-৭-৭৯
২৫।	জনাবা হুমায়রা এ, আর, খান	গবেষণা অফিসার, বহিঃ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৮-১১-৭৯
২৬।	জনাবা সালেহা খাতুন	গবেষণা অফিসার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৮-১২-৭৯
২৭।	জনাবা শিরীন আফরোজ	গবেষণা অফিসার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১০-১২-৭৯
২৮।	জনাবা আরজুমান্দ খান	সহকারী সচিব, বহিঃ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৪-১-৮০

২৯। জনাবা নাসিমা বেগম	গবেষণা অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	বিসিএস(অর্থ)	৭-৩-৮০
৩০। জনাবা শামিমা আওলার	গবেষণা অফিসার, শিল্প মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৩০-৪-৮০
৩১। জনাবা আঞ্জুমান শাহানা বানু	গবেষণা অফিসার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	২-৫-৮০
৩২। জনাবা দিলুফার জাহান	গবেষণা অফিসার খাদ্য মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	২০-৮-৮০
৩৩। জনাবা মনোয়ারা বেগম	গবেষণা অফিসার বন্দর জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১-৯-৮০
৩৪। জনাবা হাশমত আরা	গবেষণা অফিসার, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১১-৯-৮০
৩৫। বেগম নাসরিন নাহার	"	"	১৪-১০-৮০
৩৬। জনাবা সাদিয়া খাতুন	সহকারী সচিব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	"	১-১১-৮০
৩৭। মোহাঃ রোকেয়া বেগম	গবেষণা অফিসার, বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,	"	১৪-১-৮১
৩৮। জনাবা সাথী ধর	গবেষণা অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৯-৩-৮১
৩৯। জনাবা জেবুন্নেছা	"	"	১৬-৩-৮১
৪০। জনাবা নার্গিস ইসলাম	সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৬-৮-৮১
৪১। জনাবা নাসরিন সুলতানা	গবেষণা অফিসার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	২১-৯-৮১
৪২। জনাবা রিজিয়া আহমেদ	সহকারী প্রধান, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ণ ও মনিটরিং বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	"	২৬-১২-৮১

৪৩। মোছাঃ হোসনে আরা	গবেষণা অফিসার মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।	বিসিএস(অর্থ)	১-২-৮২
৪৪। জনাবা শিরিন জাহাংগীর	উপ-প্রধান, শিক্ষা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	২০-৩-৮২
৪৫। জনাবা শিরিন নাজমা	গবেষণা অফিসার, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ।	"	২২-৩-৮২
৪৬। জনাবা মমতাজ মান্নান (প্রশিক্ষণরত)	সহকারী সচিব, বহিঃসম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৪-৫-৮২
৪৭। জনাবা ডলি রানী চৌধুরী	গবেষণা অফিসার, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	১৯-৫-৮২
৪৮। জনাবা রীনা রানী দাস	গবেষণা অফিসার পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	"	১-৮-৮২
৪৯। জনাবা ফরহাদ বানু চৌধুরী	সহকারী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৪-৩-৮৩
৫০। জনাবা মনোয়ারা বেগম	সহকারী সচিব মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৩১-৭-৮৩
৫১। জনাবা সেলিনা বানু	গবেষণা অফিসার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১-৯-৮৩
৫২। জনাবা শিরিন আক্তার	গবেষণা অফিসার ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১-৯-৮৩
৫৩। জনাবা মেহেরুন্নেছা জামান	গবেষণা অফিসার বহিঃ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	"	৪-৯-৮৩

বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	ডাঃ নারগিস আক্তার	পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক, এম, সি, এইচ, টি, আই, আজিমপুর, ঢাকা।	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	২০-১১-৮০
২।	মিসেস জাহানারা বেগম	উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তর, আজিমপুর, ঢাকা।	"	"
৩।	মিসেস সাঈদা নাজমুন্নেসা	উপ-পরিচালক নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।	"	"
৪।	ডাঃ আসেফা বেগম	উপ-পরিচালক জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, গাইবান্ধা।	"	"
৫।	ডাঃ স্নেহ বানু	উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তর, আজিমপুর, ঢাকা।	"	"
৬।	মিসেস সালাতুন্নেসা	উপ-পরিচালক/ সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।	"	"
৭।	ডাঃ হাজেরা খাতুন	উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, লালমনিরহাট।	"	"
৮।	মিসেস সারনুর রহমান	উপ-পরিচালক/সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।		
৯।	মিসেস ফারকুন্দা আখতার	উপ-পরিচালক/সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।	"	"
১০।	ডাঃ ফজিলাতুন্নেসা	উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, রাজশাহী।	"	"
১১।	মিসেস ফৌজিয়া সুলতানা	উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, মানিকগঞ্জ।	"	"
১২।	মিসেস জেবুন্নেসা বেগম	পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, টংগী, গাজীপুর।	"	"
১৩।	মিসেস তসলিমা খাতুন	চারঘাট, রাজশাহী।	"	"
১৪।	মিসেস রওশন আরা খান	পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তর, আজিমপুর, ঢাকা।	"	"

বিসিএস(মৎস্য)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভূক্ত মহিলাদের নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	বেগম রেহানা খানম	উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প, কক্স বাজার	বিসিএস(মৎস্য)	২১-৬-৭৭
২।	বেগম ফেরদৌস পারভীন	সহকারী পরিচালক সদর দপ্তর, ঢাকা।	"	৩-১-৭৮
৩।	বেগম মমতাজ বেগম	সহকারী প্রধান, সদর দপ্তর, ঢাকা।	"	১২-১-৭৮
৪।	বেগম হোসনে আরা	সহকারী প্রধান, সদর দপ্তর, ঢাকা।	"	১০-৩-৭৮
৫।	বেগম ফরিদা বেগম	গবেষণা কর্মকর্তা, স্বাদু পানি গবেষণা ষ্টেশন, চাঁদপুর, (বর্তমানে পিএটিসিতে প্রশিক্ষণে আছেন)	"	১-৮-৮৪
৬।	সৈয়দা হাবিবা	গবেষণা কর্মকর্তা, সদর দপ্তর, ঢাকা। (বর্তমানে পিএটিসিতে প্রশিক্ষণে আছেন)	"	২-২-৮৬
৭।	বেগম প্রভাতী দেব	ফিশারীজ টেকনোলজিষ্ট, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার, চট্টগ্রাম।	"	২-২-৮৬
৮।	বেগম মরিয়ম সুলতানা	সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য অফিস, চট্টগ্রাম।	"	২-২-৮৬
৯।	কাজী সামস আফরোজ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর, মানিকগঞ্জ।	"	২-২-৮৬

বিসিএস(খাদ্য)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভূক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	মিসেস উম্মে ফাতেমা সুফিয়া খানম	উপ-পরিচালক(খাদ্য) মহা পরিদপ্তর, ঢাকা।	বিসিএস(খাদ্য)	২-১-৮৪
২।	মিসেস সালেহা আওলার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সাইলো, চট্টগ্রাম।	"	২১-১২-৮৫
৩।	মিসেস রেহানা আওলার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা নারায়নগঞ্জ সাইলো, নারায়নগঞ্জ।	"	২১-১২-৮৫

বি, সি, এস, (পররাষ্ট্র)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	মিসেস হোসনে আরা করিম	পরিচালক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	বিসিএস(পররাষ্ট্র)	২৮-৮-১৯৭৩
২।	মিসেস মাহমুদা হক চৌধুরী	প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, আবুধাবি।	"	"
৩।	মিসেস নাসিম ফেরদৌস	উর্ধতন সহকারী সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	"	১-৩-১৯৭৯
৪।	মিসেস নাসিমা মাহবুব	দ্বিতীয় সচিব, বাংলাদেশ হাই কমিশন, অটোয়া।	"	২৯-১-১৯৮০
৫।	মিস্ ইসমত জাহান	সহকারী সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	"	২৫-৩-১৯৮৪
৬।	মিসেস মাজেদা রফিকুন্নেছা	সহকারী সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	"	২১-১-১৯৮৬

বিসিএস(বন)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	জনাবা নীলা দত্ত	সহকারী বন সংরক্ষক(এ, সি, এফ) বিভাগীয় প্রশিক্ষণরত, চট্টগ্রাম।	বিসিএস(বন)	৩১-১২-১৯৮৫
২।	জনাবা আসমা পারভীন	"	"	"
৩।	জনাবা শিরীনা খাতুন	"	"	"
৪।	জনাবা রায়হানা সিদ্দিকী	"	"	"

বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১	২	৩	৪	৫
	ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, কুমিল্লা			
১।	সুপ্রা রায়	প্রভাষিকা(বাংলা)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	১-৭-৭৪
২।	সাফেরা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২২-৭-৭৪
	ডালিয়া আহমেদ	প্রভাষিকা(সাধারণ ইতিহাস)	"	২০-৯-৮৪
	আনারকলি ফরহাদ বানু নাগিনা আমিন	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১৭-১১-৭৪
৫	আয়েশা বেগম	সহকারী অধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	৪-১১-৮১
৬।	মনোয়ারা খাতুন	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১৫-৯-৭৯
৭।	মোমেনা আখতার খোদেজা	সহকারী অধ্যাপিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	৯-৯-৭২
৮।	মোমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(উর্দু)	"	৩১-৪-৮৩
৯।	এলিজা আওশর বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	২৬-৫-৮৫
১০।	রাশিদা তাহির	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১-২-৭৮
১১।	নাসিম খানম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	২৯-৫-৮১
	হাজী মুঃ মহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম			
১২।	গীতা সর্ববিদ্যা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৯-১২-৭৪
১৩।	সৈয়দা আওশর জাহান	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৭-১-৭৫
১৪।	উম্মে হাবিবা হক	প্রভাষিকা(বাংলা বিভাগ)	"	২৯-১০-৮১
১৫।	মিসেস কিসওয়ার কামাল খান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২১-১০-৮৪
১৬।	নার্গিস বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১৬-১-৭৬
১৭।	রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২৯-৫-৮১
১৮।	হাবিবা খানম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯

১	২	৩	৪	৫
[illegible]	সৈয়দা ইসমত আরা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	৭-৫-৭৯
	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।			
[illegible]	মিসেস রওশন আরা ইসলাম	প্রভাষিকা(বাংলা বিভাগ)	"	৭-৫-৭৯
	লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, লক্ষ্মীপুর।			
[illegible]	মিসেস আরতী ঘোষ	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	১-৩-৮০
	নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারী কলেজ, পশ্চিম গাঁও, লাকসাম।			
২২।	মোহসেন আরা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা বিভাগ)	"	৩০-১০-৮১
২৩।	পিয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৫-৮২
	চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম			
২৪।	মমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
[illegible]	কামরুন্নেছা	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১-১২-৭৮
২৬।	মেহের আফতাব	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১৬-৬-৮০
[illegible]	রেনু খাসগীর	সহঃ অধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	১০-২-৭৩
[illegible]	সৈয়দা নুরুন্নাহার বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	৭-৭-৭৭
[illegible]	শ্রীমতি সবিতা চৌধুরী	প্রভাষিকা(গণিত)	"	২৪-২-৭৫
[illegible]	নার্গিস বেগম	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	৭-৪-৮১
	সরকারী বাণিজ্য কলেজ, চট্টগ্রাম			
[illegible]	হান্নানা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(অর্থনীতি বিভাগ)	"	২৫-৪-৭৪
[illegible]	সুফিয়া দিলরুবা	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২১-৫-৮১
[illegible]	মনজু হাসি দত্ত	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৬-১০-৮১

১	২	৩	৪	৫
		সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম		
৩৪।	মেরিনা জাহান	প্রভাষিকা (বাংলা)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	৫-৬-৮০
৩৫।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	২৬-১০-৮১
৩৬।	রেশমা চৌধুরী	প্রভাষিকা (ইংরেজী)	"	১-৪-৮১
৩৭।	নাসরীন রহমান	প্রভাষিকা (ইংরেজী)	"	২-৪-৮১
৩৮।	জেসমীন সুলতানা	প্রভাষিকা (অর্থনীতি)	"	২৩-১-৮২
৩৯।	সেলিনা বেগম	প্রভাষিকা (অর্থনীতি)	"	২০-১০-৮৪
৪০।	ফেরদৌস আরা বেগম	প্রভাষিকা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯
৪১।	সৈয়দা সেলিনা বেগম	প্রভাষিকা (ইসঃ ইতিহাস)	"	১-২-৭৮
৪২।	কিসমত আরা	প্রভাষিকা (দর্শন বিজ্ঞান)	"	৩০-১০-৮১
৪৩।	তহমিনা খানম	প্রভাষিকা (সমাজ কল্যাণ)	"	১-৩-৮০
৪৪।	সুফিয়া খাতুন	প্রভাষিকা (সমাজ কল্যাণ)	"	৬-৬-৮৩
৪৫।	অমিতা দাস গুপ্তা	প্রভাষিকা (মনোবিজ্ঞান)	"	২৩-৭-৭৪
৪৬।	মাহফুজা বেগম	প্রভাষিকা (মনোবিজ্ঞান)	"	২৪-১-৮৪
৪৭।	আলো মল্লিক	প্রভাষিকা (সংস্কৃত)	"	১৫-১২-৭৮
৪৮।	বাসন্তী হোর	সহঃ অধ্যাপিকা (পদার্থ)	"	১৫-১০-৬৯
৪৯।	জেসমীন আখতার	প্রভাষিকা (উদ্ভিদ)	"	৪-১-৮২
		ফেনী সরকারী কলেজ, ফেনী।		
১।	মিসেস সাহিদা বেগম	প্রভাষিকা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	২৮-১০-৮১
		চাঁদপুর সরকারী কলেজ, চাঁদপুর।		
১।	মিসেস বিলকিস আজিজ	প্রভাষিকা (ইসঃ ইতিহাস)	"	২৬-১০-৮১

১	২	৩	৪	৫
		রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ, রাঙ্গামাটি।		
২।	চন্দ্রিমা দেওয়ান	প্রভাষিকা (ইতিহাস)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	১০-২-৭৭
৩।	বাসন্তিতা চাকমা	প্রভাষিকা (উদ্ভিদ)	"	১৩-১০-৮৪
		চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।		
৪।	নীলা কানুনগো	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৫।	রাশেদা খান	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	৫-৬-৮০
৬।	রিফাত আওলার চৌধুরী	সহঃ অধ্যাপিকা (ইংরেজী)	"	২২-৯-৭৩
৭।	রেহানা আলম খান	প্রভাষিকা (ইংরেজী)	"	২০-৯-৮২
৮।	সুরমা চৌধুরী	সহঃ অধ্যাপিকা (অর্থনীতি)	"	২০-৪-৭৪
৯।	হাসিনা আওলার বেগম	প্রভাষিকা (অর্থনীতি)	"	৭-৫-৭৯
০।	লাইলী বেগম	প্রভাষিকা (অর্থনীতি)	"	৭-৫-৭৯
১।	দিল মনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা (অর্থনীতি)	"	৯-২-৭৮
২।	আওলার জাহান	প্রভাষিকা (মনোবিজ্ঞান)	"	২৫-৬-৮৩
৩।	জাহান আরা বেগম	প্রভাষিকা (মনোবিজ্ঞান)	"	২৫-৬-৮৫
৪।	শামছুন নাহার আহমদ	প্রভাষিকা (ইসঃ ইতিহাস)	"	৯-৫-৮২
৫।	আবিদা সুলতানা	প্রভাষিকা (রসায়ন)	"	১৬-১০-৮৪
		সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ, সিলেট।		
৬।	মিসেস ফাতিমা চৌধুরী	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	১-৩-৮০
৭।	শামছুন নাহার খান	প্রভাষিকা (ইংরেজী)	"	১-৩-৮০
৮।	খালেদা খানম চৌধুরী	সহঃ অধ্যাপিকা (অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০
৯।	সায়েমা বেগম	প্রভাষিকা (ইতিহাস)	"	৩০-১০-৮১

১	২	৩	৪	৫
০।	লায়লা আর্জুমান্দ বানু	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	২৭-৭-৮৩
১।	তুলসী রানী সাহা	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২-৭-৭৯
২।	আয়েশা খাতুন	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ)	"	২৫-৬-৮৫
		সরকারী মহিলা কলেজ,কুমিল্লা।		
৩।	সায়েরা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা বিভাগ)	"	১-২-৭৮
৪।	ফাতেমা জোহরা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৮
৫।	রাজিয়া সুলতানা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৮
৬।	জোহরা আনিস	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৮
৭।	হাফেজা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৪-১১-৭৬
৮।	শাশ্বতি দাস	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৭-১০-৮৪
৯।	তাহমিন আরা	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১-২-৭৮
০।	শামসুন নাহার	প্রভাষিকা( )	"	১-২-৭৮
১।	মিসেস এ,এ,বি, হাসান আজম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	১-২-৭৮
২।	সালমা হাবিব	সহঃ অধ্যাপিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১-২-৭৮
৩।	রাজিয়া খানম সোহেলী	প্রভাষিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১-২-৭৮
৪।	জাহানারা বেগম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ)	"	১১-৭-৭৯
৫।	শওকত আরা	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১-২-৭৮
	আয়েশা বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২৫-৩-৮৯
		সরকারী মহিলা কলেজ, নোয়াখালী।		
৬।	সেরিনা মমতাজ	প্রভাষিকা	"	১-৩-৮০
৭।	বাসনা সেন গুপ্তা	প্রভাষিকা	"	১-৩-৮০
৮।	মারজিয়া খানম	প্রভাষিকা	"	১-৩-৮০

১	২	৩	৪	৫
		পটিয়া সরকারী কলেজ, পটিয়া।		
৮৯।	ডঃ আলোরীনা আইচ	সহকারী অধ্যাপিকা	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	৬-৩-৭২
৯৯।	প্রিয়ঙ্কী সেন গুপ্তা	প্রভাষিকা	"	৭-৫-৭৯
৯১।	মিসেস রেবেকা বিশ্বাস	প্রভাষিকা	"	১-৩-৮০
		সিলেট সরকারী কলেজ, সিলেট।		
৯২।	জিনাত আরা বেগম	প্রভাষিকা	"	১-৪-৮১
৯৩।	এন,এন, হাজেরা খাতুন	প্রভাষিকা	"	৭-৫-৭৯
৯৪।	মিসেস সুনীতি বালা দেব	সহকারী অধ্যাপিকা	"	১-৩-৮০
৯৫।	কৃষ্ণ প্রিয়া দাস	প্রভাষিকা	"	২৯-৫-৮১
৯৬।	সামছুন নাহার	সহকারী অধ্যাপিকা	"	৪-১১-৭৪
		সরকারী এম,সি, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, সিলেট।		
৯৭।	মিসেস সৈয়দা সামসুন্নাহার	প্রভাষিকা	"	৫-৬-৮৩
		সরকারী জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।		
৯৮।	খায়রুন্নেছা আশরাফী	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১০-৪-৭৭
৯৯।	বেগম নিলুফার এনাম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২০-৯-৮
১০০।	সামসুন নাহার ইসলাম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২০-২-৭৩
১০১।	সাহানা আজীম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৯-৭৫
১০২।	গুলশান আরা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৪-৪-৮০
১০৩।	মোছাৎঃ সখিনা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৯-৭-৭৫
১০৪।	সেলিমা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৮-১০-
১০৫।	শামীম আহমেদ	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২৫-৫-৮

১	২	৩	৪	৫
১০৬।	নাজনীন হক	সহঃঅধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২৮-১১-৭৩
১০৭।	জাহান-ই-গুলশান মাহমুদা খান	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	২৫-৮-৭৩
১০৮।	ইয়াসমিন আহমদ	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১৫-৫-৭৫
১০৯।	নাজনীন বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১৯-৪-৭৬
১১০।	মিসেস তওহীদা ফারুকী বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	১৪-৩-৭২
১১১।	তাহেরা আওসর জাহান	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	২৩-৯-৮৪
১১২।	সুফিয়া বেগম	প্রভাষিক া(ইতিহাস)	"	৩০-৬-৭৯
১১৩।	জীনাত নুর	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১-২-৭৮
১১৪।	মনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(ইঃইতিঃও সংস্কৃতি)	"	১-৩-৮০
১১৫।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইঃ ইতিঃ ও সংস্কৃতি)	"	১-৩-৮০
১১৬।	আফরোজা বেগম	প্রভাষিকা(সমাজবিজ্ঞান)	"	২৪-৯-৮৪
১১৭।	রেবেকা সুলতানা	প্রভাষিকা(সমাজবিজ্ঞান)	"	৭-৫-৮০
১১৮।	ফিরোজা বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১২-১০-৭৬
১১৯।	ফেরদৌসী বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-২-৭৮
১২০।	রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-২-৭৮
১২১।	সেলিনা বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-১১-৭৪
১২২।	রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	৫-৯-৮১
১২৩।	নাজনীন আকতার	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-৩-৮০
১২৪।	সেলিনা আওসর	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১-৯-৭৩
১২৫।	রাজিয়া বেগম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১-৯-৮২
১২৬।	আবেদা খাতুন	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১-১১-৭৪
১২৭।	দেলোয়ারা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	১৫-২-৭৪
১২৮।	বেগম নিলুফার	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২৬-৬-৭৯

১	২	৩	৪	৫
১২৯।	জাহান আরা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	২০-৯-৮২
১৩০।	গুল-ই-জান্নাত	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	৩০-৩-৮১
১৩১।	রুকসানা আরা বেগম	প্রভাষিকা(হিসাব বিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০
১৩২।	আম্বিয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১১-৩-৭৪
১৩৩।	হোসনে আরা ইসলাম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৫-১১-৭৪
১৩৪।	সৈয়দা রাজিয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৩-৩-৭৬
১৩৫।	আমেনা আক্তার হোসেন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
১৩৬।	জাহান আরা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১৯-৭-৭৪
১৩৭।	সাজেদা খানম চৌধুরী	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৪-১২-৭৪
১৩৮।	রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৩-১২-৭৫
১৩৯।	যোহরা খাতুন	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-৯-৮৩
১৪০।	পূর্ণিমা বড়ুয়া	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-১০-৭৯
১৪১।	নুরে জান্নাত	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	৭-৬-৮৩
১৪২।	খাদিজা খান	সহঃ অধ্যাপিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	১৭-১১-৭৩
১৪৩।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯
১৪৪।	ফরিদা রহমান	সহঃ অধ্যাপিকা(ভূগোল)	"	৩-৫-৭৩
১৪৫।	হুসন-ই-সাজ্জা রেজা	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	৫-৯-৮১
১৪৬।	কামরুন নাহার বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	৭-৯-৮১
১৪৭।	সৈয়দা হাসিনা	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	৭-৯-৮১

১	২	৩	৪	৫
	মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ			
১৪৮।	সুনন্দা দে	প্রভাষিকা(বাংলা)	বি,সি,এস,(সাধারণ শিক্ষা)	১০-১১-৭৬
১৪৯।	সুমিতা হোম রায়	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
১৫০।	রিওশ রায়	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
১৫১।	রওশন জাহান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১-৩-৮০
১৫২।	মনোয়ারা খাতুন	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০
১৫৩।	নার্গিস আওশর খানম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০
১৫৪।	খালেদা খানম	সহঃ অধ্যাপিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১-৩-৮০
১৫৫।	জাহানারা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	১-৩-৮০
১৫৬।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	৩০-৫-৮১
১৫৭।	নুরে আইন বিলকিস বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	১-৩-৮০
১৫৮।	সুফিয়া বুলবুল	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২১-১১-৮১
১৫৯।	সুলতানা বেগম	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১৪-৮-৮২
১৬০।	নাদিরা সুলতানা	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১৭-১২-৮১
১৬১।	জোস্না বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	৯-১০-৮৫
	রাজিয়া বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১৮-৮-৭৫
	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।			
১৬২।	রশিদা বেগম	প্রিন্সিপাল	"	
১৬৩।	শামসুন্নাহার ইসলাম	ভাইস প্রিন্সিপাল	"	
১৬৪।	সালেহা খাতুন	সহযোগী অধ্যাপিকা	"	
১৬৫।	তাসমীন আরা	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	
১৬৬।	রেজিনা সুলতানা	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	
১৬৭।	বেগম শামসুন্নাহার	সহঃ অধ্যাপিকা(শিক্ষা)	"	

১	২	৩	৪	৫
১৬৮।	আক্তার নাজলী বেগম	প্রভাষিকা(শিক্ষা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	
১৬৯।	আয়েশা চৌধুরী	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	
১৭০।	রৌশন আওশর	সহঃ অধ্যাপিকা(ভূগোল)	"	
১৭১।	হাসিনা বানু	সহঃ অধ্যাপিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	
১৭২।	রওশন আরা নুরুন্নাহার	সহঃ অধ্যাপিকা(ইতিহাস)	"	
১৭৩।	তারুজা বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	
১৭৪।	রৌশন আওশর(২)	সহঃ অধ্যাপিকা	"	
১৭৫।	হোসনে আরা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(নীতি শাস্ত্র)	"	
১৭৬।	নুসরাত সুলতানা	প্রভাষিকা(নীতি শাস্ত্র)	"	
১৭৭।	বদরুন্নেছা	সহঃ অধ্যাপিকা(পরামর্শ ও পরিচালনা)	"	

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ।

১৭৮।	হাসিনা আওশর	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	
১৭৯।	ফরিদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(পরামর্শ ও পরিচালনা)	"	

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মহিলা, ময়মনসিংহ

১৮০।	সারাহ তাইফুর মাহমুদ	প্রিন্সিপাল	"	
১৮১।	মেহেরুন্নেছা	ভাইস প্রিন্সিপাল	"	
১৮২।	তৌফিকা বেগম	সহযোগী অধ্যাপিকা	"	
১৮৩।	বদরুন্নেছা	সহকারী অধ্যাপিকা(ভূগোল)	"	
১৮৪।	সুরাইয়া বেগম	সহকারী অধ্যাপিকা(শিক্ষা)	"	
১৮৫।	হাসিনা-ই-মোরশেদ খানম	সহকারী অধ্যাপিকা(ইতিহাস)	"	
১৮৬।	করিমা আকতার	সহকারী অধ্যাপিকা(গার্হস্থ্য অর্থ)	"	
১৮৭।	আনারকলি	সহকারী অধ্যাপিকা(নীতি শাস্ত্র)	"	

১	২	৩	৪	৫
৮৮।	রাশেদা খানম	সহকারী অধ্যাপিকা (মানসিক পরিচ্ছন্নতা)	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	
৮৯।	হোসনে আরা	সহঃ অধ্যাপিকা (বিজ্ঞান)	"	
৯০।	উম্মে কুলসুম	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	
৯১।	সুলতানা রাজিয়া	প্রভাষিকা (শিক্ষা)	"	
৯২।	শামসুন্নাহার	প্রভাষিকা (জীববিদ্যা)	"	
		টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।		
৯৩।	রেজিয়া খানম	প্রিন্সিপাল	"	
		টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা।		
৯৪।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	
		টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী।		
৯৫।	মনিকা মান্নান	সহযোগী অধ্যাপিকা (জীববিদ্যা)	"	
৯৬।	সুরাইয়া হক	সহকারী অধ্যাপিকা (বাংলা)	"	
৯৭।	সায়েদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা (দর্শন)	"	
৯৮।	হামিদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা (ভূগোল)	"	
৯৯।	মনজু আরা বেগম	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	
০০।	দিলরুবা বেগম	প্রভাষিকা (বাংলা)	"	
০১।	সুফিয়া বেগম	প্রভাষিকা (গণিত)	"	
		সারদা সুন্দরী সরকারী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর।		
০২।	কল্যাণী কির্তুনিয়া	সহকারী অধ্যাপিকা (অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০
০৩।	খুরশীদ আরা	প্রভাষিকা (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০
০৪।	সাহেরা বানু	প্রভাষিকা (ইতিহাস)	"	১-৩-৮০

১	২	৩	৪	৫
০৫।	রুবী আওশর বেগম	প্রভাষিকা(রসায়ন)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-৩-৮০
০৬।	শিপ্রা রায়	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১-৩-৮০
০৭।	ফিরোজা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
০৮।	শাহেদা খানম চৌধুরী	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
	শেরপুর সরকারী কলেজ,শেরপুর।			
০৯।	বেগম মজিদা আফরোজ	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	১১-১-৮২
	ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্ট বুক বোর্ড			
১০।	মমতাজ জাহান	সহঃঅধ্যাপিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	৬-৯-৭২
১১।	সুফিয়া জুলফিকার	সহঃঅধ্যাপিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	৭-৯-৭২
১২।	নিলুফার বদরুন নাহার	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১১-১০-৮১
১৩।	আমেনা খাতুন	বিশেষজ্ঞ(বাংলা)	"	১-৫-৮২
	প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর			
২১৪।	মেহের আফজা খাতুন	সহঃপরিচালক(অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০
২১৫।	মনোয়ারা রশিদ	গবেষণা অফিসার(অর্থনীতি)	"	১২-২-৭৪
২১৬।	জাহানারা খানম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	৪-১২-৭৮
	ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ, তেজগাঁও,ঢাকা।			
২১৭।	মিসেস রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৬-৬-৮০
২১৮।	মিসেস জেসমিন ফেরদৌস	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৩০-৫-৮০
২১৯।	গুল নাহার বেগম	সহঃঅধ্যাপিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	২১-১-৭৪
২২০।	মাকসুদা খাতুন	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১-৭-৭৯

১	২	৩	৪	৫
২২১।	শাহীন মতিন	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২৪-৯-৮৪
২২২।	রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-১১-৮১
২২৩।	সুকলিকা সাহা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-১১-৮১
২২৪।	সুফিয়া খাতুন	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	২৭-৬-৮৫
২২৫।	নিশাত আরা বেগম	প্রভাষিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১-৩-৮০

শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজ, মুক্তাগাছা।

২২৬।	মিসেস দেলোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
২২৭।	কল্যাণী পাল	সহঃ অধ্যাপিকা (অর্থনীতি)	"	২৯-৯-৭২

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।

২২৮।	সুরাইয়া বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	১৭-১১-৭২
২২৯।	খায়রুন্নেছা চৌধুরী	সহঃ অধ্যাপিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	১৫-২-৭৪
২৩০।	হোসনে আরা ফিরোজা	সহঃ অধ্যাপিকা(ইংরেজী)	"	১৭-১২-৭৪
২৩১।	তাহেরা বানু	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৫-৫-৭২
২৩২।	বেগম গুলবাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৪
২৩৩।	কাজী কামরুন্নাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৯-৭৬
২৩৪।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(খাদ্য ও পুষ্টি)	"	৮-১০-৭৬
২৩৫।	ডঃ ফিরোজা সুলতানা	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	১৪-২-৭৭
২৩৬।	নিলুফার আমাতুল মওলা	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	১-২-৭৮
২৩৭।	ইফফাত সোবহান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২৭-৩-৮১
২৩৮।	ইউ,এস,রওশন আওনর	প্রভাষিকা(জীববিজ্ঞান)	"	২১-৯-৮২
২৩৯।	মাহবুবা রহমান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২৩-৯-৮৪
২৪০।	নিলুফার বেগম নিলু	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	১৭-১০-৮৪

১	২	৩	৪	৫
	মওলানা মোহাম্মদ আলী সরকারী কলেজ, টাঙ্গাইল।			
৬।	মোছাৎঃ নাসিমুন নেছা	প্রভাষিকা(বাংলা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২৮-১০-৮১
২।	নেলী বড়ুয়া	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১৫-৯-৮১
৮।	মমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(ইসলামের ইতিহাস)	"	২১-১-৮২
১।	লুৎফি আরা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	৭-৫-৭৯
০।	পান্না নাজমুন নাহার	সহঃ অধ্যাপিকা	"	২৮-৯-৭২
	সরকারী বংগবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ।			
৬১।	মিসেস মনুজান খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-১১-৮১
	আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।			
৬২।	মোছাৎঃ রোকেয়া আওলর খানম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৬-১০-৮১
৬৩।	ইউ,কে,হোসনে আরা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৮-১০-৮১
৬৪।	সৈয়দা কোরেশা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২-১১-৮১
৬৫।	রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-১১-৭৮
৬৬।	মিসেস সাইদা সারোয়ার	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	৩০-৬-৭৯
৬৭।	মধুশ্রী চৌধুরী	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	২৭-১-৮২
৬৮।	মনিরা আওলর খাতুন	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	৭-১০-৮৪
৬৯।	নিলুফার ফারহাত হোসেন	প্রভাষিকা(গণিত)		২১-১২-৭৯
৭০।	পি,এ,মনোয়ার বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১২-১০-৭৬
৭১।	লুৎফুন্নাহার বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২২-৬-৭৯
২।	আজিজা আকতার খাতুন	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	২০-১-৭৫
৭৩।	রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১২-১০-৭৬
৭৪।	বেগম মনোয়ারা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(ইঃইতিঃও সংস্কৃতি)	"	১-৩-৮০

১	২	৩	৪	৫
২৪১।	শামসুন নাহার	প্রভাষিকা(রসায়ন)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১৭-১০-৮৪
২৪২।	দীপালী কর	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান	"	১৭-১০-৮৪
২৪৩।	রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	২৫-৬-৮৫
২৪৪।	মাহবুবা আলী	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	২৫-৬-৮৫

সরকারী জাহেদা সফির মহিলা কলেজ, জামালপুর।

২৪৫।	মিসেস জমিলা আক্তার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
২৪৬।	মিসেস গুলেনুর	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০

ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ, গাজীপুর।

২৪৭।	মনোয়ারা খানম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	১-২-৭৮
২৪৮।	ইফ্ফাত আরা বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-৬-৮০
২৪৯।	সিরিজা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১-১১-৮১
২৫০।	শাহেদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	১-২-৭৮
২৫১।	নীলুফার তাসনিম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১৭-১০-৮২
২৫২।	নুরুন নাহার	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	২৫-৬-৮৫
২৫৩।	রায়হানা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২১-৯-৮২

সরকারী শা'দত কলেজ, করোটিয়া, টাঙ্গাইল।

২৫৪।	রুবী সাহা	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯

সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।

২৫৫।	বেগম খালেদা রায়হান	প্রভাষিকা	"	২৫-১০-৮১

২	৩	৪	৫

নরসিংদী সরকারী কলেজ

শাহিনা হক	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২৬-৯-৮৪
সেতারা বেগম	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১-৩-৮০

সরকারী হরগংগা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ

মিসেস সাজেদা সুলতানা	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-৩-৮০

সরকারী নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর।

রাশিদা বেগম	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১-২-৭৮
নূরজাহান বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৭-৫-৭৯

রাজবাড়ী সরকারী কলেজ।

আফাত আরা পারভীন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
রাবেয়া খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০

কুমুদিনী সরকারী কলেজ, টাংগাইল।

বেগম শামসুন্নাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-১০-৭৯
ফজলী সুলতানা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১১-১১-৮১
মুন্নাফাবেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	১-১০-৭৯
মিসেস বেগম হাসিনা	সহঃ অধ্যাপিকা(রসায়ন)	"	২৯-৪-৭৪
আফরোজুন্নাহার	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	২২-৯-৮১
মিসেস পূর্ণিমা ভৌমিক	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১৬-৮-৮২
নুরুন্নাহার বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৩০-১-৭৪
শামসুন নাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৮-১০-৮১

১	২	৩	৪	৫
২৮৯।	নুরজাহান বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	৩০-১০-৮১
২৯০।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(সমাজবিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০
		বাগের হাট সরকারী কলেজ।		
২৯১।	মিনতি রানী মন্ডল	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১২-১১-৮১
		আজম খান সরকারী কলেজ, খুলনা।		
২৯২।	হাসিনা মোস্তফা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৬-১০-৮১
		সরকারী ব্রজলাল (বি, এল) কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।		
২৯৩।	জাহানারা আকতার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২-৭-৭৩
২৯৪।	খুরশিদা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৩১-১০-৮১
২৯৫।	মুকতি মজুমদার	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	২৩-৪-৭৩
২৯৬।	হোসনে আরা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	১-৭-৭৪
২৯৭।	কামরুন নাহার	প্রভাষিকা(আরবী)	"	৩-৯-৭৯
২৯৮।	শামসুন নাহার	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	২৫-৫-৮৫
২৯৯।	নার্গিস আকতার জাহান	সহঃ অধ্যাপিকা(গণিত)	"	২৮-৬-৭৪
৩০০।	ফৌজিয়া রহমান	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১৮-৯-৭৯
		খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ।		
৩০১।	সাহানিমা রহমান	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৩-১১-৭২
৩০২।	নুরুন নাহার হাসান	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৩০-৪-৭৪
৩০৩।	মেহেরুন্নেছা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৯-৯-৭৬
৩০৪।	দীপা ব্যানার্জী	সহঃ অধ্যাপিকা(ইংরেজী)	"	৯-১২-৭২

১	২	৩	৪	৫
০৫।	মাহমুদা আলম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১৬-১-৮৫
০৬।	সৈয়দা লুৎফুন্নাহার	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	''	২১-৯-৮৪
০৭।	নুর বানু	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	''	১৪-১১-৭২
০৮।	মঞ্জুশ্রী সরকার	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	''	২৬-১-৮৫
০৯।	বন্দনা ঘোষ	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	''	১-২-৭৮
১০।	মেশকাত আরা ফারুক	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	''	১১-১০-৭৬
১১।	চাদ সুলতানা	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থ)	''	১-৩-৮০
১২।	জাহানারা বেগম	প্রভাষিকা(গণিত)	''	৫-৬-৮৬
৩১৩।	মনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	''	২৬-৬-৮৫

<u>সরকারী কুষ্টিয়া গার্লস কলেজ, কুষ্টিয়া।</u>

১	২	৩	৪	৫
৩১৪।	ফিরোজা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	''	৭-৫-৭৯
৩১৫।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	''	৭-৫-৭৯
৩১৬।	সৈয়দা আমেনা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	''	৭-৫-৭৯
৩১৭।	ফতেহ অখ্তার বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	''	১-৩-৮০
৩১৮।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(পদার্থ)	''	৭-৫-৭৯
৩১৯।	ফিরোজা আফতাব	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	''	৭-৫-৭৯
৩২০।	বেগম শীরিন	প্রভাষিকা(বাংলা)	''	৭-৫-৭৯

<u>মাগুড়া হোঃ শঃ সোঃ কলেজ।</u>

১	২	৩	৪	৫
২১।	বেগম মাহবুবা	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	''	১-৩-৮০
২২।	রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	''	১-৫-৮৩
২৩।	মনোয়ারা তাজ	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ)	''	৬-৬-৮১

১	২	৩	৪	৫
		খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খুলনা ।		
৩২৪।	তুহিন আফরোজ	প্রভাষিকা(হিসাব বিজ্ঞান)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১০-৩-…
		যশোর সরকারী কলেজ, যশোর ।		
৩২৫।	গুলশান আরা বেগম	সহঃঅধ্যাপিকা(বাংলা)	"	১-৩-…
৩২৬।	সুরাইয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-…
৩২৭।	ফিরোজা আখতার বানু	সহঃঅধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	১-৩-…
৩২৮।	আরবি নুরজাহান	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-৩-…
৩২৯।	অশোকা দত্ত	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-৯-…
৩৩০।	মাজেদা বানু	সহঃঅধ্যাপিকা(ইতিহাস)	"	১-৩-৮০
৩৩১।	জাকিয়া বানু	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	১-৩-৮০
৩৩২।	নাজমা আখতার বানু	প্রভাষিকা(পদার্থ)	"	২১-৭-৭…
		পটুয়াখালী সরকারী কলেজ ।		
৩৩৩।	ফাতেমা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	২০-৯-৮…
		পটুয়াখালী মহিলা কলেজ, পটুয়াখালী ।		
৩৩৪।	গুলশান আরা বেগম	সহঃঅধ্যাপিকা(বাংলা)	"	১৪-৩-৭…
৩৩৫।	রাবেয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭…
৩৩৬।	সিতারা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭…
৩৩৭।	সুরাইয়া বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	৭-৫-…
৩৩৮।	মনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	৭-৫-…
৩৩৯।	লুৎফুন্নেছা বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	৭-৫-…
৩৪০।	ফরিদা আখতার	সহঃঅধ্যাপিকা(উদ্ভিদ)	"	৭-৫-…

১	২	৩	৪	৫
	সরকারী মহিলা কলেজ, বরিশাল ।			
৪১।	ফিরোজা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-২-[illegible]
৪২।	খানম খালেদা নাজনীন	সহঃ অধ্যাপিকা(গার্হস্থ্য অর্থ)	"	১-২-[illegible]
৪৩।	মাহমুদা কামাল	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-[illegible]
৪৪।	মাহমুদা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭[illegible]
৪৫।	লুৎফুন্নাহার বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-২-৭৮
৪৬।	নুরুন্নাহার বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১-২-৭৮
৪৭।	সাইয়েদেন নেছা	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	১-২-৭৮
৪৮।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১-২-৭৮
৪৯।	কল্পনা সমাজপতি	প্রভাষিকা(সমাজকল্যাণ)	"	১-২-৭৮
৫০।	সৈয়দা হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১-২-৭৮
৫১।	লতিফা দেলোয়ার	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-২-৭৮
৫২।	বেগম শামসুন্নাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৮
৫৩।	অনুপমা দেবনাথ	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-২-৭৮
	কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া ।			
৫৪।	আমিনা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৪-৬-৮[illegible]
৫৫।	এ,এন,এম, নুরুন্নাহার	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	১-৩-[illegible]
৫৬।	মাহমুদা খানম	প্রভাষিকা(পদার্থ)	"	২৫-১-৮[illegible]
৫৭।	শিরীন আক্তার	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ)	"	১৩-৬-৮১
৫৮।	জামিলা খানম চৌধুরী	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ)	"	২-৭-৮৩

১	২	৩	৪	৫
		সরকারী এম,এম, কলেজ, যশোর।		
৩৫৯।	মমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২০-৭-৭৭
৩৬০।	লুৎফুন্নাহার	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০
৩৬১।	লুৎফুন্নাহার	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	২০-১০-৮
৩৬২।	কোহিনুর বেগম	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	১০-৫-৮০
৩৬৩।	মীনা দাস	প্রভাষিকা(গণিত)	"	৩-৯-৭৯
৩৬৪।	লাইলী বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদ)	"	১-৩-৮০
		ভোলা সরকারী কলেজ।		
৩৬৫।	জেবুন্নেসা	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৭-৫-৭৯
		সরকারী ব্রজ মোহন কলেজ, বরিশাল।		
৩৬৬।	মাকসুদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	২৬-১-৭৪
৩৬৭।	ফিরোজা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৮-১১-৭৪
৩৬৮।	হাবিবা বেগম	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	১৫-৭-৭৭
৩৬৯।	তাহেরা সুলতানা	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৯-৭-৭৭
৩৭০।	আরতি বণিক	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৩৭১।	কামরুন্নেছা	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ)	"	১-৩-৮০
		বরগুনা সরকারী কলেজ।		
৩৭২।	মুহসীনা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০

১	২	৩	৪	৫
		সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।		
৩৭৩।	তানজিমা হোসেন	প্রভাষিকা(বাংলা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-৭-৭৪
৩৭৪।	মমতা আরজু	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-২-৮১
৩৭৫।	সায়েদা খানম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-১১-৮১
৩৭৬।	মিসেস মমতাজ মহল	সহঃ অধ্যাপিকা(ইংরেজী)	"	১৮-৯-৭২
৩৭৭।	রায়হানা সামস্	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১৬-৭-৭৬
৩৭৮।	সারা বৈদ্য	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১৫-৪-৮১
৩৭৯।	সুলতানা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১-২-৭৮
৩৮০।	শাহজাদী হোসনে আরা	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	২২-১০-৮১
৩৮১।	সৈয়দা ফাতেমা খাতুন	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২২-১০-৮১
৩৮২।	সৈয়দা মুশফীকা ইসলাম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২-৯-৮০
৩৮৩।	নাসরীন বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	২০-১০-৮১
৩৮৪।	সৈয়দা ফাতেমা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	১০-৭-৭৪
৩৮৫।	ফাহিমা আহমেদ	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	৫-১১-৮০
৩৮৬।	নাজমা হাসিনা	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	২৫-১১-৮১
৩৮৭।	হোসনে আরা আজিজ	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থ)	"	২-৯-৭২
৩৮৮।	নাহিদা খাতুন	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৮-৬-৭৭
৩৮৯।	মাহফুজা রহমান	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	২০-৫-৭৪
		সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।		
৩৯০।	নুরুন নাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১১-৫-৮৪
৩৯১।	রফিকা খানম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৩৯২।	বিজলী বালা মন্ডল	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১১-৫-৮৪

১	২	৩	৪	৫
৩৯৩।	মরিয়ম বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(ইংরেজী)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-৩-৭৪
৩৯৪।	নাজ নোমান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২৩-৯-৮৪
৩৯৫।	রওশন জাহান	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	২১-৯-৮২
৩৯৬।	নাসিম আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১১-৫-৮৩
৩৯৭।	ইফফাত জাহান	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১১-৫-৮৩
৩৯৮।	শামীমা পারভীন	প্রভাষিকা(উচ্চাংগ সংগীত)	"	১১-৫-৮৩
৩৯৯।	রেজওয়ানা চৌধুরী	প্রভাষিকা(তন্ত্রীয় সংগীত)	"	১১-৫-৮৩

বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজ, ঢাকা।

১	২	৩	৪	৫
৪০০।	সাইফুন্নাহার চৌধুরী	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	১-৮-৭১
৪০১।	মিসেস সুনন্দা বড়ুয়া	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৭-১২-৭৩
৪০২।	মমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৬-৬-৭৪
৪০৩।	গিতালী দাস গুপ্তা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৬-৫-৭৪
৪০৪।	তাজিন চৌধুরী	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৩০-১১-৭৭
৪০৫।	সেলিনা আওশর জাহান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৯-১২-৭৭
৪০৬।	মিস রাজ নোমান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২৫-৩-৮১
৪০৭।	হোসনে আরা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	১০-১-৭৩
৪০৮।	হাসিনা আওশর	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২৮-১০-৭৪
৪০৯।	নাসিম আরা বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২২-৫-৮১
৪১০।	রোকসানা আলম কাদরী	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২৮-৫-৮১
৪১১।	বেগম সাইদা আওশর	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২-৯-৮২
৪১২।	সৈয়দা শওকত আরা বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৯-৮৩
৪১৩।	মিসেস সাজেদা আজিজ খাতুন	সহঃঅধ্যাপিকা(ইতিহাস)	"	১৭-৪-৭৩

১	২	৩	৪	৫
৪১৪।	আনিস ফাতেমা	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২১-১০-৮১
৪১৫।	রানা আহমেদ	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	৩-৯-৭৯
৪১৬।	শাহীন আহমদ	সহঃ অধ্যাপিকা(গার্হস্থ্য অর্থ)	"	২৩-১১-৭২
	রেহানা বেগম	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থ)	"	২২-৭-৭৪
৪১৭।	হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থ)	"	৩০-৪-৭৭
৪১৮।	খুরশিদ আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	২০-৩-৭৬
৪১৯।	জাকিয়া বেগম	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	২০-১১-৮১
৪২০।	সেতারা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১-৩-৮০
৪২১।	ইফফাত আরা নার্গিস	প্রভাষিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	৮-৬-৮৩
৪২২।	সেলিনা আওন্নর	প্রভাষিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১৭-১০-৮৪
৪২৩।	জেরিনা খান	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১৮-৪-৭৩
৪২৪।	নাসিমা আফরোজ	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১৭-১২-৭৪
৪২৫।	রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	২২-১১-৮০
৪২৬।	মেহেরুন্নেছা	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	২১-১২-৭৮
৪২৭।	মাহবুবা হোসাইন	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	৫-১২-৮৪
৪২৮।	ঝর্ণা বড়ুয়া	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	২৩-২-৭৫
৪২৯।	নাসিমা আওন্নর	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১৩-১০-৭৭
৪৩০।	শেফালী নাজনীন	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	৯-৫-৮০
৪৩১।	শাহনাজ দীন	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১৯-১০-৭৬
৪৩২।	সুরাইয়া [illegible]	প্রভাষিকা(গণিত)	"	৯-২-৭৮
৪৩৩।	হোমায়রা বানু	প্রভাষিকা(গণিত)	"	২১-১২-৮১
৪৩৪।	শামসুন্নাহার	সহঃ অধ্যাপিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	১৪-৯-৭২

১	২	৩	৪	৫
৪৩৫।	মাহফুজা চৌধুরী	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-২-৭৮
৪৩৬।	ফাহিমা খাতুন	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	২৪-৯-৮৪
৪৩৭।	মিস সাহেরা আহমেদ	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৩১-৮-৭৩
৪৩৮।	মিসেস শামসুন্নাহার	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৩০-৭-৭৯
৪৩৯।	মিসেস নিলুফার আখতার	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	১২-৭-৭৯
৪৪০।	মিসেস মরিয়ম বেগম	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১৪-৬-৭৭
৪৪১।	মিসেস শাহরিয়া রওশন জাহান	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	৩০-৩-৮১
৪৪২।	মিসেস আনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১৩-৭-৭৭
৪৪৩।	মিসেস রিজিয়া	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১৯-৮-৮২
৪৪৪।	" সেলিনা আক্তার	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১-৯-৭৩
৪৪৫।	" রিজিয়া খানম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	৭-৪-৭৭
৪৪৬।	" সুরাইয়া সুলতানা	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	১৮-৪-৭৭
	* আর,এফ,ইয়াসমিন আরা	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২০-১০-৮৪
		ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।		
৪৪৭।	মিসেস শওকত আরা আহমেদ	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২১-৯-৭৩
৪৪৮।	" দেলোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-১-৭৫
৪৪৯।	" রেবেকা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৪৫০।	" দিলারা হাফিজ	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৮-১০-৮১
৪৫১।	" [illegible] জমা আক্তার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৫-১২-৮১
৪৫২।	" মোহসেন আরা শাহজাহান	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২২-৭-৭৭
৪৫৩।	" ইয়াসমিন বানু	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৬-১১-৭৬
৪৫৪।	" লতিফা আহমদ	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২০-৭-৭৩
৪৫৫।	" নাফিসা জামাল	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১২-১২-৮২

১	২	৩	৪	৫
৪৫৬।	মিসেস হাসনা হেনা ইসলাম	সহকারী অধ্যাপিকা (ইঃ ইতিঃ ও সংস্কৃতি)	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	১০-১-৭৪
৪৫৭।	" জোহরা বেগম	সহকারী অধ্যাপিকা (ইঃ ইতিঃ ও সংস্কৃতি)	"	১-৪-৭৪
৪৫৮।	" বিলকিস বানু	প্রভাষিকা (ইঃ ইতিঃ ও সংস্কৃতি)	"	৬-৮-৭৭
৪৫৯।	" জাহান আরা বেগম	" "	"	১৭-১০-৮৪
৪৬০।	" শাহানারা বেগম	" "	"	১৭-১০-৮৪
৪৬১।	" জোবেদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা (ইতিহাস)	"	১-২-৭৮
৪৬২।	" নাসরীন সুলতানা	সহঃ অধ্যাপিকা (ইতিহাস)	"	১৫-৯-৭২
৪৬৩।	" শিরীন আফরোজ খানম	প্রভাষিকা (ইতিহাস)	"	২-১১-৮১
৪৬৪।	" সুলতানা বেগম	প্রভাষিকা (ইতিহাস)	"	৮-৯-৮২
৪৬৫।	" সালেহা খাতুন	প্রভাষিকা (ইতিহাস)	"	৫-১-৭৬
৪৬৬।	" কামরুন নাহার	সহকারী অধ্যাপিকা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	১-৩-৭৩
৪৬৭।	" শিরীনা হোসেন	প্রভাষিকা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৪-১১-৮১
৪৬৮।	" ফয়জুন্নেছা বেগম	প্রভাষিকা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	২৪-১২-৮০
৪৬৯।	" রাশেদা বেগম	প্রভাষিকা (গার্হস্থ্য অর্থ)	"	৫-১০-৭৩
৪৭০।	" হোসনে আরা	প্রভাষিকা (গার্হস্থ্য অর্থ)	"	১৬-৩-৭৭
৪৭১।	" খায়রুন নেছা	প্রভাষিকা (গার্হস্থ্য অর্থ)	"	১২-২-৮০
৪৭২।	" হালিমা বেগম	প্রভাষিকা (ভূগোল)	"	১০-১১-৭৮
৪৭৩।	" হাফিজা খাতুন	প্রভাষিকা (ভূগোল)	"	২২-২-৭৯
৪৭৪।	" কামরুন্নেছা	সহকারী অধ্যাপিকা (দর্শন)	"	১-২-৭৮
৪৭৫।	" জাহান আফরোজ	প্রভাষিকা (দর্শন)	"	১১-৭-৭৭
৪৭৬।	" নুরজাহান বেগম	প্রভাষিকা (দর্শন)	"	৭-৫-৭৯
৪৭৭।	" লুৎফুন্নাহার	সহঃ অধ্যাপিকা (মনোবিজ্ঞান)	"	২৩-৬-৭২

১	২	৩	৪	৫
৪৭৮।	মিসেস জাহানারা রসুল	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	২৭-৫-৭৮
৪৭৯।	" নার্গিস জাহান	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	৭-৬-৭৮
৪৮০।	" ফিরোজা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	৮-৭-৭৪
৪৮১।	" খুরশিদ বেগম	প্রভাষিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	৬-৫-৭৭
৪৮২।	" সেলিনা আক্তার	প্রভাষিকা(সমাজ কল্যাণ)	"	১৭-১০-৮৪
৪৮৩।	" স্বপ্না দেবনাথ	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	১৫-১২-৮০
৪৮৪।	" মেরিনা জাহান	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	৩১-১০-৮১
৪৮৫।	" শামিমা আহমদ	প্রভাষিকা(ব্যবস্থাপনা)	"	১৭-১০-৮৪
৪৮৬।	" লাইলী বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১৪-২-৭৮
৪৮৭।	" খোদেজা সুলতানা	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১৭-৩-৮০
৪৮৮।	" বিলকিস বানু	প্রভাষিকা(ইসলামী শিক্ষা)	"	৩০-১০-৮১
৪৮৯।	" মোছাৎ সোফিয়া খাতুন	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১৭-১০-৮৪
৪৯০।	" নাফিসা খাতুন	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	৪-১০-৭৬
৪৯১।	" বেগম জেবুন নেছা	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১২-৭-৭৯
৪৯২।	" দিলরুবা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থ)	"	১৫-১-৭৪
৪৯৩।	" রেজিনা সুলতানা	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৩০-৩-৮১
৪৯৪।	" ইশরাত জাহান	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	২৮-৩-৮১
৪৯৫।	" গুলশান আরা	সহযোগী অধ্যাঃ(বোটানী)	"	৬-১২-৭৯
৪৯৬।	" কামরুন নাহার খান	প্রভাষিকা(বোটানী)	"	৬-৭-৭৯
৪৯৭।	" বিলকিস বানু	প্রভাষিকা(বোটানী)	"	৯-৭-৭৯
৪৯৮।	" পারভীন সুলতানা	প্রভাষিকা(বোটানী)	"	১১-৮-৮১
৪৯৯।	" সৈয়দা হাসিনা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	৫-৯-৭২
৫০০।	" জাহান আফরোজ বেগম হাবিবা	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২৬-১-৭৪

১	২	৩	৪	৫
৫০১।	মিসেস জাহানারা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	৭-৬-৮৩
৫০২।	" সৈয়দা খায়রুন্নেছা	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২২-১০-৮১
৫০৩।	" নবতাজ বেগম	প্রভাষিকা(গণিত)	"	৭-১-৭৮
৫০৪।	" সেতারা বানু চৌধুরী	প্রভাষিকা(গণিত)	"	৩-১০-৭৮
৫০৫।	" শাপ্লা রানী সাহা	প্রভাষিকা(হিসাব বিজ্ঞান)	"	২০-১০-৮১

<u>কবি নজরুল ইসলাম সরকারী কলেজ</u>

১	২	৩	৪	৫
৫০৬।	মিসেস মাজেদা সাবের	সহঃ অধ্যাপিকা(ভূগোল)	"	২৮-১২-৭২
৫০৭।	" খোদেজা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(গণিত)	"	৬-৮-৭৪
৫০৮।	" রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-৭-৭৪
৫০৯।	" হালিমা খাতুন	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	২৮-১১-৭৫
৫১০।	" রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	১৭-৭-৭৯
৫১১।	" আরবা কাইয়া আহমদ	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১৪-৯-৭৯
৫১২।	" রওশন আক্তার	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০
৫১৩।	" সুরাইয়া খানম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২-৬-৮০
৫১৪।	" গোলেনুর আফরোজ তালুকদার	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১-৪-৮০
৫১৫।	" সেলিনা বেগম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	২০-১০-৮২
৫১৬।	" তাজনীন খান	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	২২-৫-৮৩
৫১৭।	" শামসুন নাহার	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১৭-১০-৮৪
৫১৮।	" রাশিদা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৭-১০-৮৪
৫১৯।	" শাহিনা দেওয়ান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১৭-১০-৮৪
৫২০।	" খালেদা আখতার	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১৫-৬-৮৫

১	২	৩	৪	৫
		ঢাকা কলেজ, ঢাকা।		
৫২১।	মিসেস আয়েশা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১১-১-৭৪
৫২২।	" ফেরদৌসী মাহমুদা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৫২৩।	" হাসনাহেনা নূর নিগার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১১-৬-৮০
৫২৪।	" সুলতানা শরীফা আখতার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২-৭-৮০
৫২৫।	" শামীমা আজাদ	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-১১-৮১
৫২৬।	" ফরিদা হোসেন	সহকারী অধ্যাঃ(ইংরেজী)	"	২৪-১১-৭২
৫২৭।	" দিলুয়ারা নাসিম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২২-১২-৭৮
৫২৮।	" মনিকা দেবী বড়ুয়া	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১-৩-৮০
৫২৯।	" রেহানা কাদির	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২৮-৩-৮১
৫৩০।	" শাহনাজ হোসেন	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৩-১১-৮২
৫৩১।	" রাজিয়া সুলতানা খান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৯-৪-৮০
৫৩২।	" আরজুমান্দ শাহেদা বেগম	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	৫-৭-৭৯
৫৩৩।	" উম্মে কুলসুম রওশনাতুর নোমান	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	৭-৪-৮১
৫৩৪।	" রওশন আরা মতিন	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	১-১-৭২
৫৩৫।	" শিরীন আওশর	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৩-৮-৭২
৫৩৬।	" দিলুয়ার আখতার	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থবিদ্যা)	"	১-৩-৮০
৫৩৭।	" শাহীন আকতার	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	১৪-৪-৮১
৫৩৮।	" মোছাৎঃ সেলিনা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	৯-৪-৭৫
৫৩৯।	" সৈয়দা ফেরদৌসী বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	২৫-৬-৮০
৫৪০।	" দিলুয়ার নাসরিন	প্রভাষিকা(প্রাণী বিদ্যা)	"	৭-১-৮২
৫৪১।	" বদরুন্নেছা	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিদ্যা)	"	১-২-৭৮
৫৪২।	" মাহফেরা বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-১১-৭৪
৫৪৩।	" লুৎফুন্নাহার	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-৭-৭৮

১	২	৩	৪	৫
৫৪৪।	মিসেস. দিল আরা বেগম চৌধুরী	প্রভাষিকা(ভূগোল)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১১-১১-৮২
৫৪৫।	" নাজ-ই-জাহান	সহঃ অধ্যাপিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	১-৪-৭৪
৫৪৬।	" ডঃ কাজী আফিফা সুলতানা	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	৬-৩-৭৬
৫৪৭।	" লুৎফা হাসীন	প্রভাষিকা(গণিত)	"	২০-৯-৮৪
৫৪৮।	" শীরাজুন ফাতেমা	প্রভাষিকা(হিসাব বিজ্ঞান)	"	৩১-৩-৮০
৫৪৯।	" নাসরা হোসেন	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৫-৭-৭৩
৫৫০।	" হাসিনা জাহান	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৮-১০-৭৬
৫৫১।	" আখতারী খানম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১২-৭-৭৪
৫৫২।	" নিলুফার ফেরদৌসী	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১০-৯-৭৯
৫৫৩।	" আতিয়া ইয়াসমীন	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	৩০-৫-৮১
৫৫৪।	" উম্মে সালমা আখতার	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	২৫-৫-৭২
৫৫৫।	" মাহমুদা সামাদ	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	২-১১-৮১
৫৫৬।	" দিলওয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(ইসঃ ইতিহাস)	"	৯-৩-৮০
৫৫৭।	" আকতারুন্নেছা খানম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	৩-৫-৭৪
৫৫৮।	" নেজিনা বেগম	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	৫-১২-৭৭
৫৫৯।	" হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	২-১১-৮১
৫৬০।	" সৈয়দা জাকিয়া হোসেন	প্রভাষিকা(সমাজ বিজ্ঞান)	"	১২-১-৮৪

রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ।

৫৬১।	" হেলানুন নাহার মহিউদ্দিন	সহঃ অধ্যাপিকা(ইংরেজী)	"	১৫-৩-৭৩
৫৬২।	" আনোয়ারা হোসেন	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	২৬-২-৭২
৫৬৩।	" মোরশেদা খাতুন	প্রভাষিকা (অর্থনীতি)	"	৯-৩-৮০
৫৬৪।	" শিখা রায়	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	১২-৩-৭৩

১	২	৩	৪	৫
৫৬৫।	মিসেস মমতাজ বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-২-৭৮
৫৬৬।	" রওশন জাহান	সহঃ অধ্যাপিকা(গণিত)	"	২৪-৪-৭৪
৫৬৭।	" উম্মে কুলসুম মোছাম্মাৎ হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২৪-৭-৭৬
৫৬৮।	" কাজী মনোয়ারা সুলতানা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২৯-৪-৭৪
৫৬৯।	" বেগম হাসিনা কাইয়ুম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৪-১-৭৪
৫৭০।	" আখতারী বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	৩০-৭-৭৭
৫৭১।	" মনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৫৭২।	" দিলরুবা বেগম	প্রভাষিকা(ইসঃইতি ও সংস্কৃত)	"	৭-৫-৭৯
৫৭৩।	" গুল শিরীন মোছাৎঃ শৈলিমা আখতার বানু	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-৩-৮০
৫৭৪।	" রশিদা জাহানারা	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	১-৩-৭৬
৫৭৫।	" মোছাৎঃ শামসুন নাহার	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১৩-৩-৮২
৫৭৬।	" রতিয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৭-৪-৮১
৫৭৭।	" মনোয়ারা খানম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৫-৮২
৫৭৮।	" ইসমত আরা আলী	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১০-৭-৭৯
৫৭৯।	" মোছাৎঃ ফিরোজা বেগম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	২৯-৬-৮১
৫৮০।	" হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	১৩-৭-৭৯
৫৮১।	" সুরাইয়া পারভীন	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৬-১২-৮০
৫৮২।	" লতিফা খাতুন	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	২৫-৬-৮৫

রাজশাহী সরকারী কলেজ, রাজশাহী।

১	২	৩	৪	৫
৫৮৩।	মিসেস ফজিলাতুন নেছা	প্রভাষিকা(বাংলা)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১১-১০-৭৬
৫৮৪।	" জিনাত মহল বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৬-১১-৮১
৫৮৫।	" ফরিদা সুলতানা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১০-১১-৮১
৫৮৬।	" হাসমত আরা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৩০-১০-৮১
৫৮৭।	" শাহনাজ ইয়াসমীন	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৪-৪-৮১
৫৮৮।	" ফিরোজা আখতার	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	৩-১২-৭৩
৫৮৯।	" দৌলতুন নেছা	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	২৮-৬-৭১
৫৯০।	" সাইদা খাতুন	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-৫-৮২
৫৯১।	" সায়েরা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-৭-৭৪
৫৯২।	" সাহেরা খাতুন	প্রভাষিকা(ইসঃইতি ও সংস্কৃতি)	"	২১-১-৮২
৫৯৩।	" আয়েশা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(সমাজ কর্ম)	"	৭-৫-৭১
৫৯৪।	" ফাতেমা জোহরা	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-১১-৭৪
৫৯৫।	" রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	২৭-৭-৭৮
৫৯৬।	" নুর মহল	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৩০-১০-৮১
৫৯৭।	" হোসনা বানু	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	২৬-৬-৮৫
৫৯৮।	" ফাতেমা চৌধুরী	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১-৫-৮৫

রাজশাহী সরকারী সিটি কলেজ, রাজশাহী।

৫৯৯।	" আখতার জাহান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১-৩-৮০
৬০০।	" মীরা দিল আরা উষা খন্দকার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৫-৮২
৬০১।	" নুসরাত রহমান	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৫-৮২
৬০২।	" মোছাৎঃ নাসিম বানু	প্রভাষিকা(মনোবিজ্ঞান)	"	১-৫-৮২
৬০৩	" ফজিলাতুন নেছা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	৪-১-৭২
৬০৪।	" জমিলা বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১-৫-৮২

১	২	৩	৪	৫
		রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ		
৬০৫।	মিসেস বিজয়া রায়	প্রভাষিকা(বাংলা বিভাগ)	বিসিএস(সাধারণ (শিক্ষা)	১৬-১-৭৪
৬০৬	" রিজিয়া বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৬০৭।	" শামসুন নাহার	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১-৮-৭৬
৬০৮।	" খন্দকার মমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১৭-২-৭৭
৬০৯।	" মমতাজ বেগম	প্রভাষিকা(ভূগোল)	"	১-৩-৮০
		গাইবান্ধা সরকারী কলেজ।		
৬১০।	" রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১০-১২-৮০
৬১১।	" সায়মা কানিজ	প্রভাষিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	২-৩-৭৪
		দিনাজপুর সরকারী কলেজ।		
৬১২।	" হাসিনা ফেরদৌস বানু	সহঃ অধ্যাপিকা(অর্থনীতি)	"	১৩-৭-৭৩
৬১৩।	" নাসরুন্না খানম	প্রভাষিকা(ইসঃইতিঃসংস্কৃতি)	"	১২-১-৮২
৬১৪।	" ওমেদা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(দর্শন)	"	৭-৫-৭১
৬১৫।	" বায়তুন নাহার	প্রভাষিকা(গণিত)	"	১৮-৮-৮২
৬১৬।	" মাহমুদা দিলরুবা	প্রভাষিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	১১-১-৮২
৬১৭।	" জুলেখা খাতুন	সহঃ অধ্যাপিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	১০-১-৭৪
		পাবনা সরকারী মহিলা কলেজ, পাবনা		
৬১৮।	" বেগম ফযলুন্নেছা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৬১৯।	" জান্নাতুন্নেছা ফেরদৌস	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৬২০।	" মেহেরুন নেছা	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	১-৩-৮০
৬২১।	" সুরাইয়া বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০

১	২	৩	৪	৫
৬২২।	মিসেস সফিউন নেছা	প্রভাষিকা(দর্শন)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	১-৩-৮০

দিনাজপুর সরকারী মহিলা কলেজ, দিনাজপুর।

৬২৩।	" নূরজাহান বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(ইতিহাস)	"	৭-৫-৭৯
৬২৪।	" নুরুন্নেছা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	৭-৫-৭৯
৬২৫।	" ইয়াকুতী বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৬২৬।	" খুরশীদা খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৬২৭।	" খুরশীদ আরা হাই	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১৮-৯-৭৩
৬২৮।	" সুরাইয়া বেগম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৭-৫-৭৯
৬২৯।	" মাসুমা খাতুন	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯
৬৩০।	" দিলরুবা ওসমানী	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	৭-৫-৭৯
৬৩১।	" হোসনে আরা বেগম	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	৭-৫-৭৯
৬৩২।	" সুলতানা রাজিয়া	প্রভাষিকা(ইসঃইতিহাস)	"	৭-৫-৭৯
৬৩৩।	" গোলে নূর মোছাৎঃ সেলিনা	প্রভাষিকা(গণিত)	"	২১-১২-৮১
৬৩৪।	" সুরাইয়া বেগম	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৫-১১-৮১

ঠাকুরগাঁও সরকারী মহিলা কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

৬৩৫।	" মাহমুদা খাতুন	প্রভাষিকা(ইতিহাস)	"	১-৩-৮০

সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।

৬৩৬।	" আখতার খুরশীদ জাহান	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৬৩৭।	" বেগম রাজিয়া	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৬৩৮।	" রায়হানা সালাম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৫-৭৯
৬৩৯।	" মনোয়ারা বেগম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১০-১১-৭৬

১	২	৩	৪	৫
৬৪০।	মিসেস ফওজিয়া চৌধুরী	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	৭-৫-৭৯
৬৪১।	" রওশন আরা বেগম	প্রভাষিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯
৬৪২।	" মিনারা বেগম	প্রভাষিকা(ইসলামের ইতিঃ)	"	৭-৫-৭৯
৬৪৩।	" সৈয়দা সাহারা ফেরদৌস	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	২৯-১০-৮৯
৬৪৪।	" সুলতানা রিজিয়া বেগম	প্রভাষিকা(গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	"	৭-৫-৭৯
৬৪৫।	" মোর্শেদা বেগম	প্রভাষিকা(পদার্থ বিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৯
৬৪৬।	" বদরুন নেছা	সহঃ অধ্যাপিকা(পদার্থ বিদ্যা)	"	৭-৫-৭৯

সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

১	২	৩	৪	৫
৬৪৭।	" আকিলা মালিক	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	২-৪-৮১
৬৪৮।	" আমিয়া আফলাতুন নাহার	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৯-৯-৭৪
৬৪৯।	" সামুমা খাতুন	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	২৮-৬-৭৯
৬৫০।	" মিনতি কুমার রায়	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	২-৭-৮০
৬৫১।	" নাসিমা আখতার	প্রভাষিকা(উদ্ভিদ বিজ্ঞান)	"	১৩-৬-৮৯
৬৫২।	" সাবিহা সুলতানা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৪-১১-৮১
৬৫৩।	" মোছাৎ মাহবুবা খাতুন	প্রভাষিকা(রসায়ন)	"	২৭-৬-৮৫
৬৫৪।	" মীর দিলারা ইকবাল	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৮
৬৫৫।	" নার্গিস বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	"	৭-৫-৭৩

সরকারী মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া।

১	২	৩	৪	৫
৬৫৬।	" নার্গিস বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-২-৭৮
৬৫৭।	" শামসুন নাহার বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(বাংলা)	"	১-১২-৭৩
৬৫৮।	" ফজিলাতুন নেছা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৫-৭৪
৬৫৯।	" রাবেয়া খাতুন	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৪-২-৭৪

১	২	৩	৪	৫
৬৬০।	মিসেস জোহরা উম্মে হাসান	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা)	৩০-১০-৭৮
৬৬১।	" বেগম রওশন আরা	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	২১-৪-৭৫
৬৬২।	" হোসনে আরা হায়দার	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	৪-১-৮০
৬৬৩।	" হাসনা বানু	সহঃ অধ্যাপিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	২৫-৩-৭৩
৬৬৪।	" ফজিলাতুন নেছা	প্রভাষিকা(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	"	৩০-৪-৭৫
৬৬৫।	" মোসাৎঃহোসনে আর বেগম	প্রভাষিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	১৪-১২-৭৮
	নওগাঁ সরকারী কলেজ, নওগাঁ।			
৬৬৬।	" হাসনিন আরা বেগম	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	১-৩-৮০
৬৬৭।	" মোছাৎঃ রোকেয়া বেগম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	৭-৪-৮১
৬৬৮।	" মিসেস ফরিদা বেগম	প্রভাষিকা(অর্থনীতি)	"	১-৩-৮০
	সরকারী শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা।			
৬৬৯।	" দেলোয়ারা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	১-২-৭৮
	সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ, সিরাজগঞ্জ।			
৬৭০।	" করুনা রানী সাহা	প্রভাষিকা(বাংলা)	"	৭-৬-৮০
৬৭১।	" হোসনে আরা আখতার	প্রভাষিকা(প্রাণীবিদ্যা)	"	৭-৫-৭৯
	সরকারী কারিগরী মহাবিদ্যালয়, সৈয়দপুর।			
৬৭২।	" লৎফন নেছা বেগম	সহঃ অধ্যাপিকা(উদ্ভিদবিদ্যা)	"	১-৩-৮০
৬৭৩।	" সাঁহিদা কাইয়ুম	প্রভাষিকা(ইংরেজী)	"	১৩-১০-৮৪
	সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।			
৬৭৪।	" খায়রুল বাশার মোছাৎঃ তাহেরী নার্গিস	প্রভাষিকা(দর্শন)	"	১-৩-৮০
	পরিকল্পনা কোষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়			
৬৭৫।	" জাহানারা খানম	গবেষণা কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	"	৪-১২-৭৮

বিঃ দ্রঃ তারকা চিহ্নিত ৫ জন শিক্ষয়িত্রীর নামের ক্রমিক উল্লিখিত নেই। এই ৫ জন যুক্ত হলে মোট সংখ্যা হবে ৬৮০।

বিসিএস(স্বাস্থ্য)

ক্রঃ নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্তির তাং ও সাল
১।	ডাঃ মিসেস ফকরুন্নেছা	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২৭-১১-৭২
২।	ডাঃ লতিফা শামছুদ্দিন	সহকারী অধ্যক্ষা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ .	"	২০-৩-৭৭
৩।	ডাঃ রেহানা বেগম	সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ ·	"	২০-৩-৭৭
৪।	ডাঃ সুলতানা রাজিয়া বেগম	সহকারী অধ্যাপক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	"	২০-৩-৭৭
৫।	ডাঃ আনোয়ারা বেগম	সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ	"	২০-৩-৭৭
৬।	ডাঃ কোহিনুর বেগম	সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ	"	২০-৩-৭৭
৭।	ডাঃ নুরজাহান বেগম	সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ	"	২০-৩-৭৭
৮।	ডাঃ মাহমুদা খাতুন	সহকারী অধ্যাপক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ .	"	২০-৩-৭৭
৯।	ডাঃ শাহিদা খাতুন	সহকারী অধ্যাপক স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	"	১৫-২-৭৯
১০।	ডাঃ আনোয়ারা খাতুন	জুনিয়ার কনসালটেন্ট কুমিল্লা আধুনিক সদর হাসপাতাল	"	১৩-১-৭৪
১১।	ডাঃ দিপ্তি চৌধুরী	সহকারী অধ্যাপক পি, জি, হাসপাতাল .	"	১০-১২-৭৭
১২।	ডাঃ রোজিনা আখতার	জুনিয়ার কনসালটেন্ট আধুনিক সদর হাসপাতাল, বগুড়া।	"	২২-৩-৭৭
১৩।	ডাঃ নাজমুন নাহার	সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ .	"	৩১-৫-৭২
১৪।	ডাঃ উম্মে হাসিনা ফরিদা খাতুন	সহঃ অধ্যাপক আই, পি, জি, এম, আর	"	৫-৭-৭৭
১৫।	ডাঃ ফউজিয়া আখতার বানু	সহঃ অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ .	"	২২-১২-৭৮
১৬।	ডাঃ নারগিস আখতার	সহঃ অধ্যাপক আই, পি, জি, এম, আর	"	১২-১২-৭৭

১৭। ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সহঃ অধ্যাপক আই, পি, জি, এম, আর	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	২২-৩-৭৭
১৮। ডাঃ দিলরুবা রহমান	সহঃ অধ্যাপক আই, পি, জি, এম, আর	"	২২-৩-৭৭
১৯। ডাঃ আয়েশা সিদ্দিকী	সহঃ অধ্যাপক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ;	"	২৩-৩-৭৭
২০। ডাঃ আমিনা আনোয়ার হোসেন শেখ	সহঃ অধ্যাপক আই, পি, জি, এম, আর :	"	২২-৩-৭৭
(উপরোক্ত ২০ জন অধ্যাপনা কর্মে জড়িত রয়েছেন)			
২১। ডাঃ ফউজিয়া চৌধুরী	সহঃ সার্জন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর, ঢাকা।	"	২২-৬-৭৩
২২। ডাঃ সুফিয়া বেগম	সিভিল সার্জন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর :	"	২২-৬-৭৩
২৩। ডাঃ অনিমা রাণী দাস	সহঃ সার্জন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ;	"	২২-৬-৭৩
২৪। ডাঃ ফজিলা আহমেদ	সহঃ সার্জন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ;	"	২২-৬-৭৩
২৫। ডাঃ রেহানা খাতুন	সহঃ সার্জন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর :	"	২২-৬-৭৩
২৬। ডাঃ রওশন আরা বেগম চৌঃ	সহঃ সার্জন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর !	"	২২-৬-৭৩
২৭। ডাঃ মাহবুবা বেগম	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
২৮। ডাঃ মাহবুব আরা উম্মে জহুরা	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
২৯। ডাঃ রওশন আরা বেগম চৌঃ	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
৩০। ডাঃ হাছিনা বেগম	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
৩১। ডাঃ সহিকুন্নেছা খানম	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
৩২। ডাঃ আজিমুন্নেছা	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
৩৩। ডাঃ লাইলা বানু	সহকারী সার্জন	"	২২-৬-৭৩
৩৪। ডাঃ মমতাজ হক	এম, ও, আধুনিক সদর হাসপাতাল, পাবনা।	"	২২-৬-৭৩

৩৫।	ডাঃ জাহানারা মুর্শেদ কামাল	সহকারী সার্জন [illegible]	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২২-৬-৭৩
৩৬।	ডাঃ জাহানারা বেগম	মেডিকেল অফিসার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।	"	২২-৬-৭৩
৩৭।	ডাঃ মমতাজ বানু	সহকারী সার্জন [illegible]	"	২২-৬-৭৩
৩৮।	ডাঃ রহিমা খাতুন	সহকারী সার্জন [illegible]	"	২২-৬-৭৩
৩৯।	ডাঃ জাহেদা খান ইউসুফ জাই	সহকারী সার্জন [illegible]	"	২২-৬-৭৩
৪০।	ডাঃ মকসুদা বেগম	সহকারী সার্জন [illegible]	"	২২-৬-৭৩
৪১।	ডাঃ শওকত আরা বেগম	সহকারী সার্জন [illegible]	"	২২-৬-৭৩
৪২।	ডাঃ নুরুন্নেছা	সহকারী সার্জন [illegible]	"	২২-৬-৭৩
৪৩।	ডাঃ নার্গিস জুলেখা	গাইনী বিশেষজ্ঞ, ডোমার ইউ, এইচ, সি, নীলফামারী।	"	২২-৬-৭৩
৪৪।	ডাঃ মল্লিকা সাহা	এম, ও, ফটিকছড়ি ইউ, এইচ, সি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	"	৮-২-৭৪
৪৫।	ডাঃ আনোয়ারা খাতুন	সহকারী সার্জন	"	২২-৩-৭৭
৪৬।	ডাঃ মাহমুদা মাহতাব	"	"	২২-৩-৭৭
৪৭।	ডাঃ আনোয়ারা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৪৮।	ডাঃ রোকেয়া সুলতানা	"	"	২২-৩-৭৭
৪৯।	ডাঃ হোসনে আরা বেগম	এম, ও, সোনারগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	"	২২-৩-৭৭
৫০।	ডাঃ আনোয়ারা জাহান	সহকারী সার্জন	"	২২-৩-৭৭
৫১।	ডাঃ দিলরুবা রহমান	"	"	২২-৩-৭৭
৫২।	ডাঃ তাহমিনা আজিজ	"	"	২২-৩-৭৭
৫৩।	ডাঃ খায়রুন্নেছা খানম	"	"	২২-৩-৭৭

৫৪।	ডাঃ নুরজাহান বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২২-৩-৭৭
৫৫।	ডাঃ শামস্ মাসরাফিকা	"	"	২২-৩-৭৭
৫৬।	ডাঃ সুলতান আরা	"	"	২২-৩-৭৭
৫৭।	ডাঃ ফেরদৌস আরা	"	"	২২-৩-৭৭
৫৮।	ডাঃ রওশন আরা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৫৯।	ডাঃ নাসরিন বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৬০।	ডাঃ তালে আফরোজ বানু	"	"	২২-৩-৭৭
৬১।	ডাঃ জয়নাব বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৬২।	ডাঃ আনোয়ারা খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
৬৩।	ডাঃ তাহেরা খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
৬৪।	ডাঃ রোকেয়া খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
৬৫।	ডাঃ রওশন আরা	"	"	২২-৩-৭৭
৬৬।	ডাঃ লুৎফুন নাহার	"	"	২২-৩-৭৭
৬৭।	ডাঃ জোবেদা খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
৬৮।	ডাঃ হাছনা বানু	"	"	২২-৩-৭৭
৬৯।	ডাঃ শামছুন্নাহার	এম,ও, ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প, ফেণী।	"	২২-৩-৭৭
৭০।	ডাঃ নাজমা রহমান	সহকারী সার্জন,	"	২২-৩-৭৭
৭১।	ডাঃ রওশন আরা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৭২।	ডাঃ সুফিয়া খানম	"	"	২২-৩-৭৭
৭৩।	ডাঃ সামছুন নাহার	"	"	২২-৩-৭৭
৭৪।	ডাঃ আতিয়া হাছান জাহান	"	"	২২-৩-৭৭
৭৫।	ডাঃ সৈয়দ বদরুন নাহার চৌঃ	"	"	২২-৩-৭৭
৭৬।	ডাঃ সুরাইয়া বেগম	"	"	২২-৩-৭৭

৭৭। ডাঃ শামিম চৌধুরী	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২২-৩-৭৭
৭৮। ডাঃ রওশন আরা	"	"	২২-৩-৭৭
৭৯। ডাঃ রেহানা বেগম	এম,ও নান্দাইল ইউ,এইচ,সি, ময়মনসিংহ।	"	২২-৩-৭
৮০। ডাঃ জামিলা বেগম	সহকারী সার্জন	"	২২-৩-৭৭
৮১। ডাঃ ফরিদা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৮২। ডাঃ মমতাজ বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৮৩। ডাঃ রানা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৮৪। ডাঃ গুলসান আরা	"	"	২২-৩-৭৭
৮৫। ডাঃ তাহমিনা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৮৬। ডাঃ হাছিনা বানু	"	"	২২-৩-৭৭
৮৭। ডাঃ সুপ্রিয়া বড়ুয়া	"	"	২২-৩-৭৭
৮৮। ডাঃ খোদেজা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৮৯। ডাঃ আকিমা খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
৯০। ডাঃ নার্গিস রহমান	"	"	২২-৩-৭৭
৯১। ডাঃ কানিজ রসুল	"	"	২২-৩-৭৭
৯২। ডাঃ রশিদা পারভীন	"	"	২২-৩-৭৭
৯৩। ডাঃ [illegible] আরা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৯৪। ডাঃ রোজিনা আখতার	"	"	২২-৩-৭৭
৯৫। ডাঃ মাহমুদা নিলুফার ওয়াদুদ	"	"	২২-৩-৭৭
৯৬। ডাঃ নুরে আখতার জোবেদা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৯৭। ডাঃ আয়েশা সিদ্দিকা	"	"	২২-৩-৭৭
৯৮। ডাঃ শাহেরা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
৯৯। ডাঃ দিলরুবা	"	"	২২-৩-৭৭
১০০। ডাঃ দিল আফরোজ হক	"	"	২২-৩-৭৭
১০১। ডাঃ সৈয়দা ফরহাদ আখতার	"	"	২২-৩-৭৭
১০২। ডাঃ আলেয়া বেগম	"	"	২২-৩-৭৭

১০৩। ডাঃ নুরুন্নাহার বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২২-৩-৭৭
১০৪। ডাঃ রোকেয়া বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২২-৩-৭৭
১০৫। ডাঃ রোকেয়া বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১০৬। ডাঃ ফরিদা আখতার সিদ্দিকা	"	"	২২-৩-৭৭
১০৭। ডাঃ আলেয়া আখতার বানু	"	"	২২-৩-৭৭
১০৮। ডাঃ দরকনা মুৎসুদ্দি	"	"	২২-৩-৭৭
১০৯। ডাঃ রেহানা চৌধুরী	"	"	২২-৩-৭৭
১১০। ডাঃ হালিমা খাতুন	এম,ও, দামুড়হুদা ইউ,এইচ,সি, চুয়াডাংগা।	"	২২-৩-৭৭
১১১। ডাঃ সেলিনা আখতার বানু	সহকারী সার্জন	"	২২-৩-৭৭
১১২। ডাঃ মাহফুজা বানু	"	"	২২-৩-৭৭
১১৩। ডাঃ রীনা দত্ত	"	"	২২-৩-৭৭
১১৪। ডাঃ নায়লা এফ,এ,বানু	"	"	২২-৩-৭৭
১১৫। ডাঃ জাহানারা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১১৬। ডাঃ কামরুন্নেছা	"	"	২২-৩-৭৭
১১৭। ডাঃ মাহফুজা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১১৮। ডাঃ মেরিনা খানম	"	"	২২-৩-৭৭
১১৯। ডাঃ খুরশেদ জাহান মাওলা	"	"	২২-৩-৭৭
১২০। ডাঃ সাইদা আখতার	"	"	২২-৩-৭৭
১২১। ডাঃ সিরাজুন্নেছা হক	"	"	২২-৩-৭৭
১২২। ডাঃ রেবেকা খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
১২৩। ডাঃ উম্মে সুলতানা নাইমা বেগম	এম,ও, শেরপুর সাব সেন্টার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	"	২২-৩-৭৭
১২৪। ডাঃ তরফদার রেহানা বেগম	সহকারী সার্জন	"	২২-৩-৭৭
১২৫। ডাঃ হোছনে আরা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১২৬। ডাঃ আমিনা খাতুন	"	"	২২-৩-৭৭
১২৭। ডাঃ আনোয়ারা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭

১২৮। ডাঃ পুরবী ঘোষ	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২২-৩-৭৭
১২৯। ডাঃ আমেনা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১৩০। ডাঃ লুৎফুন্নেছা খানম	"	"	২২-৩-৭৭
১৩১। ডাঃ রুমা ঘোষ	"	"	২২-৩-৭৭
১৩২। ডাঃ রাবেয়া হক	"	"	২২-৩-৭৭
১৩৩। ডাঃ মোহসেনা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১৩৪। ডাঃ হোসনে আরা বেগম	"	"	২২-৩-৭৭
১৩৫। ডাঃ নুরুন্নাহার বেগম	"	"	১০-১২-৭৭
১৩৬। ডাঃ আর্জুমান্দ বানু	"	"	১০-১২-৭৭
১৩৭। ডাঃ আকলিমা খাতুন	এম,ও রাজবাড়ী সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী।	"	১০-১২-৭৭
১৩৮। ডাঃ ফরিদা আখতার	সহকারী সার্জন	"	১০-১২-৭৭
১৩৯। ডাঃ আখতার জাহান	"	"	১০-১২-৭৭
১৪০। ডাঃ সায়েরা খাতুন	"	"	১০-১২-৭৭
১৪১। ডাঃ উম্মে বিলকিস আখতার সফী বানু	"	"	১০-১২-৭৭
১৪২। ডাঃ হামিদা আখতার খানম	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৩। ডাঃ নাসিম আখতার	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৪। ডাঃ নুরুন্নাহার	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৫। ডাঃ হোসনে আরা বেগম	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৬। ডাঃ মরিয়ম রোজারিও	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৭। ডাঃ রোকেয়া সুলতানা	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৮। ডাঃ তাহসেনা ইউসুফ	"	"	১০-১২-৭৭
১৪৯। ডাঃ নিগারিন সুলতানা	"	"	১০-১২-৭৭
১৫০। ডাঃ হাসিনা খোরসেদ	"	"	১০-১২-৭৭
১৫১। ডাঃ খালেদা চৌধুরী	"	"	১০-১২-৭৭
১৫২। ডাঃ ফরিদা বেগম	"	"	১০-১২-৭৭
১৫৩। ডাঃ শামছুন নাহার	"	"	১০-১২-৭৭

১৫৪। ডাঃ হোসনে আরা বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	১০-১২-৭৭
১৫৫। ডাঃ আখতার জাহান সাঈদা বেগম	"	"	১০-১২-৭৭
১৫৬। ডাঃ অর্পনা ভট্টাচার্য্য	"	"	১০-১২-৭৭
১৫৭। ডাঃ রোখসানা ফেরদৌসী	"	"	১০-১২-৭৭
১৫৮। ডাঃ তাহিনা আজাদ	"	"	১০-১২-৭৭
১৫৯। ডাঃ কানিজ আয়েশা	এম,ও, আধুনিক হাসপাতাল গাইবান্ধা।	"	১০-১২-৭৭
১৬০। ডাঃ মাহমুদা বেগম	সহকারী সার্জন	"	১০-১২-৭৭
১৬১। ডাঃ জোহরা আখতার চৌধুরী	"	"	১০-১২-৭৭
১৬২। ডাঃ মাহফুজা বেগম	এম,ও, রাজবাড়ী সদর উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প রাজবাড়ী।	"	১০-১২-৭৭
১৬৩। ডাঃ ফউজিয়া আখতার বানু	সহকারী সার্জন	"	২২-১২-৭৭
১৬৪। ডাঃ হাবিবুন্নেছা খানম	"	"	২২-১২-৭৭
১৬৫। ডাঃ কিসমত বানু	"	"	২২-১২-৭৭
১৬৬। ডাঃ রহিমা বেগম	"	"	৩০-১২-৭৮
১৬৭। ডাঃ মুনজিতা শাম্স্	"	"	১৯-১১-৭৯
১৬৮। ডাঃ শাহিদা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
১৬৯। ডাঃ মিসেস শামীম আহমেদ	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭০। ডাঃ মোকাদ্দাস আখতার বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭১। ডাঃ সেলিনা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭২। ডাঃ নাজনীন বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭৩। ডাঃ মিস স্বপন রক্ষিত	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭৪। ডাঃ রওশনারা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭৫। ডাঃ আভা বণিক	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭৬। ডাঃ হোছনে আরা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭৭। ডাঃ মাছুদা খানম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৭৮। ডাঃ বেগম আফরোজ জাহান	"	"	১৯-১১-৭৯

১৭৯। ডাঃ হোসনে আরা বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	১৯-১১-৭৯
১৮০। ডাঃ জেবুন্নেছা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮১। ডাঃ মিস নাসিম রশিদ	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮২। ডাঃ মিস নাসিম আখতার	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮৩। ডাঃ রহিমা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮৪। ডাঃ কামরুন্নাহার	এম,ও, সাধারণ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া।	"	১৯-১১-৭৯
১৮৫। ডাঃ মাহমুদা আখতার	সহকারী সার্জন	"	১৯-১১-৭৯
১৮৬। ডাঃ রেনু ভূষণা বরই	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮৭। ডাঃ নার্গিস বানু	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮৮। ডাঃ রওশন আরা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৮৯। ডাঃ মাছুদা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
১৯০। ডাঃ মমতাজ বেগম	এম,ও, সাধারণ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	"	১৯-১১-৭৯
১৯১। ডাঃ জাহানারা বেগম	এম,ও, আলগী সাব-সেন্টার, নরসিংদী সদর উপজেলা, নরসিংদী।	"	১৯-১১-৭৯
১৯২। ডাঃলুৎফুন্নেছা	সহকারী সার্জন	"	১৯-১১-৭৯
১৯৩। ডাঃ রওশন আরা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৯৪। ডাঃ লায়লা আন্জুমান বানু	"	"	১৯-১১-৭৯
১৯৫। ডাঃ নাছিমা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
১৯৬। ডাঃ আসফিয়া খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
১৯৭। ডাঃ নুরুন্নেছা	"	"	১৯-১১-৭৯
১৯৮। ডাঃ হোছনে আরা বেগম	এম,ও, জগন্নাথপুর ইউএইচ, সি, জেলা শেরপুর।	"	১৯-১১-৭৯
১৯৯। ডাঃ ফেরদৌসী রহমান	সহকারী সার্জন	"	১৯-১১-৭৯
২০০। ডাঃ ফাতেমা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯

২০১। ডাঃ কানিজ ফাতেমা	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	১৯-১১-৭৯
২০২। ডাঃ সুলতানা খানম	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৩। ডাঃ মিস গুলশান আরা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৪। ডাঃ রাজিয়া বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৫। ডাঃ ফাতেমা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৬। ডাঃ বিলকিস বানু	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৭। ডাঃ জামিলা খানম	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৮। ডাঃ নাসিম বানু	"	"	১৯-১১-৭৯
২০৯। ডাঃ হিরনময়ী ইন্দু	"	"	১৯-১১-৭৯
২১০। ডাঃ বেগম গুলনাহার	"	"	১৯-১১-৭৯
২১১। ডাঃ রহিমা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
২১২। ডাঃ সুরাইয়া বেগম	এম,ও, সদর উপজেলা, কুমিল্লা :	"	১৯-১১-৭৯
২১৩। ডাঃ রাবেয়া বেগম	সহকারী সার্জন	"	১৯-১১-৭৯
২১৪। ডাঃ ফিরোজা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
২১৫। ডাঃ মাকসুদা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২১৬। ডাঃ ফজিলাতুন নেছা	মেডিকেল অফিসার ইউনিয়ন সাব সেন্টার, বিলমামুদপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর ::	"	১৯-১১-৭৯
২১৭। ডাঃ হামিদা বেগম	সহকারী সার্জন	"	১৯-১১-৭৯
২১৮। ডাঃ বেগম আকলিমা মতিন	"	"	১৯-১১-৭৯
২১৯। ডাঃ পিয়ারা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২২০। ডাঃ শাহানা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২২১। ডাঃ জিন্নাতুন নুর	"	"	১৯-১১-৭৯
২২২। ডাঃ আমিনা বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২২৩। ডাঃ নাসিম বানু	"	"	১৯-১১-৭৯
২২৪। ডাঃ রুনিয়া বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯

২২৫।	ডাঃ নাসিমা বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	১৯-১১-৭৯
২২৬।	ডাঃ ফিরোজা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
২২৭।	ডাঃ নাহার বেগম	"	"	১৯-১১-৭৯
২২৮।	ডাঃ মরিয়ম খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
২২৯।	ডাঃ শামসুন নাহার	"	"	১৯-১১-৭৯
২৩০।	ডাঃ মালেকা বানু	"	"	১৯-১১-৭৯
২৩১।	ডাঃ হোসনে জাহান	"	"	১৯-১১-৭৯
২৩২।	ডাঃ রাশিদা খাতুন	"	"	১৯-১১-৭৯
২৩৩।	ডাঃ নাজমা ফাতেমা হায়দারী	"	"	১৯-১১-৭৯
২৩৪।	ডাঃ প্রমিলা চৌধুরী	এম,ও, আধুনিক হাসপাতাল, রাঙ্গামাটী।	"	১৯-১১-৭৯
২৩৫।	ডাঃ সিদ্দিকা সুলতানা	সহকারী সার্জন	"	১৯-১১-৭৯
২৩৬।	ডাঃ খাইরুন্নেছা খানম	"	"	১৯-১১-৭৯
২৩৭।	ডাঃ নাসিম আখতার চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১
২৩৮।	ডাঃ হাবিবা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
২৩৯।	ডাঃ মনোয়ারা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
২৪০।	ডাঃ পারভীন ফাতেমা	"	"	৪-৩-৮১
২৪১।	ডাঃ মুনীরা সুলতানা জামান	"	"	৪-৩-৮১
২৪২।	ডাঃ মন্দিরা বিশ্বাস	"	"	৪-৩-৮১
২৪৩।	ডাঃ রাশিদা আখতার	"	"	৪-৩-৮১
২৪৪।	ডাঃ সেলিনা হক	"	"	৪-৩-৮১
২৪৫।	ডাঃ সাঈদা আখতার জাহান	"	"	৪-৩-৮১
২৪৬।	ডাঃ আফরোজা বুলবুল আখতার	"	"	৪-৩-৮১
২৪৭।	ডাঃ আমাতুল ওয়াজেদ	"	"	৪-৩-৮১
২৪৮।	ডাঃ খাদিজা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৪৯।	ডাঃ ফাতিমা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
২৫০।	ডাঃ মতিয়া কাদরী	"	"	৪-৩-৮১

২৫১। ডাঃ আফরোজা সুলতানা	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪-৩-৮১
২৫২। ডাঃ শামসুন নাহার বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৫৩। ডাঃ ইউ, এইচ, সাহেরা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
২৫৪। ডাঃ গুলশান আরা আখতার	"	"	৪-৩-৮১
২৫৫। ডাঃ দেলুয়ারা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৫৬। ডাঃ উম্মুল খায়ের	"	"	৪-৩-৮১
২৫৭। ডাঃ নাসরাত জাহান মির্জা	"	"	৪-৩-৮১
২৫৮। ডাঃ বিলকিস বানু	"	"	৪-৩-৮১
২৫৯। ডাঃ মানসী কাননগো	"	"	৪-৩-৮১
২৬০। ডাঃ জাহরাত আরা তাহমিনা আহমেদ	"	"	৪-৩-৮১
২৬১। ডাঃ নাসিমা ইউসুফ	"	"	৪-৩-৮১
২৬২। ডাঃ রোবাবা আহমদ	"	"	৪-৩-৮১
২৬৩। ডাঃ জুবাইদা শাহান আরা	"	"	৪-৩-৮১
২৬৪। ডাঃ আন্জুমান আরা সাত্তার	"	"	৪-৩-৮১
২৬৫। ডাঃ ফরিদা চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১
২৬৬। ডাঃ মোমিনা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
২৬৭। ডাঃ পারভীন আখতার	এম, ও, নওগাঁ আধুনিক সদর হাসপাতাল, নওগাঁ।	"	৪-৩-৮১
২৬৮। ডাঃ নেকী আখতার	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
২৬৯। ডাঃ সেলিনা খানম	"	"	৪-৩-৮১
২৭০। ডাঃ মেহরুন্নেছা	"	"	৪-৩-৮১
২৭১। ডাঃ নাসিমা আখতার	"	"	৪-৩-৮১
২৭২। ডাঃ তাহমিনা আফরোজা	"	"	৪-৩-৮১

২৭৩। ডাঃ নুরজাহান বেগম	এম, ও, ফুলতলা ইউ, এইচ, সি, খুলনা।	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪-৩-৮১
২৭৪। ডাঃ নিলুফার গনী	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
২৭৫। ডাঃ সফিয়া খানম	"	"	৪-৩-৮১
২৭৬। ডাঃ নুরুন্নাহার বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৭৭। ডাঃ নাসিমা আখতার	"	"	৪-৩-৮১
২৭৮। ডাঃ শিরীন আখতার	এম, ও, নওগাঁ আধুনিক সদর হাসপাতাল, নওগাঁ।	"	৪-৩-৮১
২৭৯। ডাঃ প্রতিমা বড়ুয়া	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
২৮০। ডাঃ বন্দনা হরি	"	"	৪-৩-৮১
২৮১। ডাঃ রেহানা মান্নান	"	"	৪-৩-৮১
২৮২। ডাঃ নাজমা শাহীন	"	"	৪-৩-৮১
২৮৩। ডাঃ রাজিয়া সুলতানা মাহমুদা	"	"	৪-৩-৮১
২৮৪। ডাঃ সৈয়দা ফরিদা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৮৫। ডাঃ উম্মে সালমা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৮৬। ডাঃ মোর্শেদা আখতার	"	"	৪-৩-৮১
২৮৭। ডাঃ সুরাইয়া বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৮৮। ডাঃ হাবিবা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
২৮৯। ডাঃ এম, ইউ, এইচ, হাসিনা আখতার চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১
২৯০। ডাঃ রেজিনা এজ্জাক	"	"	৪-৩-৮১
২৯১। ডাঃ শাহজাত রেজিনা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৯২। ডাঃ শাহনাজ বেগম	এম, ও, সদর হাসপাতাল, মাগুরা।	"	৪-৩-৮১
২৯৩। ডাঃ শামসুন নাহার	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
২৯৪। ডাঃ শামীমা নাসরীন	"	"	৪-৩-৮১
২৯৫। ডাঃ গুলশান আরা করিম	"	"	৪-৩-৮১

২৯৬। ডাঃ দিলরুবা	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪-৩-৮১
২৯৭। ডাঃ শামসুন নাহার বেগম	"	"	৪-৩-৮১
২৯৮। ডাঃ খালেদা আখতার	এম, ও, দাউদকান্দি ইউ, এইচ, সি, (গৌরীপুর), কুমিল্লা।	"	৪-৩-৮১
২৯৯। ডাঃ ফাতেমা খানম	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩০০। ডাঃ হোসনে আরা বেগম	এম, ও, লোহাগড়া ইউ, এইচ, সি, নড়াইল।	"	৪-৩-৮১
৩০১। ডাঃ নাইলা রাশিদা	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩০২। ডাঃ মাজেদা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
৩০৩। ডাঃ জাহান আরা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩০৪। ডাঃ সুফিয়া খাতুন	এম, ও, ভ্যালাইন ইউনিয়ন সাব সেন্টার, মান্দা উপজেলা, নওগাঁ :	"	৪-৩-৮১
৩০৫। ডাঃ আখতার হোসেন বেগম	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩০৬। ডাঃ নুরুন্নাহার হাসিনা খানম	"	"	৪-৩-৮১
৩০৭। ডাঃ মদীনা আখতার	"	"	৪-৩-৮১
৩০৮। ডাঃ মাসুদা আতিক খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
৩০৯। ডাঃ লাইলী আফরোজা	"	"	৪-৩-৮১
৩১০। ডাঃ শেরীনা চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১
৩১১। ডাঃ কল্যাণী চক্রবর্তী	"	"	৪-৩-৮১
৩১২। ডাঃ অর্পিতা দেব	"	"	৪-৩-৮১
৩১৩। ডাঃ রোকশানা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩১৪। ডাঃ আফরোজা বেগম	এম, ও, কালিগঞ্জ ইউ, এইচ, সি, লালমনির হাট।	"	৪-৩-৮১
৩১৫। ডাঃ সাঈদা আখতার বানু	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩১৬। ডাঃ ফারহানা আহমেদ	"	"	৪-৩-৮১
৩১৭। ডাঃ সান্ত্বনা বসু	"	"	৪-৩-৮১

৩১৮। ডাঃ শামীম আফরোজ	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪-৩-৮১
৩১৯। ডাঃ সালেহা বেগম চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১
৩২০। ডাঃ নিলুফার বেগম	এম,ও, ফুলপুর ইউ,এইচ,সি, ময়মনসিংহ।	"	৪-৩-৮১
৩২১। ডাঃ মনোয়ারা সুলতানা	এম,ও, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প, কাপাসিয়া, গাজীপুর।	"	৪-৩-৮১
৩২২। ডাঃ সালেহা খাতুন	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩২৩। ডাঃ বেগম রওশন আরা	"	"	৪-৩-৮১
৩২৪। ডাঃ শামসুন নাহার বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩২৫। ডাঃ আমিনা মজিদ কামাল	"	"	৪-৩-৮১
৩২৬। ডাঃ দিলারা হক	"	"	৪-৩-৮১
৩২৭। ডাঃ জাহানারা বেগম	এম,ও, রূপসা ইউ,এইচ,সি, খুলনা।	"	৪-৩-৮১
৩২৮। ডাঃ ইয়াসমিন চৌধুরী	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩২৯। ডাঃ শামসুন নাহার	"	"	৪-৩-৮১
৩৩০। ডাঃ নুর মহল বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৩১। ডাঃ সায়েরা চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১
৩৩২। ডাঃ আতিকা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৩৩। ডাঃ জাহানারা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৩৪। ডাঃ শাহান আরা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৩৫। ডাঃ মনোয়ারা বেগম	এম,ও, গৌরীপুর ইউ,এইচ,সি, ময়মনসিংহ।	"	৪-৩-৮১
৩৩৬। ডাঃ চমোন আফরোজ	প্যাথলজিস্ট, সদর হাসপাতাল, নাটোর।	"	৪-৩-৮১
৩৩৭। ডাঃ ফাতেমা জোহরা	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩৩৮। ডাঃ জিন্নাত আরা হায়দার	"	"	৪-৩-৮১

৩৩৯। ডাঃ দুলারী বেগম	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪-৩-৮১
৩৪০। ডাঃ মাহবুবা জামান	"	"	৪-৩-৮১
৩৪১। ডাঃ ফাতেমা খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
৩৪২। ডাঃ হোসনে আরা তরফদার	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৩। ডাঃ নাসিমা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৪। ডাঃ দিবালা বালা মল্লিক	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৫। ডাঃ নার্গিস ফাতেমা	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৬। ডাঃ ফিরোজা সুলতানা	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৭। ডাঃ রমা বিজয় কর পুরকায়স্থ	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৮। ডাঃ শামসুন নাহার	"	"	৪-৩-৮১
৩৪৯। ডাঃ নাজমুন নাহার	"	"	৪-৩-৮১
৩৫০। ডাঃ গুলশান আরা	"	"	৪-৩-৮১
৩৫১। ডাঃ সাঈদা আফিফা হুদা	"	"	৪-৩-৮১
৩৫২। ডাঃ শক্তিরানী ভট্টাচার্য	"	"	৪-৩-৮১
৩৫৩। ডাঃ নুরজাহান বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৫৪। ডাঃ হোসনে আরা বেগম	এম,ও, সদর হাসপাতাল, বান্দরবন।	"	৪-৩-৮১
৩৫৫। ডাঃ ভায়োলেট সুপ্রা চৌধুরী	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩৫৬। ডাঃ রোকসানা বানু	"	"	৪-৩-৮১
৩৫৭। ডাঃ শিরিন আয়েশা সিদ্দিকী	"	"	৪-৩-৮১
৩৫৮। ডাঃ দাস রিওনা	"	"	৪-৩-৮১
৩৫৯। ডাঃ মমতাজ বেগম	এম,ও, মুরাদনগর ইউ,এইচ,সি, কুমিল্লা।	"	৪-৩-৮১
৩৬০। ডাঃ শিরীন আখতার আহমেদ	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩৬১। ডাঃ সাজেদা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৬২। ডাঃ জয়ন্তী কুসুম চৌধুরী	"	"	৪-৩-৮১

৩৬৩। ডাঃ বিলকিস আরা	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	৪-৩-৮১
৩৬৪। ডাঃ মনোয়ারা বেগম	এম,ও, আধুনিক সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।	"	৪-৩-৮১
৩৬৫। ডাঃ এম,এম,রেহানা আখতার	সহকারী সার্জন	"	৪-৩-৮১
৩৬৬। ডাঃ সারাহ বানু	"	"	৪-৩-৮১
৩৬৭। ডাঃ রাশীদা আখতার খাতুন	"	"	৪-৩-৮১
৩৬৮। ডাঃ নুরুন নাহার	"	"	৪-৩-৮১
৩৬৯। ডাঃ হোসনা বানু যশোরী	"	"	৪-৩-৮১
৩৭০। ডাঃ সুলতানা জামান	"	"	৪-৩-৮১
৩৭১। ডাঃ লুৎফা বেগম	"	"	৪-৩-৮১
৩৭২। ডাঃ শওকত জাহান	"	"	১৭-৩-৮২
৩৭৩। ডাঃ আমিনা হামিদ আব্দুল আজিজ	"	"	১৭-৩-৮২
৩৭৪। ডাঃ সমিরন চক্রবর্তী	"	"	১৭-৩-৮২
৩৭৫। ডাঃ শামসুন নাহার	"	"	১৭-৩-৮২
৩৭৬। ডাঃ নাজলী বেগম	"	"	১৭-৩-৮২
৩৭৭। ডাঃ কামরুন নাহার	এম,ও, দৌলতপুর ইউ, এইচ, সি, খুলনা।	"	১৭-৩-৮২
৩৭৮। ডাঃ রোকেয়া বেগম	গাইনী বিশেষজ্ঞ, মনোহরদী ইউ, এইচ, সি, মনোহরদী, নরসিংদী।	"	১৭-৩-৮২
৩৭৯। ডাঃ সুরাইয়া সিদ্দিকা	সহকারী সার্জন	"	২৮-৮-৮৩
৩৮০। ডাঃ তাহমিনা বেগম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮১। ডাঃ ফরিদা চক্রবর্তী	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮২। ডাঃ সুফিয়া খাতুন	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮৩। ডাঃ খোদেজা নাহার বেগম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮৪। ডাঃ সুফিয়া খাতুন	এম,ও, চান্দিনা ইউ, এইচ, সি, কুমিল্লা।	"	২৮-৮-৮৩

৩৮৫। ডাঃ শাহীন আখতার	সহকারী সার্জন	বিসিএস(স্বাস্থ্য)	২৮-৮-৮৩
৩৮৬। ডাঃ সেলিনা বেগম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮৭। ডাঃ শামসুন নাহার বেগম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮৮। ডাঃ মাহবুব আরা বেগম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৮৯। ডাঃ শামীম আরা নেওয়াজ	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯০। ডাঃ সেলিনা আহমেদ	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯১। ডাঃ সেলিনা ফেরদৌস	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯২। ডাঃ লুৎফুন নাহার	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৩। ডাঃ দিলুফার খানম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৪। ডাঃ শামসুন নাহার বেগম	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৫। ডাঃ সৈয়দা ফেরদৌস চৌধুরী	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৬। ডাঃ নাসিমা আহমেদ	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৭। ডাঃ কামরুন্নেছা	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৮। ডাঃ লুৎফুন্নেসা খান	"	"	২৮-৮-৮৩
৩৯৯। ডাঃ ফেরদৌসী বেগম	এম, ও, বটিয়াঘাটা ইউ, এইচ, সি, খুলনা।	"	২৮-৮-৮৩
৪০০। ডাঃ ইউ, এইচ, নাসেরা বেগম	সহকারী সার্জন বটিয়াঘাটা ইউ, এইচ, সি, খুলনা।	"	২৮-৮-৮৩

* স্বাস্থ্য ক্যাডারের এই তালিকা ২৭-১২-৮৪ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত সরকারী গেজেট অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বিসিএস(তথ্য)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত তারিখ ও স
১	২	৩	৪	৫
১।	মিসেস রহিমা খাতুন	উপ-পরিচালক, গণ-সংযোগ দপ্তর।	বিসিএস(তথ্য)	১-১-৭৫
২।	মিসেস জাহানারা হোসেন	উপ-পরিচালক, গণ-সংযোগ দপ্তর।	"	১-১-৭৫
৩।	" আলতাফুন্নেছা	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১০-৭৫
৪।	" নুর-ই-গুলশান	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ।	"	২১-১০-৭৫
৫।	" খালেদা এদিব চৌধুরী	সহকারী সম্পাদক, রেডিও বাংলাদেশ।	"	৩-৪-৭৬
৬।	" রওশন আরা চৌধুরী	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	১-৭-৭৭
৭।	" নুরে গুলশান হাবিব	অনুষ্ঠান সংগঠক, জাতীয় গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।	"	১-৭-৭৭
৮।	জনাবা নুরশানা সাদ	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	১-৭-৭৭
৯।	জনাবা ফাতেমা রহমান	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	১-৩-৭৯
১০।	বেগম হোসনে আরা হক	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	১-৭-৭৭
১১।	মিসেস মৃদুলা ভট্টাচার্য্য	তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য দফতর, ঢাকা।	"	১-৩-৭৯
১২।	মিসেস জাবীন মাসুদ	তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য দপ্তর, ঢাকা।	"	২৭-১-৮৩
১৩।	মিসেস জিকরুর রেজা	সহকারী পরিচালক, গণসংযোগ দপ্তর, ঢাকা।	"	২৭-১-৮৩
১৪।	জনাবা কাজোল বেগম	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১-৮৬
১৫।	জনাবা সুরাইয়া বিলকিস	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১-৮৬

১	২	৩	৪	৫
১৬।	জনাবা সাহানা পারভীন	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	বিসিএস(তথ্য)	২১-১-৮৬
১৭।	মিসেস কামরুন নাহার	অনুষ্ঠান সংগঠক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১-৮৬
১৮।	মিসেস জোবেদা খাতুন	তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য দফতর।	"	২১-১-৮৬
১৯।	মিসেস হোসনে আরা আকতার	তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য দফতর।	"	২১-১-৮৬
২০।	মিসেস শাহীন ইসলাম	সহকারী নিয়ন্ত্রক(বার্তা) রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১-৮৬
২১।	মিসেস কোহিনুর বেগম	সহকারী নিয়ন্ত্রক(বার্তা) রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১-৮৬
২২।	মিসেস হোসনে আরা তালুকদার	সহকারী নিয়ন্ত্রক(বার্তা) রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।	"	২১-১-৮৬

বিসিএস(বিচার)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	বেগম নাজমুন আরা সুলতানা	সাব-জজ, ফরিদপুর।	বিসিএস(বিচার)	২০-১২-৭৫
২।	বেগম জিনাত আরা	সিনিয়র সহকারী সচিব আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।	"	৩-১১-৭৮
৩।	বেগম শামসুন নাহার	মুনসেফ, গাজীপুর।	"	২৭-১১-৮১
৪।	বেগম কৃষ্ণাদেব নাথ	মুনসেফ, মানিকগঞ্জ।	"	৮-১২-৮১
৫।	বেগম মুসিহা মাহফুজা	মুনসেফ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।	"	২০-৪-৮৩
৬।	বেগম মুনিরা মাহফুজা	মুনসেফ, নারায়নগঞ্জ সদর।	"	২০-৪-৮৩
৭।	বেগম সামসুন নাহার	মুনসেফ, গাজীপুর।	"	২০-৪-৮৩
৮।	বেগম উম্মেনুর হাবিবা খাতুন	মুনসেফ, রাজবাড়ী সদর।	"	২০-৪-৮৩
৯।	বেগম নুরুন্নাহার ওসমানী	মুনসেফ, নারায়নগঞ্জ সদর।	"	২০-৪-৮৩
১০।	বেগম নুরুন্নাহার	মুনসেফ, ঢাকা সদর।	"	২০-৪-৮৩
১১।	বেগম কানিজ আখতার নাসরিনা খানম	মুনসেফ, ভূয়াপুর, টাংগাইল।	"	২০-৪-৮৩
১২।	বেগম শাহিনা রহমান	মুনসেফ, বকসীগঞ্জ, জামালপুর।	"	২০-৪-৮৩
১৩।	মাহফুজা বেগম	মুনসেফ, ঝিকরগাছা, যশোহর।	"	২০-৪-৮৩
১৪।	মনোয়ারা বেগম	মুনসেফ, শিবপুর, নরসিংদী।	"	২০-৪-৮৩
১৫।	আমিরুন্নেসা	মুনসেফ, ময়মনসিংহ	"	২০-৪-৮৩
১৬।	নাসরিন বেগম	মুনসেফ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	"	২০-৪-৮৩
১৭।	বেগম লায়লা সালমা বানু	মুনসেফ, বগুড়া, সদর।	"	১৭-৭-৮৩
১৮।	বেগম তানজিনা ইসমাইল	মুনসেফ, মুরাদনগর, কুমিল্লা	"	২০-৪-৮৩
১৯।	বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস	মুনসেফ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	"	২০-৪-৮৩
২০।	বেগম ফাদিয়া সুলতানা	মুনসেফ, মধুপুর, টাংগাইল।	"	১৭-৭-৮৩
২১।	বেগম সুলতানা নাসিরা খান	মুনসেফ, চট্টগ্রাম।	"	১৭-৭-৮৩
২২।	বেগম রওশন আখতার	মুনসেফ, পলাশ, নরসিংদী।	"	১৭-৭-৮৩
২৩।	ফারজানা বেগম	মুনসেফ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।	"	১৭-৭-৮৩

১	২	৩	৪	৫
২৪।	বেগম জেসমিন আনোয়ার	মুনসেফ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	বিসিএস(বিচার)	২২-২-৮৪
২৫।	বেগম সালমা বিনতে কাদের	মুনসেফ, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ।	"	২২-২-৮৪
২৬।	বেগম কবিতা খানম	মুনসেফ, কাহালু, বগুড়া।	"	২২-২-৮৪
২৭।	বেগম শিরিন কবিতা আখতার	মুনসেফ, রংপুর।	"	২২-২-৮৪
২৮।	হাসিনা বেগম	মুনসেফ, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ	"	২২-২-৮৪
২৯।	বেগম জেবুন্নেসা	মুনসেফ, আলমডাংগা, চুয়াডাংগা	"	২২-২-৮৪
৩০।	সেলিনা বেগম	মুনসেফ, ফুলতলা, খুলনা।	"	২২-২-৮৪
৩১।	বেগম মাহমুদা খাতুন	মুনসেফ, গংগাচড়া, রংপুর।	"	২২-২-৮৪
৩২।	জাহানারা বেগম	মুনসেফ, শ্রীপুর, গাজীপুর।	"	২২-২-৮৪
৩৩।	ফজিলা বেগম	মুনসেফ, চট্টগ্রাম।	"	২২-২-৮৪
৩৪।	সুফিয়া বেগম	মুনসেফ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	"	২২-২-৮৪
৩৫।	লুৎফা বেগম	মুনসেফ, কাউনিয়া, রংপুর।	"	২২-২-৮৪
৩৬।	বেগম রানু বিলকিস বানু	মুনসেফ, কুষ্টিয়া সদর।	"	১৬-৮-৮৪
৩৭।	রোকেয়া বেগম	মুনসেফ, কুমিল্লা সদর।	"	১৬-৮-৮৪
৩৮।	বেগম সাবরিনা আহমেদ	মুনসেফ, ঢাকা সদর।	"	১৬-৮-৮৪
৩৯।	বেগম ফাতেমা নজীব	মুনসেফ, ঢাকা সদর।	"	১২-১১-৮৪
৪০।	অনীমা বালা সাহা	মুনসেফ, কুলাউড়া, মৌলভী বাজার	"	১৫-১-৮৫
৪১।	লতীফা বেগম	মুনসেফ, মির্জাপুর, টাংগাইল	"	১৫-১-৮৫
৪২।	মদীনা বেগম	মুনসেফ, কচুয়া, চাঁদপুর।	"	১৫-১-৮৫

বিসিএস(পশুপালন)

এসমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হ তারিখ ও সা
১।	জনাবা মাজেদা খাতুন	সায়েন্টিফিক অফিসার(এ,আই) ঈশ্বরদী, পাবনা।	বিসিএস(পশুপালন)	১৯৭৯
২।	জনাবা রাশেদা আখতার	সায়েন্টিফিক অফিসার, রিসার্চ ইন্সটিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।	"	১৯৮৩
৩।	" আলেয়া খাতুন	পিডিও, পল্ট্রিফার্ম, সিরাজগঞ্জ।	"	১৯৮৩
৪।	" হেলেনা খাতুন	সায়েন্টিফিক অফিসার, রিসার্চ ইন্সটিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।	"	১৯৮৩
৫।	" মাকছুদা আলী	সায়েন্টিফিক অফিসার, রিসার্চ ইন্সটিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।	"	১৯৮৩
৬।	" সাজেদা আখতার	সহকারী পশু চিকিৎসক, ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ।	"	১৯৮৪
৭।	" খোদিসা আখতার	সহকারী পশু চিকিৎসক, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	"	১৯৮৪
৮।	" বাসন্তী রানী সাহা	সায়েন্টিফিক অফিসার, রিসার্চ ইন্সটিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।	"	১৯৮৫

বিসিএস(পুলিশ)

এসমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হ তারিখ ও সা
১।	মিস উম্মে হানি	সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ সদর দফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	বিসিএস(পুলিশ)	২১-১-৮৬
২।	মিস ফাতেমা বেগম	সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ একাডেমী, (ট্রেনিংরত) সারদা, রাজশাহী।	"	২১-১-৮৬

বিসিএস(ডাক)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস মাসুদা বিনতে কাদির	শাখা প্রধান(স্টাফ-১) ডাক মহাপরিদপ্তর, ঢাকা।	বিসিএস(ডাক)	২১-৭-৮[illegible]
২।	মিসেস শাহজাদী আঞ্জুমান আরা	প্রিন্সিপাল পি,টি,সি, রাজশাহী।	"	২৮-৪-[illegible]
৩।	মিসেস ফাতেমা বেগম	শাখা প্রধান(আই,আর) ডাক মহাপরিদপ্তর, ঢাকা।	"	২১-৩-৮[illegible]
৪।	মিসেস রাফিয়া শাহিন আহমেদ	(৬ষ্ঠ বনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণরত, পিএটিসি, সাভার।)	"	১৭-২-৮৬

বিসিএস(প্রকৌশল জনস্বাস্থ্য)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস ইথার	সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর, পল্লী স্বাস্থ্য বিভাগ-২, ঢাকা।	বি,সি,এস, (প্রকৌশল,জনস্বাস্থ্য)	৮-৪-১৯৮[illegible]

বিসিএস(গণপূর্ত)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস শাহিদা নাসরীন	বি,সি,এস(গণপূর্ত) (উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটি নিয়ে বিদেশে অবস্থানরত)	বিসিএস(গণপূর্ত)	১-৭-[illegible]

বিসিএস(রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত তারিখ ও সা
১।	মিসেস ফেরদৌস আক্তার	সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট রেইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।	বিসিএস (রেলওয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্য)	২৭-১০-
২।	[illegible] শ্যামলী বোস	প্রশিক্ষণাধীন এ,টি,এস।	"	২১-১-[illegible]

বিসিএস(সচিবালয়)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত তারিখ ও সা
১।	মিসেস মেহের নিগার নূর-ই-এলাহী চিশতী	সিনিয়র সহকারী সচিব পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	বিসিএস(সচিবালয়)	১৯৭৩
২।	মিসেস রেজিনা আওলার খানম	সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৯৭৩
৩।	মিসেস জাকেরা বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৯৭৭
৪।	মিসেস আশুরা বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৭৭
৫।	কাজী জেবুন্নাহার	সহকারী সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৩
৬।	সুরাইয়া বেগম	সহকারী সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	"	১৯৮[illegible]

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হওয়ার তারিখ ও সাল
৭।	আনজুমনোয়ারা বেগম	সহকারী সচিব, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	বিসিএস(সচিবালয়)	১৯৮৬
৮।	মোবাশ্বেরা বেগম	সহকারী সচিব, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬
৯।	খালেদা পারভীন	সহকারী সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬
১০।	মিস পরাগ	সহকারী সচিব, এনার্জী বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬
১১।	মিসেস ফাতেমা রেজিনা আহমেদ	সহকারী সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন।	"	১৯৮৬
১২।	মিসেস নারগিস আওলর	সহকারী সচিব, রেলওয়ে বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬
১৩।	মিসেস মাহমুদা মিন আরা	সহকারী সচিব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬
১৪।	মিসেস মেহের নিগার	সহকারী সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬
১৫।	মিসেস গুলনার নাজমুন নাহার	সহকারী সচিব, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	"	১৯৮৬

বিসিএস(পরিসংখ্যাণ)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভূক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হবার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস ফেরদৌস নূরুন আরা	আই,এল,এস উইং আনসারী বিল্ডিং (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)	বিসিএস(পরিসংখ্যাণ)	৮-২-৭৪
২।	মিসেস রীতি ইব্রাহীম	পরিসংখ্যান বিভাগ, সচিবালয়, (পরিসংখ্যাণ কর্মকর্তা।)	"	১১-৪-৭৭
৩।	মিসেস হাসিনা আলম	জাতীয় আয় শাখা শেড নং ৯, সচিবালয়, ঢাকা। (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।)	"	১-১-৮০
৪।	মিসেস আখতার জাহান	আই,এল,এস, উইং আনসারী বিল্ডিং, তোপখানা রোড,ঢাকা (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।)	"	১২-৩-৮১
৫।	মিসেস সুরাইয়া আরজু	কৃষি পরিসংখ্যান উইং কলাবাগান, ঢাকা। (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।)	"	১-১২-৮১
৬।	মিসেস আজীজা পারভীন	কৃষি পরিসংখ্যান উইং কলাবাগান, ঢাকা, (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।)	"	১২-১২-৮১
৭।	মিসেস গীতাঞ্জলী চৌধুরী	কৃষি পরিসংখ্যান উইং কলাবাগান, ঢাকা, (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।)	"	১-১২-৮১
৮।	মিসেস তাজকেরা বেগম	আর,এস,ও, রংপুর, কেরাণীপাড়া(বি,বি,এস)।	"	১-১২-৮১
৯।	মিসেস হাসিনা বেগম	কম্পিউটার উইং,সচিবালয়।	"	১-৬-৮৩
১০।	মিসেস লূৎফুন নাহার	জাতীয় আয় শাখা, শেড নং-৯, সচিবালয়, ঢাকা।	"	১-৬-৮৩

বিসিএস(কর)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হওয়ার তারিখ ও সাল
১।	মোসাম্মৎ ফেরদাউস আরা বেগম	উপ-কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(দক্ষিণ) অঞ্চল, কর ভবন, ঢাকা।	বিসিএস(কর)	১৮-২-৭৭
২।	মোসাম্মৎ পারসা বেগম	উপ-কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(উত্তর) অঞ্চল, ঢাকা।	"	৩০-০১-৮১
৩।	মিস রোকসানা নাসরিন	সহকারী কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(পূর্ব) অঞ্চল, ঢাকা।	"	১০-১১-৮৩
৪।	নুরজাহান বেগম	সহকারী কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা (উত্তর) অঞ্চল।	"	১০-১১-৮৩
৫।	জনাবা রাহিলা চৌধুরী	সহকারী কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(দক্ষিণ) অঞ্চল।	"	১০-১১-[illegible]
৬।	জনাবা রওসোনারা আক্তার	সহকারী কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(উত্তর) অঞ্চল।	"	২১-১-[illegible]
৭।	জনাবা আরিফা সাহানা	সহকারী কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(উত্তর) অঞ্চল।	"	২১-১-[illegible]
৮।	জনাবা সেতারা বেগম	সহকারী কর কমিশনার, কর বিভাগ, ঢাকা(উত্তর) অঞ্চল।	"	২১-১-৮৩

বিসিএস(কারিগরী শিক্ষা)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হওয়ার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস নাজমা আরা হক	চীফ-ইন্সট্রাকটর, ভকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, বগুড়া।	বিসিএস(কারিগরী শিক্ষা)	৩১-১২-
২।	মিসেস সামসুন নাহার	ইন্সট্রাকটর(ফিউথ) মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, শেরে বাংলানগর, ঢাকা	"	"
৩।	মিসেস ইজ্জত আরা	ইন্সট্রাকটর(কেমিষ্ট্রি), পলিটেকনিকট ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর।	"	"
৪।	মিসেস শাহানারা চৌধুরী	ইন্সট্রাকটর(ম্যানেজমেন্ট), ঢাকা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা।	"	"
৫।	মিসেস কামরুন্নেছা আশরাফ	ইন্সট্রাকটর(ফিউথ), ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা।	"	"
৬।	মিসেস রওশন আরা বেগম	ইন্সট্রাকটর(ম্যানেজমেন্ট), বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বরিশাল।	"	"

বিসিএস(টেলিযোগাযোগ)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হওয়ার তারিখ ও সাল
১।	বেগম নাসরিন চৌধুরী	সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে টি,এন্ড,টি,বোর্ডের অধীনে প্রেষণ কর্মকর্তা।	বিসিএস(টেলি যোগাযোগ)	২৮-

বিসিএস(বাণিজ্য)

ক্রমিক নং	ক্যাডারভুক্ত মহিলার নাম	বর্তমান পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারভুক্ত হওয়ার তারিখ ও সাল
১।	মিসেস রেবা রাণী সাহা	সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	বিসিএস(বাণিজ্য)	২৮-১-